

ও সমস্ত ভগবতে বাসুদেবায় ।

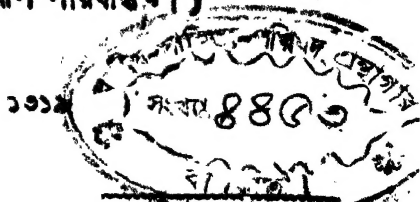
নারীধন্য ।



শ্রীগিরিজাসুন্দর চক্রবর্তী প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

(বিশেষরূপ পরিবর্তিত ।)



৩ নং মিরজাপুর ষ্ট্রীট হইতে
সেন, রায়, কোম্পানি কর্তৃক
প্রকাশিত।

২১৭-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীমাধন যশ্বে শ্রীইন্দু ভূষণ লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা ।



প্রথম বারের বিজ্ঞাপন ।

বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষাদিষয়ক সন্নিধিত কতিপয় প্রবন্ধ “সঙ্ক্যা” ও প্রতিবাসা” প্রভৃতি সংবাদপত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল । প্রথম প্রকাশকালে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক পত্র লিখিয়া ছিলেন এবং প্রবন্ধগুলি হিন্দুর গৃহ গৃহ বহুল প্রচারের জন্য পুনর্মুদ্রিত করিতে চতুরোধ করিয়াছিলেন । এতদিন পরে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইল । এখন যাহা দর জন্ম লেখা তাঁহারা এই পুস্তকপাঠে কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার লাভ করিলে ক্ষম সাথক মনে করিব ।



দ্বিতীয় বারে বর্ত্তমান।

যথার্থই আশানুরীণণ বিশেষ আদরেন সহিত “নারীধর্ম” গ্রহণ করিয়াছেন এ জগৎ তাঁহাদের নিকট আমি সর্বশেষ কৃতজ্ঞ। সেই রত্নজ্যোতির চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের দ্বিতীয় অন্তর্যাম রক্ষা কবিত্তে নারীধর্মের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিলাম। তাঁহাদের অনুরোধ প্রথম সংস্করণে নারীধর্ম বড় ক্ষুদ্রাকারের ছিল। এক খানি ‘পুস্তক পাঠ করিয়াই, খাড়াতে শীশকার চুপসু তঁহারা এইভাবে নারীধর্ম প্রকাশ কবিত্তে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। এবার তাহাই করা হইল—এ জগৎ পুস্তকেব আকার বড় হইল। আর এবার ধাতিক কাগজে ব্রহ্মবুকালীতে পুস্তক খানি ছাপা হইয়াছে তাই পৃষ্ঠাংক মূল্য অনেক অধিক কাগজে হইয়াছে। লিপিও বিষয়ের সংগঠন কল্প বাস্তবিক ঘটনা ও পৌরাণিক বাপার নিয়ম বিষয় লইয়া বিশেষ জন্মগ্রাস্তী করিব মন কবির ছিলাম এবং অনেক স্থানে তাহা করাও হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত পেরুশ করিতে গেলে পুস্তকেব আকার অত্যন্ত প্রকাণ্ড হয় বার তাহা “নারীচরিত্র” নামে নারীধর্মের দ্বিতীয়ভাগ রূপে প্রাত্তিক জীবনের বাস্তব ঘটনা, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বাপার লইয়া একখানি পুস্তক লিপিবার হইয়া রহিল। পঞ্চম সংস্করণের নারী দ্বিতীয় সংস্করণের “নারীধর্ম” ও “হিন্দু নারীগণ” বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ কবিলে উৎসাহান্বিত হইয়া এবার অনেক লিপি প্রচার করিতে সাহস হইব। ইতি

শ্রীনিরঞ্জনন্দর শর্মা।

শুক্ল পত্র ।

—❖—

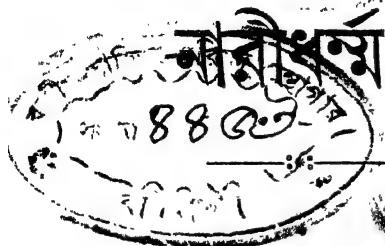
পৃষ্ঠা ।	লাইন ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
২	৩	পবিত্রতাপাতিব্রজো	পবিত্রতাপাতিব্রজো
২	৪	বেদক	বৈদিক
২	২৩	পূনরচক সূত্র	পূর্বরথচক্রসূত্র
৩	১৮	যথাবধি	যথাবধ
৩	২২	জ্ঞেমাধি	জ্যোতিষাধি
৬	৪	লগ্নয়	বলিয়া
৬	২০	৪	৪০
৮	১৩	হিগালঘে	হিগালঘে
৮	২০	উপরি উক্ত	উপরি উক্ত
৯	৪	সধুব	সধুব
১১	১৩	নাকটই	নিমটেই
১৩	১১	শ্রদর মন্দির	শ্রদয়মন্দির
১৩	২১	সত্ত্বানি	যত্বান
১৫	১৮	পবিত্রার্ণকারিনি	পবিত্রার্ণকারিণী
১৫	১২	দেবা	দেবতাঃ
১৬	১	দৃষত	দৃগিত
১৬	১৮	গতন	গতন
১৬	২৬	উপব	উপব

পৃষ্ঠা । লাইন । ' অশুদ্ধ । ' শুদ্ধ ।

২৫	১	ঋষিকুণাব	ঋষিকুমার
২৬	১২	ক বধা	ক'রিয়া
২৮	৫	বিষ লতাবনে	বিষলতাবনে
২৮	৮	উন্নল	উ'ল্ল
৩২	৩	উদ্বর	উদ্বর
৩৪	১৫	অপূর্ক	অপূ'র্ষ
৪০	৬	ক'াষ	কপার
৪১	৯	উদীর্ণ	উদীর্ণ
৪১	১৬	কমিতেন	করি'তেন
৫৩	৬	সে	যে
৫৪	২	গৃহ'গুলিই	গৃহ'গুল
৫৪	১৩	তাঁহারা	তাঁহার
৫৬	১১	ছ'তে	ভট্টতে
৫৯	১৮	তু'নি পাত	তুহিনপাত
৫৯	২৬	চক্রমু'গি	চ'মুখি
৬০	৬	সর্ষা'ক্ষীভূত	স'সাক্ষী
৬০	১০	ইউ'ক	ইউ'ক
৬০	১১	অ'মানে	অবসানে ।
৬০	১২	পপ'	পথ
৬১	১৭	ব্র'ক্ষা'কুল	ব্রাক্ষণকুলে
৬১	২	ব'পুত	বাপুত
৬৩	২২	শেষ	শেষ
৬৪	১২	তাহার	তা'হার

ପୃଷ୍ଠା ।	লাইন ।	• অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
୬୧	୫	নিম୍ନେବ	নিম୍ନେର .
୬୭	୮	ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ	ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ
୬୮	୧୬	କି	•
୭୧	୧୧	ଅନୁତାମିତ୍ର	ଅକ୍ରତାମିତ୍ର
୭୨	୧୬	ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟାୟେ	ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟାୟେ
୭୫	୧	ମାହାୟା	ମାହାୟା
୭୭	୧୬	କାର୍ଯ୍ୟଂ	କାର୍ଯ୍ୟଂ
୭୮	୧୧	• ବର୍ତ୍ତମାନୋହିପି	ବର୍ତ୍ତମାନୋହିପି
୭୮	୧୬	ସୁଧବା	ସୁଧବା
୮୧	୧୮	ଅସାଚିତୋପସ୍ଥିତ	ଅସାଚିତୋପସ୍ଥିତ
୮୧	୧୬	ଅତିକ୍ରମ	ଅତିକ୍ରମ
୮୫	୧୦	ଧର୍ମରାମାଳନାହୁରୋଧେ	ଧର୍ମରାମାଳନାହୁରୋଧେ
୮୫	୧୧	ଏ ସକଳେ	ଏ ସକଳେ
୮୫	୭	ସଦା: •	ସଦା
୮୭	୧୧.୦	ସମ୍ବତା	ସମ୍ବତା
୯୩	୮	ବୃତ୍ତସର	ବୃତ୍ତସର
୧୦୧	୧୩	• ସାଧୁ •	• ସାଧୁ
୧୦୧	୧୧	ନାରୀଧ	ନାରୀଧର୍ମ
୧୦୧	•	ନରକ	ନରକ
୧୦୧	୧	ବାହ୍ୟ	ବାହ୍ୟ
୧୦୧	୧୧	• କ୍ରବାଂ	କ୍ରବାଂ
୧୦୧	୧୬	ନରୀବତ୍ତ	ନରୀବତ୍ତ •
୧୦୬	୧	ଜେଟା	ଜେଟା

পৃষ্ঠা ।	লাইন ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
১১১	১২	অসংস্কৃতাপকররা	অসংস্কৃতোপকররা
১১৮	৩	বরসনভূষণের	বসনভূষণের
১১৮	৫	তাহার	তাহাদের
১২০	৬	বসনভূষণ	বসনভূষণ
১২৬	৭	বুড়ে	বুড়ে
১৫১	১৭	দেখিয়াছি	দেখিয়াছি
১৪২	১৩	এই	এই
১৪২	১৪	কুকুরী	কুকুরী



আর্য্যনারীর শিক্ষা ।

—:~:~:~:—

কাল নিরবধি । কাল অনন্ত । এই অনন্ত কালসমুদ্রে ভার-
তের ইতিহাসের সীমানির্দেশ চেষ্টা আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর পক্ষে
বাতুলতা মাত্র । এ বিষয়ে অনেকেই একমত হইতে পারেন
নাই । তবে ভারত যে অতি প্রাচীন দেশ সে বিষয়ে মতাস্তর
নাই । প্রাচীন সভ্যতা ভারত হইতে নিশর দিয়া য়ুরোপে
গিয়াছে । ভারত যখন সভ্যতাদীপ্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত
শৌর্য্য-বীৰ্য্যের লীলাক্ষেত্র, তখন য়ুরোপের অনেক স্থান ~~এ~~
অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন ।

জগতে জ্ঞান বিজ্ঞান কে বিলাইয়াছে ? ভারত । ভারতই
চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির জন্ম-
ভূমি । এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞানশিক্ষা কিছুতেই অজ্ঞাত বা
অপ্রসূরক ব্যাপার নহে । ভারতের গ্রাম ভারতের নারীশিক্ষাও
অতিপ্রাচীন । যখন আর্য্যগণ সরস্বতীতীরে বাস করিতেন,

যখন বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সবেমাত্র পূর্ণ বৈদিক মন্ত্রে সরস্বতীতীর মুখরিত করিতেছেন, তখন হঠাৎ আৰ্য্যনারীগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারিণী, পবিত্রতা-পতিব্রতায় মহিমাময়ী। হিন্দুনারীগণ বৈদিকযুগ হইতে পতির সহধামিনী। আৰ্য্যগণ জ্ঞাকে অর্দ্ধ-শরীর, অর্দ্ধ-জীবন জ্ঞান করিতেন। জ্ঞাতিয় ঈশ্বরোপাসনা ধর্মকার্য ও পারলৌকিক ধন সম্বন্ধে উদ্ভিন্নরূপে সম্পন্ন হইত না। তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিচার কথা দূরে থাকুক যে পরাবিচার অধিকারিণী হইলে মহাজনগণের চরম ধর্ম, চরম লক্ষ্য ত্রিজগতের সারধন ভগবন্ধনে অধিকারিণী হওয়া যাব, আৰ্য্যনারীগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে সে বিজ্ঞা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

পুরাকালে আৰ্য্যনারীগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন— ব্রহ্মবাদিনী ও সন্তোষধু। ব্রহ্ম—বেদ, ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম। ব্রহ্ম-বিজ্ঞানভেদে ব্রহ্মবাদিনীগণের চরম লক্ষ্য ছিল। তাহারা পতি গ্রহণ করিতেন না এবং অর্ধাঙ্গনকে অসুস্থান করিতেন। তাহারা বেদ পড়িতেন ও ন্যাস করিতেন। প্রয়োজন হইলে জ্ঞানানুশীলনার্থ দেশদেশান্তরে গমন করিতেন। উহাদের উপনয়ন হইত না, ভারতের বাহ্যে ও পূর্বাণ ইতিহাসে ইহার প্রমাণ অনেক আছে। কঠাগণ “শিল্পনীতিব্রতঃ” ইহা মানবধর্মশাস্ত্রই অল্পাঙ্গন। ধর্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে পুরাকালে ধর্মোপাসন উল্লিখিত হইত না। রঘুবংশে দেখিয়াছেন রেখামাত্রমর্পি স্কন্দাদামনো বর্তনঃ পরং। ন ব্যতীযুঃ প্রজ্ঞা স্তম্ভ নিরন্তরেন্নিবৃত্তয়ঃ।” যেমন নিপুণ-সারথি-পরিচালক রথের চক্রধারা পূর্বরচক্রকূর্ষ পথ রেখামাত্রও অতিক্রম করে

না তেমনি স্মৃশাসক রাজা দিলীপের প্রজাগণ মম্বুর সময় হইতে প্রচলিত নীতিধর্মের রোমানাও অতিক্রম করে নাই ।

আমরা দেখিতে পাই শকুন্তলা রত্নাবলী প্রভৃতির কান্য-কলায় বেশ অধিকার ছিল । তাঁহারা চিত্রকলায়ও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন । পান্ডিতী কেবল বিদ্যায় নয় অতি কঠোর তপস্তায় নৈষ্টিক তপস্তারত তপস্বীগণের তপস্তাও অতিক্রম করিয়াছিলেন । গড়র পুশাণে মিনা ও নৈতরণী নামী দুইজন ব্রহ্মবাদিনী নারীর উল্লেখ আছে । হরিবংশে বকুণার এক তপঃশালিনী কঠোর উপাস্য হইয়াছেন । মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় ব্রহ্মণী কশিয়ার নিকট পঞ্চশিখ যুনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তত্ত্বজ্ঞানময়ী গার্গী নামী কোন ব্রহ্মবাদিনী নারী মিথিলার রাজর্ষি জনকের ভবনে বাসবাস করিতে সন্তোষিত হইয়াছিলেন । অনেক তর্ক বিতর্ক করেন । মহাভারতে বৃষ্টি হইয়া, সলভা নামী কোন আখ্যানকারী দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন । ব্রহ্মবাদিনীগণ দেশ পর্বটন করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেন । এই সমস্ত অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জন সাধারণের নিকট আখ্যান দ্বারা বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । ব্রহ্মবাদিনীগণ যথেষ্ট জ্ঞানানুশীলন করিয়া পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত্ত হইতেন । রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সিদ্ধশারীর কণা সকলেই অবগত আছেন । সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জৈববাদি মূল্য শাস্ত্রেই হিন্দু-নারীগণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । শলভার দর্শনশাস্ত্রে

ব্যাপ্তিলাভের কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । লীলাবতী অক্ষ-
শাস্ত্রে, খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।
আর সাহিত্য ও স্কুমার শিল্পকলা যে আখ্যানারীগণের অনে-
কেরই আয়ত্ত ছিল, কাব্য, পুরাণ ইতিহাসে তাহার শত শত
দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ।

সত্তোবধুগণ পতি গ্রহণ করিতেন । তাঁহারা নানা বিদ্যা
শিক্ষা করিতেন । শৈশব হইতেই তাঁহাদিগকে সংযম শিক্ষা
দেওয়া হইত । সংসারের কর্তব্যপালনোপযোগী নানাবিদ্যা
শিক্ষা করিয়াও তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে অবহেলা করিতেন
না । যে শিক্ষার পারলৌকিক উন্নতি বিহিত হইতে পারে, যে
শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয় সেই শিক্ষাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য
ছিল । ইহাদের মধ্যেও অনেকে বৈদিক মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা
করেন । অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা
করেন । আগরা উত্তররামচরিতে দেখিতেপাই আত্রেয়ী
বাগ্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে নিগমান্ত-
বিদ্যালভের নিমিত্ত গমন করিতেছেন । যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী
মৈত্রেয়ী পতির নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । তিনি
নির্বাবয়ক যে সমুদয় প্রশ্ন পতিকে 'জিজ্ঞাসা' করিয়াছিলেন
তাঁহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে । আজও ভারতের এ দুর্দিনে ব্রহ্ম-
বাদিনী নারী অসম্ভব নগ্ন পরবস্ত্রী প্রবন্ধে পাঠক পাঠিকা তাহা
স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন ।

বিদ্যুৎ বাসন্তী ।

—:—

অনেকদিন আর ব্রহ্মবাদিনীগণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি পবিত্র করেননাই। স্বেচ্ছাধিকারের পর হইতেই স্থখের সে স্বর্ণবৃগ চলিয়া গিয়াছে। এই দুর্দিনের ঘোর অন্ধকারেও আলোকের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছে। আমরা চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের বিদ্যুৎ শ্রীমতী বাসন্তীর সংবাদ শুনিয়া আশাব্যস্ত হইয়াছি। শ্রীমতী বাসন্তী ব্যাকরণতীর্থ এবার * চট্টগ্রাম বিদ্যালয় বিনোদিনী পরীক্ষাসভায় পরীক্ষা দিয়া সাংখ্যের মধ্যপরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্তমান কালের শ্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় যে বিলাসবাসনা ও সুখলাচ্ছন্দবাসনার বৃদ্ধি এ ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা কম। বাসন্তী সংসারভাগিনী বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী। অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হয়। আশা করি বাসন্তী হইতে আবার আমরা ভারত ব্রহ্মবাদিনী আর্হানারী দেখিতে পাইব। পাঠকপাঠিকাগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্ত আমরা এস্থলে জগৎপুর আশ্রমের বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

চট্টগ্রামের মহামুনির মেলা হইতে ক্রোশান্তরে একটি বাসিন্দার আশ্রম আছে—নাম জগৎপুর আশ্রম। আশ্রমস্থানীর নাম পূর্ণানন্দ; বয়স ষাট বৎসর হইবে। স্বামিজীর বিধবা কন্যা, একটি সখবা রমণী নাম রাজকুমারী আর একটি সখবা হেমাজিনী

* ১৩১২ সালের সন্ধ্যা পত্রিকায় এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্মরণ্য এবার অর্থে ১৩১২ মন বুঝিতে হইবে।

আর একটি অনাথা কুমারী বাসন্তী এবং স্বামিজীর দুইটি শিশু—
 সন্তান, যশোহরের উকীল রামোত্তম বাবুর একটি সন্তান, হেমা-
 জিনীর স্বামী মনোমোহন ও তাঁহার আর একটি শিশুপুত্র ও
 একটি শিশুকন্যা, বগলা বলিয়া একটি ব্রাহ্মণকুমার রাজকুমারীর
 স্বামী চন্দ্রনাথ—(চট্টগ্রামইনেস্পেক্টর আফিসের কেরানী)
 চন্দ্রনাথের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা, বইবাধাব্যবসায়ী বঙ্গচন্দ্র দে—
 এদেশীয় কায়স্থ ; বিক্রমপুরের একজন পণ্ডিত ও তাঁহার তিনটি
 ছাত্র, এবং বোধ হয় আরও তিন চারিটি বালক এই আশ্রমে
 বাস করে । স্বামিজীকে সকলে ঠাকুর বলিয়া ডাকে । ঠাকুর
 বড় সুকণ্ঠ । পাহাড়ের শিখরে বসিয়া যখন ঠাকুর কলকণ্ঠে
 রবীন্দ্রনাথের সেই দিগ্‌মাদকারী—“নয়ন না পায় তোমাতে
 দেখিতে, রয়েছে নয়নে নয়নে” গান গাহিতে আবন্ত করি-
 লেন এবং ঋষিকুনারেরা বালকোমল স্বরে পাহাড় প্রতিধ্বনি
 করিতে লাগিল, তখন শরীর শিহরিয়া উঠিল । বোধ হয়
 ঠাকুরের হিপ্পনটিক্ বা যোগশক্তি যথেষ্ট আছে ; দীর্ঘ ক্ষীণকায়,
 টিকিল নাসা ও জ্যোতিষ্মান আরত চক্ষু । পণ্ডিত মহাশয়ে
 বেতন ২০ টাকা ও তাঁহাদের চারিজনের আহার দিতে হয়
 নিজেদের পনর কুড়িটা এবং ইহার উপর অতিথিসংকার আছে
 সম্বল—চন্দ্রনাথের বেতন ত্রিশ টাকা ও বঙ্গচন্দ্রের বই বাঁধিবা-
 র্যায় ৪০ টাকা । চন্দ্রনাথ ও বঙ্গ গৃহত্যাগী ।

পাহাড়ের উপর আশ্রম । একটি পাহাড়ে একখানি বড়
 ঘরে ঘুনকেরা বাস করে, আর একটি পাহাড়ে দুইখানি ঘরের এক
 ঝানিতে সন্যাসিনীরা ও অল্প খানিতে সাবালকদিগকে লইয়া

চন্দ্রনাথ ও বঙ্গ বাস করেন। তাহার নীচে একখানি ঘরে পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার গৃহী ছাত্রেরা বাস করেন। পাহাড়ের তলায় রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। কোথাও বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। ধোপা নাপিত নাই। গেরুয়া কাপড়, লম্বা চুল ও নখ সকলেরই। মাটিতে বসা, চেটাই পাতিয়া শোয়া। এক খানি কাল কস্বল ও তিন চারিটা চেটাই, খান দুই ছেড়া কাঁথা সম্বল দেখিলাম। একটি বন্দুক ও একটি পিস্তল আছে। আমরা বসিয়া অনতিদূরে হরিণের শব্দ পাইলাম। মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়।

ক্ষেত্রকার্য্য ঠাকুর ও সকলে, সন্ন্যাসিনীরা পর্য্যন্ত নিজেরা করেন। গৃহকার্য্যত করিতেই হয়। আহাৰ্য্যে কঠোরতা অত্যন্ত অধিক। কেহ কেহ ভাত বা লবণ খাইতে পায় না। দুই মাস অলবণ-সিদ্ধ পক ও দুই (এক) মাস অসিদ্ধ ভক্ষণ। এই পর্য্যায়ের বার মাস কাটে। আলু, কচু সিদ্ধ এবং চাতুর্মাশ্রে ভিজা সাপু, পাকা কলা; দুধ নিষিদ্ধ নহে—তবে মিলে না। দশ এগার বৎসর এইরূপ চলিয়াছে—শিশুরা পর্য্যন্ত এইরূপ চালাইতেছে; শরীর যে কান্নারও খারাপ হইতেছে, ক্ষেত্র হইল না।

পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে সকলে সংস্কৃত পড়ে। বাসন্তী এ বৎসর উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ঠাকুরের কন্যা, হেমাজিনী ও রাজকুমারী মধ্যপরীক্ষা দিয়াছেন। নয় দশ বৎসরের দুইটি শিষ্য আদ্য পরীক্ষা দিয়াছে। চন্দ্রনাথের চারি ক্রি পাঁচ বৎসরের কন্যা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা

কছিল। সে কন্যাপ ব্যাকরণ পড়িতেছে। আশ্রমে দেবভাষা ভিন্ন কথা কহিবার অধিকার নাই। বগলা এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কয়েক মাস (বৎসর) ব্রহ্মচারী হইয়াছে, সে সংস্কৃতে অনর্গল-বক্তৃতা করিতে পারে। শিল্পগণ সম্বন্ধে স্তোত্র পাঠ করিয়া ও সঙ্গত করিয়া শুনাইল। টোল যে উদ্ভমভাবে চলিতেছে, মন্দেহ নাই। এখন কেবল সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়ান হইতেছে। ঠাকুরের বড় ইচ্ছা সন্ন্যাসিনী চারিটিকে বেদান্ত পড়াইবেন। অর্থের অভাবে বেদান্তের পণ্ডিত আনিতে পারিতেছেন না।

এ আশ্রমের উদ্দেশ্য, প্রাচীন ঋষিযুগের পুনরুত্থান। ধর্মমত বা সাধন কি বৃদ্ধিলাভ না, বোধ হয় উপনিষদের ধর্ম। নরনারী, বৃদ্ধ দুবতী একত্র থাকিবার জন্ত কোনও ক্ষতি নাই। ইহারা উপাচার্য্য হইয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সনাতন ধর্ম প্রচার করিলে, দিগাম্বীর বিনাশ ও পবিত্রতা স্থাপিত হইবে, সকলে, মিলিয়া সম্বন্ধে “শিবোহং” “শিবোহং” গান করিলে “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য নিনাদিত হইলে, আবার আর্ধ্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, পূর্ণানন্দের এই কামনা। • উদ্দেশ্য মহৎ, সকলের সুহৃদুভূতির উপযুক্ত, ফল ভগবানের হস্তে। জাহ্নবী কি আর হিমালয় ফিরিয়া যাইবে? বে মহা উদ্দেশ্যের সাধন করে সে বরলীল।” উপরিউক্ত অংশ ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসের অব্যভারতে ছাপা হইয়াছিল। পরে যাহা সংবাদ পাইরাছি তাহাও সন্মিলিত করিয়া দিলাম।—

১৯০০ সালের ৩১ শে মার্চ শেষ চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা—

সংক্রান্ত বাৎসরিক রিপোর্টের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, আশ্রমটি দেখিয়া আশ্রমবাসিগণের সরল রীতিনীতি ও ব্যবহারাদি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, আশ্রমটির চতুঃপার্শ্বের রমণীয়তা দেখিয়া সাবেক কালের ভারতীয় সাধুর আশ্রমের কথা মনে হয়। ১৯০৩ সালের রিপোর্টের এক স্থলে আছে চট্টগ্রাম বিভাগের টোলসমূহের মধ্যে এই জগৎপুর আশ্রমের টোল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এ বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ফলাফলসারে উক্ত আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী চিন্তাচরণ ও ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রকুমার নামক দুইটি ছাত্র কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দুইটি ছাত্রই কলিকাতা কেন্দ্র হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল। সুরেন্দ্র নামক ছাত্রটির বয়ঃক্রম ১২ বৎসর মাত্র। চট্টগ্রাম বিভাগবিনোদিনী পরীক্ষাসভার পরীক্ষা দিয়া শ্রীমতী বাসন্তী ব্যাকরণতীর্থ প্রথম বিভাগে সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলাপ ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ—শ্রীমতী হেমাজিনী বসু সাংখ্য ও শ্রীযুক্ত বগলাচরণ ব্যাকরণতীর্থ—তায়ণাশ্রমে চন্দ্রকুমার দাস—কলাপ ব্যাকরণে। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ব্যাকরণ-কাব্যব্রহ্মসংস্কৃতসাংখ্যতীর্থ এই আশ্রম টোলের প্রধান পণ্ডিত সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় চারিটি বিষয়ে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—বর্তমান বর্ষে বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠি হইতে পরীক্ষা দিয়া সাংখ্যতীর্থ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

পুণ্য আদর্শ।

—:—

প্রেমের সাগর তোলানাথ পরমাত্মধানে মগ্ন। নিবাত
নিষ্কম্প-প্রদীপের মত তিনি স্থির ধীর। যোগীর যোগবাধাভরে
সমস্ত কানন নীরব নিশ্চল। গৌরী যোগেশ্বরের সেবা করি-
তেছেন। এমন সময়ে সহসা যোগবনে অকাল বসন্ত আবির্ভূত
হইল। ‘বনতরুসমূহে নবপল্লব দেখা দিল। গাছে গাছে ফুল
ফুটিল মধুপঙ্কজারে ও কোকিলাদিকুজনে বন মুখরিত হইয়া
উঠিল। সুবসুৰ মলয় পবন বহিল। পুরন্দরপ্রেরিত মদন
পিণাকপাণি হারর ধৈর্যচ্যুতি করিতে যোগবনে সনাগত হই-
য়াছেন, তাই আজ এরূপ অকাল বসন্তাদয়।

ধানাবসানে মহাদেব নয়ন মেলিলেন। চাঁদ উঠিলে
সাগর সলিল যেন সজীব কঁাপিয়া উঠে তেমনি তাঁহার কক্ষিৎ
ধৈর্য-লোপ হইল। তিনি বিষাধরশোভিত উনামুখের দিকে
একবার চাহিলেন। কিন্তু বশী শঙ্কর তৎক্ষণাৎ চিত্ত বশ করিয়া
স্বচিন্তের বিকারকারণ নির্গয়ের নিমিত্ত চারিদিকে দৃষ্টিপাত
করিলেন ॥ দেখিলেন মদন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ফুলধনুকে
সম্মোহনবাণ জুড়িয়াছে। ক্রোধে মহাদেবের কপাললোচন
হইতে দীপ্ত বহ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে ভস্মাবশেষ করিল।
প্রেমেশ্বরের নিকট বিশ্ববিজয়ী মদন পরাজিত হইল। উন্মাদক
বসন্ত, পার্শ্বতীর অতুলনীয় রূপ এবং মদনেব সম্মোহনবাণ এই
ত্রিশক্তি সম্মিলিত হইয়াও হরচিত্ত বিকল করিতে সমর্থ হইল
না। ইংগী, পার্শ্বতীর কি যে সৌরভ গা! সুখমাভিমানিনী

চপলা লক্ষ্মী চাঁদে গিয়া কমলের কমলীয় সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পাইতেন না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আবার কমলবাণিনী কমলে গিয়া সুধাকরের সৌন্দর্য্যসুধার ক্ষুধা তৃপ্তি করিতে পারিতেন না । তাই তাঁর বড় আক্ষেপ হইত । কিন্তু উদামুখ আশ্রয় করিয়া তিনি চন্দ্রপদ্ম এই উভয়-সম্প্রদায়ের তই অনুভব করিতে পারিতেন । আর মদন নিজেইত বিশ্ববিজয়ী । তাহার পর পবনসহায় বহুর ত্রায় উন্মাদক বসন্ত আজ তাহার সহায় । তবুও আজ সে হরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে গিয়া আপনি গুড়িয়া ছাই হইল । প্রেমের নিকট বিশ্ববিমোহন রূপ ত্রিলোকবিজয়ী মদন ও বসন্তাদি উদ্দীপন বিভাবকে আজ পরাজয় স্বীকার করিতে হইল । আজ কেন ?—উহারা চিরদিনইত প্রেমের নিকট পরাজিত । আসঙ্গ-লিপ্সুর নিকটই উহাদের যত শক্তিপ্রকাশের সুযোগ । আসঙ্গলিপ্সা রূপানোহে মুগ্ধ, চন্দ্রচন্দন ও বসন্তাদি উন্মাদক কারণে পাগল । হিন্দু আসঙ্গলিপ্সাকে ঘৃণা করে । হিন্দুর প্রেমের আদর্শ পার্শ্বতী পরমেশ্বর ।

পার্শ্বতী সেইপ্রকার স্বনয়নে মনোভবকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া বলিলেন ছি ! এই ষোড়শরূপের আবার গরব ! রক্তপ্রবৃত্তি সামান্য শক্তিও নাই ! সমাধি বিনা সাধন বিনা রূপ শক্তিহীন । উমা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্তা দ্বারা সৌন্দর্য্য সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । মদনবিজয়ী যোগেশ্বর মহাদেবকে তপস্বিনী পার্শ্বতী পরাজয় করিয়াছিলেন । পাঠক প্রেমের এই উচ্চ চিত্র আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি, তাই আজ প্রেমের নামে..

মামাদের দেশময় এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতা। আমরা হিন্দুর প্রকৃত প্রেমের আদর্শ বিস্মৃত হইয়া ভোগলিপ্সাকে প্রেম মনে করি তেছি তাই এত ভ্রষ্টাচার !

সংযম বিনা প্রেম সম্ভবে না। বিনা তপস্যায় সংযম সহজ-সাধ্য নয়। সেই অনন্ত পরমপুরুষে বিলীন হওয়া পুরুষ ও নারী সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে ধরা যায় না। সান্তকে ধরা যায় ; তাই মূর্তিকল্পনা। নারীর কোমল হৃদয়ে বঁহু মূর্তির ছায়া সাধনবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। তাই হিন্দুনারীর একমাত্র দেবতা পতি। স্বাদিভক্তি স্বামিসেবা ক্ষিপ্ত হিন্দুনারীর ব্রতনিয়ম বা পূজা উপাসনার আবশ্যক নাই। দেবতার নিকট যেমন আত্মসমর্পণ করিতে হয়— দেবতার পায় যেমন মনপ্রাণ বিকাইতে হয়, তেমনি নারীর স্বামীর পায় প্রাণমন সমুদয় অর্পণ করিতে হয়। ঈশ্বর এক ভিন্ন ছুই নন—হিন্দুনারীর পতিদেবতাও এক ভিন্ন ছুই হইতে পারে না। হিন্দুপত্নীর পতির সহিত ইহ-পরকালের সম্পর্ক। হিন্দুনারী পতিকে বলেন, “জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি”। সতী ঘোষিত পুমাংসমভ্যোতি ভবান্তরেষপি।” জন্মে জন্মে পতির সহিত হিন্দুপত্নীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। পতির প্রতি পত্নীর এক্ষণে দেববুদ্ধিজন্মান সাধনসাপেক্ষ, অনুশীলনসাপেক্ষ। প্রেমের এই সাধন বা অনুশীলনকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা আসক্তলিপ্সাকে ব্রহ্মক্রমে প্রেম মনে করিয়া ইঞ্জিয়ঘটিতমিলন ঘটাইতে চাহে, রক্তমাংসের মিলন ঘটাইতে চাহে, তাহাদের সে মিলনে বিষম অনর্থ ঘটে। মহাযা জীবনে নিত্য এক্ষণে শত শত

অনর্থ সংঘটন দেখা যাইতেছে । মানবচরিত্রের নিপুণ চিত্রকর মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার এইরূপ মিলন-অনর্থের স্নন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ।

শকুন্তলার কুটুম্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে রাজা দ্রুপদ মুগ্ধ আত্মহারা দ্রুপদদর্শনেও শকুন্তলা অধীর অবশ্য । উভয়ের মধ্যে দেবতা ও সেবিকার যুদ্ধি জন্মিবার অবসর হইল না । ইন্দ্রিয়ঘটিত মিলন ঘটিল । কিন্তু এরূপ মিলনে দেবতার অভিশাপ আছে । এরূপ মিলন কখন শিবদ হয় না । তাই কবি দুর্ভাগ্যের শাপে এ মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাইলেন । তাহার পর নিত্য স্বামীদেবতার ধ্যানে সিদ্ধা তপঃগুরুহৃদয়া শকুন্তলা অমৃতাপদধূপবিত্তহৃদয় প্রকৃত প্রেমবান্ দ্রুপদের সহিত মিলিত হইলেন । সে মিলন স্থায়ী ও সুখকর হইয়াছিল । কাদম্বরীতে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বৈতাদির চরিত্রে কবি এই একই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন ।

হিন্দুর পতিপত্নীতে ইহপরকালে দেবতা ও সেবিকার সম্পর্ক । হিন্দুবিধবার পক্ষে পত্যস্তর গ্রহণ সম্ভব নয় । পতির পার্থিব-দেহ শমনপীড়নে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে কিন্তু পত্নীর হৃদয়-মন্দিরবিরাজিত স্বামিদেবমূর্তি দেহে প্রাণ থাকিতে কখন অন্তর্হিত হইতে পারে না । হিন্দুর প্রেমের এ উচ্চ আদর্শ জগতের অন্ত্র বিরল । হিন্দুবালিকাগণকে বাল্য হইতে এইরূপ উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় । হিন্দুগণ প্রেমমাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন তাই তাঁহারা পত্নীকে পতিতে এবং পতি কুলেতে চিরদিনের মত ধ্বনিক্রতের জায় বন্ধরাধিতে বদ্ধবান্ । বিবাহ-সময়ে কন্যা ধ্বনিক্রতকে সাক্ষী করিয়া বলেন “ধ্বনিক্রতঃ

পত্নিকুলে ভূয়াসম্ ।” ঐক্যতারা তুমি যেমন স্থির ধীর অবিচলিত আমিও যেন তেমন পত্নিকুলে স্থির ধীর অবিচলিত হই । পাঠক কুমারে পতিব্রতা-শিরোমণি অরুন্ধতীর উজ্জ্বল পবিত্রচিত্র দেখিয়া-ছেন ।

“তেষাং মধ্যগতা সাধ্বী পত্ন্যঃ পাদার্পিতেক্ষণা ।

সাক্ষাদিব তপঃসিক্তি বভাবে বহুবরুন্ধতী ।” *

যাহাকে দেখিয়া উদাসীন ভোগানাত্যের মনেও দারপরিগ্রহের বাসনা জন্মিয়াছিল সেই নিত্যপতিপাদার্পিতেক্ষণা অরুন্ধতী আকাশেও বশিষ্ঠের সহচরী । এই অরুন্ধতীকে সাক্ষী করিয়া হিন্দুর নবাবুকে বলিতে হয় “হে অরুন্ধতি ! আমি যেন তোমার মত ইহ পরকালে স্বামীতে সমান আবদ্ধ থাকি ।” বিবাহসময় হইতে যে হিন্দুবুকে এইরূপভাবে প্রতিশ্রুত হইতে হয় এবং পরজীবনে কার্য্যে বাহা নিত্য অনুশীলন করিতে হয় সেই হিন্দু জীবন কখন কি পত্যস্তর গ্রহণ সম্ভব ! বড় ভ্রুংখে আজ আমাদের হিন্দুপ্রেমের আদর্শের কথা পাড়িতে হইয়াছে । আদর্শ বিপর্য্যয়ে নানা অনর্থ ঘটিতেছে । দেশের বড় বড় ঘরে পর্য্যস্ত ঘুণ ধরিয়াছে । তাই আজ বাধ্য হইয়া এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল ।

—:—

* সেই সপ্তর্ষির মধ্যে পতির চরণে অর্পিতপেত্রী সাধ্বী অরুন্ধতী স্মৃতিমতীঃপঃসিক্তির স্মার বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ।

নারীপূজা ।

—*—

নারীপূজা যেন কেমন শুনিতে বিলাতি বিলাতি । কিন্তু বিলাতে প্রকৃত নারীপূজা নাই । আর্য্যবৰ্ত্তেই নারীপূজার উৎপত্তি বিস্তৃতি ও স্থিতি । স্বেচ্ছা অধিকারের পর স্বেচ্ছাপ্রভাবে এই নারীপূজাব কিছু অঙ্গানি হইয়াছে, কিন্তু এখনও জগতে সকল দেশ অপেক্ষা ভারতেই নারীর সম্মান অধিক । সাধের বিলাসপুত্রলোভ দেখা সেবা প্রাপ্য, প্রাচ্যদেশে নারীগণ কেবল সেইরূপ সেবাটি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । প্রাচ্যদেশবা সগণ প্রবৃত্তির পরিতর্পণকারিনী বলিয়া সর্ব্বতোভাবে নারীর মনস্তৃষ্টি-সাধনে বাস্তব কিন্তু তাহারা নারীকে দেবতাবুদ্ধিতে পূজা করিতে জানে না । ভারতে নারীগণ দেবী বলিয়া পূজিতা ।

যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা ।

যত্রোতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্ত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

নারীর পূজায়ই দেবতা প্রসূত । যেখানে নারীপূজা নাই সেখানকার সকল ক্রিয়াই বৃথা । ইহাই মতুর নারীপূজার অন্ত-শাসন । “স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন” । জীতে ও শ্রীতে কোন প্রভেদ নাই অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসী একথা বিশ্বাস করিয়া থাকে । ভারতবাসীগণের নারীর প্রতি এরূপ দেবীবুদ্ধি আছে বলিয়াই তাহারা নারীকে অতি পবিত্র রাখিতে চান । বাসনার সংস্পর্শে সে দেবী প্রতিমা

দূষিত হইবে ইহা প্রকৃত হিন্দুর কাছে অসহ্য । হিন্দুগণ নারীকে রক্তমাংসের পাপসংস্পর্শপরিশূত রাখিতে চান । হিন্দুর মতে বিবাহ মানবের সহিত মানবীরধর্ম্য সন্নিধান । হিন্দুর বিবাহ ভোগবাসনার পরিতর্পণের জন্ত নহে । “ক্রিয়ানাং খলু ধর্ম্যানুনাং সৎপত্ন্যো মূলকারণং” । হিন্দুপত্নী ধর্মসহচরী । সীতাদেবীকে বনে পাঠাইয়াও শ্রীরামচন্দ্রকে অশ্বমেধযজ্ঞসাধনের জন্ত হিরণ্যরী সীতাপ্রতিকৃতি নির্মাণ করাইতে হইয়াছিল । যাহাদিগকে হিন্দু একপভাবে দেবী বলিয়া পূজা করে, তাঁহাদের কেহ পতির লোকান্তরের পর বাসনার অনলে জলিয়া পুড়িয়া আবার পত্যস্তর গ্রহণ করিতেছেন এ বিসদৃশ দৃশ্য হিন্দুর চক্ষে অসহ্য । হিন্দুর অভিধানে বিধবাবিবাহ এ কথাটিই অসম্ভব । হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ একটি মহাযজ্ঞ । “আর্য্যমণং দেবং কত্বা অগ্নি-মরুত সইমাং দেব আর্য্যমাপ্রেতঃ । মুধাতু নামুতঃ স্বাহা” ইত্যাদি । এই মন্ত্রে কত্বা বৈবাহিক যজ্ঞের অধিকারিণীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । বোধ হয় স্মৃতি স্বসংগৃহীত মনুসংহিতায় এই মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে তীক্ষ্ণ মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

“কামস্ত কপয়েদেহং পুষ্পমূলফলৈরপি ।

নতু নামাপি গৃহীয়াৎ পত্যোপ্রেতে পরস্তত্ ॥

নোদ্বাহিকেষু যজ্ঞেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে কচিৎ ।

ন বিদ্যাহবিধাবুক্তং বিধবাব্বেদনং পুনঃ” ॥

বিধবা কত্বা নয় বলিয়া বৈবাহিকযজ্ঞের অধিকারিণী নহে ।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুধর্মের বিধান । আমরা সেকালের সেই

যক্ষ গন্ধর্বেয়র মধ্যে অবাধ প্রণয় দেখিতে পাই । কিন্তু সেখানেও প্রেমের আদর্শ অতি উচ্চ । সেখানেও পতিতে দেববৃদ্ধি । পুণ্ডরীকের পরলোকপ্রাপ্তির পর নিত্যপতিপদধ্যানরতা “ধবল শীলার মত স্বেদক্লেদহীন” মহাশ্বেতার পবিত্র সন্ন্যাসিনী মূর্তি দেখিয়া কেনা মুগ্ধ হয় ! চক্ৰাপীড়ের মৃতদৈহে কাদম্বরীর দেব-পূজা নীরস হৃদয়েও ভক্তির উদ্রেক করে । কিন্তু হিন্দুনারীকে দেবীতে পরিণত করিতে তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রদান আবশ্যক অনুশীলন আবশ্যক—অনুষ্ঠান আবশ্যক । সংসারের শত পাপপ্রলোভন বাচ্ছাতে সে দেবীমূর্তিকে স্পর্শ করিতে না পারে, তাহার জন্ত সংবর্নশিক্ষাদান আবশ্যক । সম্ভবার জীবনব্যাপী কঠোর কর্তব্যসাধনের জন্ত, বিধবার আজীবন ত্র্যক্ষর্য্যের জন্ত নারীকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে হা । বিনা শিক্ষায় বিদ্যাসের খেলা ভোগের ধীনা চলিতে পারে, কিন্তু প্রস্তুত প্রেমের সাধন, দেবীর কঠোর কর্তব্যপালন চলিতে পারে না । পার্শ্বতী বড় ভুল করিয়াছিলেন । প্রেমের সাধনে দিক না হইয়াই প্রেমের পরোধি পরমেশ্বরকে পতিক্রমে পাইতে বাসনা করিয়াছিলেন । তাহিত অভুলনীর রূপগুণ ও কুণ্ডলের অধিকারিনী হইয়াও তাহাকে লজ্জিত ও অবমানিত হইতে হইয়াছিল । তাহার পর—মদনভঙ্গের পর তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিনা সাধনে বিনা তপস্যার সেজ্জা পতি বা নেকপ প্রেম পাওয়া সম্ভব নয় ।

উপযুক্ত সাধনে উপযুক্ত শিক্ষায় হিন্দুনারীগণ অবনীলাক্রেমে সংসারের সহস্র পাপ-প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন । হিন্দুর ইতিহাসে তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । পাঠক !

নারীর শিক্ষার অতুলনীয় মাহাত্ম্য দেখুন।—বসন্ত রমণীর উন্মাদক সময় উপস্থিত। আরাম উদ্যানে রূপের আধার সুপুরুষ যুবা রাজা দৃশ্যস্তুসমাগত। দৃশ্যস্তের সমক্ষে শকুন্তলা অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদা তিনটি রূপসীই উপস্থিত। তিন জনেরই কমনীয় কায়ে পূর্ণ যৌবন ঢল ঢল করিতেছে। কিন্তু মদনবাণ শকুন্তলাকেই বিদ্ধ করিল। ফুলশরের ফুলশর অনন্থয়া বা প্রিয়ংবদাকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। এ অবশ্য অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদার শিক্ষা ও সাধনের মাহাত্ম্যে। অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদার এই শিক্ষার মাহাত্ম্য কবি শকুন্তলার বিরহবিকারে প্রস্ফুটতর করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন “ভগিনি! একরূপ ব্যাপারে আমরা অনভিজ্ঞ। (অথাৎ বাসনার লীলাখেলা বুঝিনা।) তবে ইতিহাসনিবদ্ধ কামকাতর বিদ্রহপীড়িত-গণের যেরূপ অবস্থা পাড়িয়াছি তোমার তাহাই দেখিতেছি। অনন্থয়া বা প্রিয়ংবদার কামলীলা বুঝিবার বয়স যে হয় নাই তাহা নহে। তবে শিক্ষা ও সাধনমাহাত্ম্যে তাঁহারা কামশরের অতীত। মহর্ষি কল্পের মুখেই শুনিতে পাই তিন অনন্থয়া এবং প্রিয়ংবদার বিবাহদিতে কৃতসঙ্কল্প। পাঠক এহলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ঋষিবরের এ পক্ষপাত কেন? অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদাকে সুশিক্ষিতা ও সুসংযত করিলেম আর অভাগিনী শকুন্তলাইলা তাঁহার শিক্ষাসংঘের অধিকারিণী হইল না কেন? মহর্ষি কল্প শকুন্তলাকেও শিক্ষাসংঘের অধিকারিণী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেম। কিন্তু মেনকাবিশ্বামিত্রঘটত যেরূপ অবস্থায় শকুন্তলার জন্ম তাহাতে কামের প্রাবল্য ঘটিবারই কথা।

দীর্ঘ সাধন বা তপস্বী বিনা সেখানে চিত্তের সমতা জন্মা সম্ভব-
 পর নয় । কত্যাগণ অতি যত্নতঃ শিক্ষণীয়া আমরা এখন শাস্ত্রের
 সে অনুশাসন ভুলিয়া গিয়াছি । স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনে দিগন্ত
 কম্পিত কিন্তু প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই ।
 তাই আজ আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া দেশভক্ত হিন্দু
 ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি । সাংসারিক জীবনে
 পদেপদে সংঘর্ষের আবশ্যক । যে শিক্ষায় সেই সংঘর্ষের অভ্যাস হয়,
 আমাদের নারীগণ পুণ্যচরিত্র অঙ্কিত রাখিয়া যাহাতে দেবী বলিয়া
 পূজিতা হইতে পারেন তাঁহাদের জন্ত সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা
 হওয়া কর্তব্য ।



মহাশ্বেতা ।



ব্রাহ্মণকুমার 'নলিনীপত্রশরনৈ' শায়িত । যে ব্রাহ্মণ
ব্রহ্মচর্য্যপুত অভ্যাসবশতঃ অনাবৃত ভূমি অথবা কুশাসনে শয়ন
করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করেন না সেই ব্রাহ্মণকুলে জাত
শ্বেতকেতুতনয় আজ কোমল কমলদলে শয়ন করিয়াও ক্লিষ্ট
হইতেছেন । সদাশরীর মিত্র উবীরাতুলেপশ্মে অর্পণপ্ত । সখা
কপিঞ্জল পুণ্ডরীকপত্রে পুণ্ডরীকগাত্রে বাজন করিতেছেন ।
তথাপি পুণ্ডরীকের গাহদাহেব উপশমন হইতেছে না । কি
পরিতাপ ! নিদ্রাবের দারুণ উদ্ভাপে প্রদর্শিত পঞ্চাধির
ভিতর অবস্থান কবিয়াও যে ব্রাহ্মণের হৃদয়স্থ সেই ব্রাহ্মণ-
কুমার আজ স্মৃতিগত স্মৃতিবিকল্পস্পর্শে দগ্ধকলেবর ! ঐ
জন ক্রন্দনের রোগ । বিবহকাত্য ব্রাহ্মণস্বভাব প্রাণত্যাগ
করিলেন । ব্রাহ্মণের একমুখ শোচনীয় পরিণাম সে কালের
ইতিহাসে বিরল । ঐ দেহ ফাটিয়াছে—মহাশ্বেতা
আসিয়াছে । পুণ্ডরীক আমার কর্ণে যে পারজাত কুণ্ডল
পর্য্যায় দিয়াছিলেন এখনও তাহা অমান—সত্যপ্রসুটিতবৎ ।
কিন্তু ইতিমধ্যেই পুণ্ডরীকস্বকোমল পুণ্ডরীকের জীবকুমুদ
তুকাইয়া গিয়াছে । ওই কর্ণপঞ্জলের আর্দ্রনাদে মহাশ্বেতার
গগনভেদী ক্রন্দনরোল মিলিল । কাদ অভাগিনী কাদ ! পাণের
প্রাশস্তিত্ব হউক । এত সহজে কি স্বপ্ন বিক্রম করিতে আছে !

প্রেমব্রত কি এত সহজ ! যে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি স্বার্থবিজড়িত আত্মপ্রাণ যাহার অধিবাস আত্মসংযমে—রিপুবিজয়ে, কাম-পীড়িত অবশহৃদয়ে তাহার আরম্ভ হইলে কি কখন সফল ফলে ! কিন্তু প্রেমময়ী ! তুমি প্রকৃত প্রেমময়ী । প্রেম বলে দেব-তার আশীর্ব্বাদে তুমি সাধিত্রীর গ্রায় পুনরায় মৃতপতি জীবিত করিতে পারিবে ।

পাঠকপাঠিকা ! উপরে ঐ এক ছবি দেখিলেন । একবার দয়া করিয়া 'নিম্নে দৃষ্টিপাত করুন আর এক ছবি দেখাইতেছি । ঐ যে চন্দ্রপ্রভপর্ষতের সাহুদেশে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ চরাচরগুরু ভগবান্ শূলপাণির প্রতিমূর্ত্তিসম্মুখে অমল ধবল সন্তাসিনী মূর্ত্তি ! আহা, মূর্ত্তি কি প্রশান্ত ! সন্তাসিনী নবীনা—বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক হইবে না । একে কমণীয় শুভ্র জ্যোৎস্নাবিনির্ম্মিত দেহখানি । তাহার পর আবার মূর্ত্তিমতী পবিত্রতায় গ্রায় দেহে অহঙ্কারক্রোধলোভমোহাদির কোন কলুষ স্পর্শের চিহ্ন নাই । “তিনি যেন ধর্ম্মের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়াছেন । তাঁহার কণ্ঠে স্থূল মুক্তাফল রচিত জপমালা থাকাতে পরিবেশপরিবেষ্টিত চন্দ্রমণ্ডলের মত শোভা হইয়াছে । তাঁহার স্তন যুগল মোক্ষ-পুরদ্বারে মঙ্গলকলসের মত পুবিত্র স্নন্দর । তিনি ত্রিপুরারি-শরশলাকার মত তেজোময়ী । দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন প্রাকৃতী শিবের আরাধনায় ভক্তিমতী হইয়াছেন ।”

ঐ মহিমাময়ী মহিমসী, মহিলার একুণ মুনিজনকষ্টকর তপ-শর্যায় কিরূপে সাফল্য ঘটিল ? উনি কে ? ভূতভাবন ভবানী-গতিই কি উহার অভিষ্টদেবতা ?

কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন ।
 তাঁহার বাসস্থান হেমকূট । গৌরী নামে এক চন্দ্রকিরণসার-
 নির্মিতা পরমা সুন্দরী অপ্সরী তাঁহার সহধর্মিণী । এই হত-
 ভাগিনী তাঁহাদের একমাত্র কন্যা । পিতামাতার অল্প সম্ভান-
 সম্ভতি ছিলনা । আমিই একমাত্র অবলম্বন ছিলাম । ক্রমে
 আমার শরীরে যৌবনের উদয় হইল । একদা সকল জীবের
 হৃদয়ানন্দকর নবুদাসের সন্যাস, আমি মাতার সহিত পুষ্প-
 পূর্ণ অচ্ছাদনরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম । সেখানে
 আসিয়া ননোহর তীর, বিচিত্র তরু ও বনগীর্ণ লতাকুঞ্জ অবলোকন
 করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলম । সহসা বনানীলের সহিত সমাগত
 অতি সুবতি পরিমল আশ্রয় করিলাম । কোঁতুকতরলহৃদয়ে
 তদনুসরণক্রমে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া দেখিলাম অতিতেজস্বী
 পরম রূপবান্, সুকুমার এক মুনিকুমার সরোবরে স্নান করিতে
 আনিতেন । তাঁহার সমাভিযাত্র্যে আর এক জন তাপস-
 কুমার আছেন । প্রথম মুনিকুমারের কর্ণে অমৃতনিষান্দিনী ও
 পরিমলবাহিনী এক কুসুমমঞ্জরী ছিল । ঐরূপ আশ্চর্য্য কুসুম-
 মঞ্জরী কেহ কখন দেখেনাই । উহা কুসুমমঞ্জরী যৌবনলীলার
 মত বসন্ত দর্শনে আনন্দিত বনশ্রীর স্মিত হৃদয়ের মত । উহার
 গন্ধ আশ্রয় করিয়া স্থির করিলাম, উহারই গন্ধে বন আমোদিত
 হইয়াছে । অনন্তর অনিমেঘলোচনে মুনিকুমারের মৌহিনী
 মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলাম । ক্রমে ক্রমে নবযৌবন-
 সুলভ কুসুমশরের শরসন্ধানের পথবর্ত্তিনী হইলাম । স্বৈদ
 সন্মিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল । মুনি জনেরা সকলের পূজনীয়

ও নমস্ত্র বিবেচনা করিয়া প্রণাম করিলাম । আমি প্রণাম করিলে পর “সেই শুনিকুমারও আমার ভ্রাতা মোহিত ও অভিভূত হইলেন । তাঁহার সহচর দ্বিতীয় শ্ববিকুমারের নিকট গমনপূর্বক প্রণাম করিয়া আমি তাঁহাকে সিজ্ঞাসা করিলাম ভগবন্ ! ইহার নাম কি ? ইনি কোন তপোধনের পুত্র ? ইহার কর্ণে যে কুসুমমঞ্জরী দেখিতেছি ইহা কোন তরুর সম্পত্তি ?” তিনি কহিলেন “শ্বেতকৈটু নামে মহাতপা তপস্বী দিব্যালোকে বাস করেন । ইনিই সেই শ্বেতকৈটু ও কমল বাসিনী লক্ষ্মীর পুত্র—নাম পুণ্ডরীক । এই কুসুমমঞ্জরী পারিজাত বৃক্ষের সম্পত্তি ।” তিনি এইরূপ পরিচয় দিতেছিলেন এমন সময়ে সেই তপোধনযুবা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “অগ্নি কুতুহলাক্রান্তে ! তোমার এত অমুসন্মানে প্রয়োজন কি ? যদি কুসুমমঞ্জরী লইবার বাসনা হইয়া থাকে, গ্রহণ কর, এই বলিয়া আমার নিকট বর্ত্তিনী হইলেন এবং আপনার কর্ণদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার শ্রবণপুটে পরাইয়া দিলেন । আমার গণ্ডস্থলে তাঁহার হস্তস্পর্শ হইবামাত্র তিনি অবশেন্দ্রিয় হইলেন । কর-তলস্থিত অক্ষমালা হৃদয়স্থিত লজ্জার সহিত গালত হইল জানিতে পারিলেন না, অক্ষমালা তাঁহার পাণ্ডিত্য হইতে ভূতলে পড়িতে না পড়িতেই আমি ধরিলাম ও আপন কর্ণের আভরণ করিলাম । এই সময়ে, ছত্রধারিণী আসিয়া বলিল “ভর্তৃদারিকে ! দেবী জ্ঞান করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নয় ।” সেই যুবাশ্রমের মুখমণ্ডল হইতে অতি কষ্টে আপনার অমুরাগাকৃষ্ট নেত্রযুগল আকর্ষণ করিয়া জ্ঞানার্থ গমন করিলাম ।

কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে, দ্বিতীয় ঋষিঃমার সেই তপোধান-
যুবার এক্রূপ চিত্তবিকার দেখিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্বক
কহিলেন “সখে পুণ্ডরীক ! একি ! তোমার অন্তঃকরণ
এক্রূপ বিরুদ্ধ হইল কেন ? ইন্দ্রিয়পরতর লোকেরাই অপথে
পদার্পণ করে । নির্বোধেরাই সদসংবিবেচনা করিতে পারে না ।
মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চলচিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ । তুগিও
কি তাহাদের তায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দুর্দর্শে অনুরক্ত হইবে ?
কুলক্রমাগত ব্রহ্মচর্যা, বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তপ-
স্তায় অভিনিবেশ, শাস্ত্রের আলোচনা, যৌবনের শাসন, মনের
বশীকরণ, সমুদায় একেবারে বিস্মৃত হইলে ? তোমার অক্ষ-
মালা কোথায় ? উহা করতল হইতে গনিত ও অপহৃত হইয়াছে
দেখিতে পাওনাই ? কি আশ্চর্য্য ! একেবারে জ্ঞানশূন্য ও
চেতনা শূন্য হইয়াছ ! ঐ অনার্য্যাবলা অক্ষমালা হরণ করিয়া
পলায়ন করিতেছে এবং মন হরণ করিবার উদ্যোগে আছে এই
বেলা সাবধান হও । তপোধানযুবা কিঞ্চিৎ লাজ্জিত হইয়া
বলিলেন “সখে কপিঞ্জল ! কি হেতু আমাকে অন্তরূপ সম্ভাবনা
করিতেছ । আমি ঐ দুর্কিনীতা কন্ডার অক্ষমালা হরণাপ-
রাধ ক্ষমা করিব না ।” পরে যত্নরূত অকুণ্ঠিত দ্বারা অলীক
কোপ প্রকাশ পূর্বক আমাকে কহিলেন “চপলে ! আমার
অক্ষমালা না দিয়া এখান হইতে এক পাও যাইতে পারিবে না ।
আমি তাঁহার নিরূপন রূপলাবণ্যে অনুরাগিণী ও ভাবভঙ্গির পক্ষ-
পাতিনী হইয়া এক্রূপ শূন্যহৃদয়া হইয়াছিলাম যে অক্ষমালা-
ক্ষয়কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার একাবলীমালা তাঁহার

করে প্রদান করিলাম। তিনিও এরূপ অশ্রমভঙ্গ হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়াছিলেন যে উহা অক্ষমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। স্নানান্তর মুনিকুমারের মনোহারিণী মূর্তি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলাম। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবশেষে অতি কষ্টে পুণ্ডরীকের মুখপুণ্ডরীক চিন্তায় দিবস-ক্ষেপ করিলাম। দুই দণ্ড বেলা আছে এমন সময়ে ছাত্রধারিণী আসিয়া কহিল “ভক্তিদারিকে ! আমরা স্নান করিতে গিয়া যে দুইজন ঋষিকুমার দেখিয়াছিলাম তাহাদের একজন দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, বলিলেন অক্ষমালা লইতে আসিয়াছি। মুনিকুমার এই শব্দ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিলাম শীত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস। তিনি পুণ্ডরীকের সখা কপি-জ্বল দেখিবামাত্র চিনিলাম। আমি প্রণাম করিয়া সমাদরে আসন প্রদান করিলাম। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন “রাজপুত্রি ! কি কহিব, লজ্জায় বাক্যকুর্তি হইতেছে না। কন্দমূলফলাশী বনবাসীর মনে অনঙ্গবিগাদ সঞ্চারিত হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। . অন্তঃকরণে একবার মদনমোহ সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রহতা নাই। তখন প্রগাঢ় ধীশক্তি সম্পন্ন লোকে-রাও নিতান্ত অসার হইয়া যান। তখন আর লজ্জা ধৈর্য্য বিনয় গাভীর্বা কিছুই থাকেনা। বন্ধু যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, আমিও উহা বন্ধনধারণের উপবৃত্ত, জটাধারণের সমুচিত ভগ্নস্তায় অমুরূপ ধর্ম্মের অঙ্গ বা অপবর্গলাভের উপায় কি না। কি দৈবহর্ষিপথক উপস্থিত, না বলিলে চলে না উপায়ান্তর ও শরণান্তরও দেখি না, কি করি বলিতে হইল। স্বীয় প্রাণবিনা-শেও যদি মুহুরের প্রাণরক্ষা হয় তাহা কর্তব্য।

তোমার সমক্ষে রোঁব ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্বক বন্ধুকে সেই প্রকার তিরস্কার করিয়া আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তুমি গৃহ প্রত্যাগত হইলে, ভাবিলাম বন্ধু এক্ষণে একাকী কি করিতেছেন শুণ্ডভাবে একবার দেখিয়া আসি। সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক ইতস্ততঃ অবেষণ করিতে করিতে দেখিলাম বন্ধু সরোবরতীরে নানাবিধ লতাবেষ্টিত কুসুমবহুল নিভৃত এক লতাগহণের অন্তর্কর্কী শিলাতলে বসিয়া বামকরে বামগণ্ড স্থাপনপূর্বক চিন্তা করিতেছেন। ভূই চক্ষু মুদ্রিত, নেত্রজলে কপোলযুগল ভাসিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। শরীর স্পন্দরহিত কান্তিশূন্য ও পাণ্ডুরণ। হটাত দেখিলে চিত্তার্পিতের ত্রায় বোধ হয়। তনবস্থাপন্ন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময় হইলাম। উদ্ভিগ্নচিত্তে চিন্তা করিলাম মকরকেতুর কি প্রভাব! ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “সখে তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? বল আজ তোমার কি ঘটিয়াছে”? তিনি অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন “সখে তুমি আত্মোপাস্ত অবস্থাগত হইয়াও অজ্ঞের ত্রায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ”? উপদেশদানে আর ফললাভের সম্ভাবনা নাই জানিয়াও অসম্মার্গপ্রবৃত্ত হৃদয়কে কুপণ হইতে নিবৃত্ত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য মনে করিয়া বলিলাম “সখে! হাঁ আমি সত্যলই অবগত হইয়াছি। কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহা কি সাধুসম্মত বা ধর্মশাস্ত্রোপদিষ্টপথ? ইহা কি শুভপন্থার

অন্ধ ? বা স্বর্ণ ও অপবর্ণাভের উপায় ? এই বিগর্হিতপন্থা
অবলম্বন করা দূরে থাকুক একপ সংকল্পকে মনেও স্থান দেওয়া
উচিত নয় । মৃত্যুরাই অনঙ্গপীড়ার অধীর হয় । পরিণাম-
বিরস বিষয়ভোগে বাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে, ধর্মবুদ্ধিতে
বিষমতাবনে তাহাদিগের জলসেচন করা হয় । তাহারা
কুবলয়মালা মনে করিয়া অসিলতা গলে দেয় । মহারত বলিয়া
জলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে । সাগরের ত্রায় গম্বীর স্বভাব
হইয়াও কেন উদ্যোগপ্রস্তুত ও উদ্বল ইন্দ্রিয়স্রোতের সংযম
করিতেছ না ? এফণে আমার কথা রাখ । ক্ষুভিত চিত্তকে
সংযত কর । ধৈর্য্য ও গাভীর্ঘ্য অবলম্বন করিয়া চিত্তবিকার
দূর করিয়া দাও ।

এইরূপ উপদেশ দিতেছি এমন সময় ধারাবাহী অশ্রুবারি
তাঁহার নেত্রবৃগল হইতে গলিত হইল । তিনি আমার হস্তধারণ
পূর্ব্বে বলিলেন সখ । অধিক কি বলিব আশীর্ষকের ত্রায়
বিষম কুসুমশরীর পরসন্ধান পতিত হও নাই । সুখে উপদেশ
দিতেছ । বাহার ইন্দ্রিয় আছে মন আছে দেখিতে পার
শুনিতে পার হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে সেই উপদেশের
পাত্র । আমার তাঁরা কিছুই নাই । এ সময় উপদেশের
সময় নয় । বাবৎস্রীকিত থাকি এই অচিকিৎসনীয় রোগের
প্রতিকারের চেষ্টা পাও । আমার অঙ্গদণ্ড ও হৃদয়জঙ্ঘারিত
হইতেছে । এই বলিয়া নিস্তক হইলেন ।

আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত
সর্বোত্তম সরস মৃণাল শীতল কমলিনীদল ও ব্রিঞ্চ শৈবাল

ভুলিয়া শয্যা রতনা করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন করাইয়া স্বগভীরভি চন্দনফিশলর নিস্পীড়ন করিয়া তুষারশীতল রস ললাটে মাখাইয়া দিলাম এবং কদম্বপত্র দ্বারা ব্যঞ্জন করিতে লাগিলাম। তাহার সর্বাপ উষোরাগ্নিপনে অতুলিষ্ট করিয়া দিয়া, দুনি ভিন্ন আর উপায় নাই দেখিয়া তোনার কাছে আসিয়াছি। এই সময়ের সমুচিত, সেইরূপ অনুরাগের সমুচিত ও আনার আগমনের সমুচিত বাহ্য হয় কর। এই বলিয়া কাপজ্ঞ প্রস্থান করিলেন। আমি তরালকাকে বলিলাম “তরলিকে আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইতেছে। কি করণ্য কিছুই ব্যাধিতে পারিতেছি না। কাপজ্ঞ যাহা বলিয়া গেলেন স্বকণে শুনিলাম। এক্ষণে বাহ্য কর্তব্য উপদেশ দাও। যদি ইতিবক্তার দ্বারা লজ্জা বৈশ্য বিনয় ও কুলে জমাঞ্জন দিয়া জনাধিপতি অবহেলা ও সন্তোষ লঙ্ঘন করিয়া পিতামাতা কর্তৃক অনুরক্ত হইয়া স্বয়ং অভিসারিকা বৃত্তি অবধারণ করি, তাহা হইলে গুরুজনের অতিক্রম ও কুল-মর্যাদা উল্লঙ্ঘন অত্যন্ত অধর্ম্য হয়। যদি কুলধর্মের অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গীকার করি তাহা হইলে প্রথম পরিচিত স্বয়মগত, কাপজ্ঞের প্রণয়ভক্ত জ্ঞাত পাপ এবং আশাভঙ্গদ্বারা সেই তপোধন যুবার কোন অনিষ্ট ঘটবে প্রকৃত্য ও তপস্বিত্য জ্ঞানহীন পাতকী লিপ্ত হইতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্ছা অজ্ঞাতসারে আমাকে আক্রমণ করিল। তরলিকার প্রণয় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্পর্শমর্মমত প্রাণ থাকিতে প্রাণবল্লভের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত তাহার সহিত প্রস্থান করিলাম। প্রস্থানমগ্নে

অজ্ঞান সরোবরের পশ্চিমতীরে রোদনধ্বনি শুনিলাম । আগমন-
কালে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হওয়াতে মনে মনে সাতশয় শঙ্কা
ছিল এখন রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত ভীতা হইলাম । ভয়ে
ক'লবর কাঁপিতে লাগিল । যে দিকে শব্দ হইতেছিল উজ্জ্বল
সেই দিকে দৌড়িতে লাগিলাম ।' অনন্তর নিঃশব্দ নিশীথ-
প্রভাবে দূর হইতেই শুনিতে পাইলাম কপিঞ্জল আঠস্বরে মুক্ত-
কণ্ঠে নানা প্রকার বিলাপ ও গরিতাপ করিতেছেন । কপিঞ্জলের
বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল । মুক্তকণ্ঠে
রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়িলাম । অজ্ঞাত উচ্চ
নীচ ভূমিতে পদে পদে পদস্থগন হইতে লাগিল । তথায়
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বাহার শরণাপন্ন হইতে বাজীর বহির্গত
হইয়াছিলেন তিনি সরোবরতীরে লতামণ্ডপ মধ্যবর্তী শিলাতলে
শৈবাল রচিত শয্যা শয়ন করিয়া আছেন । তাঁহার শরীর
নিঃশব্দ, বোধ হইল যেন মনোযোগ পূর্বক আমার পদশব্দ
শুনিতেছেন । মনঃকোভ হইয়াছি বলিয়া যেন একমনা হইয়া
প্রণাম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন । আমি হইতেও
আর একজন প্রিয়তম হইল বলিয়া যেন ঈর্ষাপ্রবৃত্ত প্রাণ
দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ।' ললাটে ত্রিগুণক, স্বক্কে
বকলের উত্তরায়, গলে একাধলাখালা, হস্তে মৃণাল ধারণ পূর্বক
অপূর্ণ বেশ রচনা করিয়া যেন আমার সহিত সমাগমের নিমিত্ত
অনন্তমনা হইয়া মন্তসাধন করিতেছেন । অচিরমূত সেই মহা-
পুরুষকে এই হস্তভাগিনী ও পাপকারিণী আমি গিয়া দেখিলাম ।
আমাকে দেখিয়া কপিঞ্জলের দুই চক্ষু হইতে অশ্রুবারি বহিতে
আগিল।

তখন মুচ্ছাদ্বারা আক্রান্ত ও মোহে নিতান্ত অতিকৃত হইয়া বোধ হইল যেন অন্ধকারময় পাতালতলে অবতীর্ণ হইতেছি। তদনন্তর কোথায় গেলাম, কি বলিলাম কিছুই মনে পড়েনা। তাহার পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া হা হতোষি বলিয়া আর্ন্তনাদ ও পিতামাতা এবং সখীগণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম। আমার বিলাপশ্রবণে অজ্ঞান পশুপক্ষীগণও হাহাকার করিয়াছিল এবং পল্লবপাতচ্ছলে তরুগণের অশ্রুপাত হইয়াছিল।

সেইরূপ বিলাপের পর প্রাণত্যাগ করাই প্রাণেণের বিরহের প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া তরনিকাকে কহিলাম অগ্নি ! নৃশংসে আর কতকণ রোদন কারব, কতই বা যন্ত্রণা সহ করিব। শীঘ্র কাষ্ঠ আহরণ করিয়া চিতা সাজাইয়া দাও, জীবিতেশ্বরের অনুগমন করি। এই কথা বলেতেছি এমন সন্মুখে মহাপ্রমান এক মহাপুরুষ চন্দ্রনগল হইতে গগননগলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পরিধান পবনের মত তরলশুদ্ধ বসন, কর্ণে সূৰ্য্য কুণ্ডল, বক্ষস্থলে তারীগণগ্রথিতের স্থায়ী স্নান উজ্জল মুক্তার হার ও হস্তে ক্ষেয় মস্তকে কৃষ্ণকুটিল পবনচঞ্চল কেশের উপর ধবল দৃকুলে ঙ্ঠিগণগ্রস্থি বদ্ধ হইয়াছে যেন কুমুদের চারিদিকে ভ্রমর-কুল উড়িতেছে। সেরূপ কুমুদশুদ্ধ উজ্জল আকৃতি দেখে কল্পনও দেখে নাই। তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মৃণালধবল শীবর বাহুগল দ্বারা শ্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ করিয়া “বৎস মহাশ্বেতে !” প্রাণত্যাগ করিওনা। পুনর্বার পৃথরীকের নহিত তোমার সমাগম হইবে” গভীরস্বরে এই কথা বলিয়া

গগলমার্গে উঠিলেন। আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে নিশ্চিত ও ভীত হইয়া কপিঞ্জলকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কপিঞ্জল আমার কথার কিছু উত্তর না দিয়া “রে ছরাস্ত্রন বন্ধুকে লইয়া কোথায় বাসিতেছিস” বলিয়া রোদ প্রকাশ পূর্বক উত্তরায় বন্ধন কাটদেশে সংকল্প করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি উদ্ভূত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা তাবাসনেব নমো নিশাটয়া গেলেন। তৎকালে কি কতব্য হির দ্বারে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “তরলিকে তুমি কি ইহার কিছু নম্র বুদ্ধিতে পারিয়াছ ? স্রোতস্বতী মূলভ ভরে অভিভূত এবং আমার নবশাশুরা উদ্ভয়া ও বিবরা ও কম্পিতকলেবরা হইয়া তরলিকা স্থানিতগদগদ বচনে আমার পানে ধায়রা বসিল “ভর্তৃদারিকে না, কিছু বুদ্ধিতে পারি নাই। এতদ্বিতি অশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার দোষ হয় ঐ মহাপুরুষ মাহুয় নাইন। বাহা বাসরা গেলেন সত্য ও মিথ্যা হইবেন। মিথ্যা কথা দ্বারা প্রতারণা করিবার কোন আভ্য-সন্ধি দেখনা।

আমি ছরাস্ত্রন আকৃষ্ট হইয়া তরলিকার বাক্যই বুঝিছুকি তির করিলাম। আশামুখ্য হইয়াই জনশূন্য সরোবরতীরে স্নান-সরী, সেই কাল বাসিনী অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া সরোবরে স্নান করিলাম। সন্ধ্যায় অসামান্য সমুদ্র পদার্থের অনিত্যতা আপনার হতভাগ্যতা ও বিপৎপাতের প্রতিকারিতা দেখিয়া মনে মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং প্রিয়তমের সেই কনকলু, সেই অক্ষমালা লইয়া ব্রহ্ম-

চর্যা অবলম্বনপূর্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এষ্ট অনাথনাথ ত্রৈলোক্যনাথের শরণ লইয়াছি। পিতামাতার সনির্বন্ধ বহু অমুরোধেও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই নাই। তদবধি কেবল অশ্রু মোচন দ্বারা প্রিয়তমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। জপ করিবার ছলে তাঁহার গুণ গণনা করিয়া থাকি। বহুবিধ নিয়মদ্বারা ভারভূত এষ্ট দম্ভশরীর শোষণ করিতেছি। গিরি-শুভায় বাস করি ঐ সরোবরে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি এবং প্রাতিদিন এই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়া থাকি। তরলিকা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই।”

ইহাই মহামেতা ও পুণ্ডরীকবৃন্দাস্তের পূর্বভাগ। এই পূর্ব ভাগেই আমাদেব অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। যাহাদেব আদ্যো-পান্ত সনস্ত উপাখ্যান জানিতে বাসনা তাঁহা দয়া করিয়া “কাদম্বরী” পড়িবেন। বিধির বিধানে মহামেতা বাম্বলেন পতি-দেবতা হৃদয়মন্দিরের আরাধ্য দেবতা। তাই ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া হৃদয়মন্দিরে সে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজা চারুভ করিলেন। তপস্বিনীর তপস্তা সিদ্ধ হইল। রিপু মোহাম্পৃষ্ট শাস্তুভূক্ত হৃদয় হইয়া তিনি সাবিত্রী যেমন পাত্তিব্রতাবলে সত্যবানকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সতীত্ববলে পুনরায় গুণ্ডরীক-সমাগমস্থল লাভ করিলেন।

আর পুণ্ডরীক ? তাঁহার পতন যথেষ্ট হইরাছিল। পুণ্ডরীক দেবলোকবাসী ঋষি। সংযমবিহীন দুর্বলচেতা বলিয়া তাঁহাকে নরশরীর ধারণ করিতে হইল। নররূপেও হৃদয় তরুণ অবশ কামপরতন্ত্র বলিয়া ক্রমে তাঁহাকে তির্ষ্যগজাতিতে পতিত হইতে

হইরাছিল। শুক্লরূপে যখন চণ্ডালের জালে বদ্ধ তখন স্বয়ং পুণ্ড-
রীক ভাবিতেছেন “কি হতভাগ্য ! প্রথমে ছিলাম দিব্যালোক-
বাসী ঋষি, তাহার পর সামান্য মানব হইলাম ; অবশেষে শুক
জাতিতে পতিত হইয়া জ্ঞানাবদ্ধ হইলাম ও চণ্ডালের গৃহে বাইতে
হইল। তথায় চণ্ডাল বালকের জীড়া সামগ্রী হইব এবং স্নেহ
জাতির অপবিত্র অঙ্গে এই দেহ পোষিত হইবে।

কেবল কামপরতন্ত্রতার জন্যই পুণ্ডরীকের একরূপ পতন।
ক্রমে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এবং জনমমরণদোলায় কর্মফল-
ভোগ করিয়া শেষে তিনি বাহ্যিক মহাশ্বেতাকে লাভ করিতে পারিয়া
ছিলেন।

মহাশ্বেতাপুণ্ডরীকবিবরণ সংস্কৃত গদ্যকাব্য কাদম্বরীর
অন্তর্গত। সুনিপুণ মহাকবি বাণভট্ট অতি নিপুণতার সহিত
মহাশ্বেতাপুণ্ডরীক চন্দ্রাপীড়কাদম্বরী কপিঞ্জল ও পত্রলেখার চিত্র
অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল গুলিই প্রেমের ছবি—অতি
উজ্জল—অতি অপূর্ণ-আয়ুবিস্তৃত সার্থতাগ ও সংযম ইহাদের
প্রেমের মূলমন্ত্র। কপিঞ্জলের ত্রায় বন্ধু-প্রম ত্রিভুগতে চুলভ।
সকল দেশের সকল সাহিত্যে চুলভ। আর পত্রলেখার
পতামুগমন ও অনন্তসাধারণ। স্থানান্তরে এই সকলের চিত্র
পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতে পারিলাম না। তাঁহারা
হারা করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিবেন।
কাদম্বরীতে ক্লাদ্যোপাস্ত সংযমহীনতা ও রিপুপরতন্ত্রতার নিন্দা
ধোষিত হইয়াছে। প্রেমে সংযমহীনতা ও কামপরতন্ত্রতা কত
অবৈধ তাহার উজ্জল আলেখ্য মহাকবি বাণভট্ট আমাদের সম্মুখে
ধারণা করিয়াছেন।

কাদম্বরী দুর্কশ্চের ফলভোগের ঠিতিহাস । সে দুর্কশ্চ সহসা
 অবশহদয়ে মদনশরের বশীভূত হওয়া—কামপরতন্ত্র হওয়া । কবি
 মহামুনি জাবালির মুখে তাহা কীর্তিত করিতেছেন ।



কাদম্বরী ।

—:::—

কাদম্বরী গন্ধর্বরাজ চিত্ররথতনয় । অনন্তসমুদ্ভূত অমরা-
কুলের মদিরায়তলোচনা মদিরা তাঁহার জননী । গন্ধর্বপুরীর
সুখসমৃদ্ধির ইয়ত্তা নাই । গন্ধর্বনগরে প্রবেশ করিতেই সপ্ত
কাঞ্চনময় তোরণ । তথাকার বাগিক বালিকাগণ রত্ন বাসুকা লইয়া
খেলাঘরের ধূলাখেলা করে । যথ্যথা মণিমন্দির । রজলীতে
গন্ধর্বপুরে মণিপ্রদীপ জলে । মরকতবেদিকা চন্দ্রকাস্ত-
মণিবেদিকা উপবেশন । গৃহ সামগ্রী হেমময় । এমন কি
কনকসম্ভারজ্ঞানী দ্বারা গৃহদ্বার অঙ্গনাদি পরিকৃত করা হয় ।
আহার সুখস্বাদু সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য—কপূরবাসিত সুশীতল
উপাদেয় বারিণের । বসনভূষণের মহার্বাভা একটা মাত্র
নৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি—কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে যে মুক্তামালা
উপহার দিয়াছিলেন উহার একরূপ উজ্জ্বল প্রভা যে, চন্দ্রোদয়ে
যে রূপ দিগ্বাণল জ্যোৎস্নাময় হয় উক্তহার প্রভাও সেইরূপ
চতুর্দিক আলোকময় হয় । গন্ধর্বনগরে এইরূপ সুখসমৃদ্ধির
মধ্যে কাদম্বরী লাগিতালাগিতা । প্রথম দর্শনেই আমরা
কাদম্বরীকে বেরূপ অবস্থায় দেখি তাহা হইতেই পাঠক প্লাটিকা
অনুমান করিতে পারিবেন কাদম্বরী কিরূপ সুখসমৃদ্ধিতে লাগিতা-
লাগিতা । মহাশেতার সহিত চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীদর্শনে আসিয়া-
ছেন । তিনি কাদম্বরীর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন “কল্পলতাভূলা” কল্পজনেরা নানা বাদ্যযন্ত্র লইয়া চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া বসিয়া আছে, কেহ চামর ব্যঞ্জন করিতেছে । তাহাদের দেহবিক্ষেপ তড়িৎপ্রভার মত গৃহভিত্তি-লগ্ন দর্পণে ও স্বচ্ছ মণিকুটীমে প্রতিকলিত হইতেছে । চারিদিকে চিত্রপট পরিশোভিত । মধ্যে নীলাংশুকাচ্ছাদিত সূচাক পর্ধ্যঙ্কে যবল উপাধানভূতদেহা কাদম্বরী । চামরধারিনীরা অনবরত তাঁহাকে চামর ব্যঞ্জন করিতেছে ।

কাদম্বরী বিবাহের উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন । পিতামাতার বাসনা কন্যাকে উপযুক্ত বরে অর্পণ করিয়া তাঁহারা সুখী হন । কিন্তু বাসনাসিদ্ধি ইচ্ছাধীন নহে । বিধি বলিয়া একজন আছেন তাঁহার ইচ্ছায়ই কার্য্য হয় মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না ।

কাদম্বরী মহাশ্বেতার প্রিয়সখী । দেহ স্বতন্ত্র হইলেও দুইজনের যেন একই হৃদয় । একের দুঃখে অপরে দুঃখী । একের সুখে অপরে সুখী । কাদম্বরী যখন শুনিলেন পুণ্ডরীকের সেই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুর পর মহাশ্বেতা আর গৃহে গমন করেন নাই । সন্ন্যাসিনী হইয়া পতিপদচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তখন তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন “প্রিয়সখী মহাশ্বেতা! যতদিন এ অবস্থায় থাকিবেন ততদিন আমি বিবাহ করিব না ।” তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । পিতামাতার মনঃকষ্ট পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না । কিন্তু চন্দ্রাপীড়ের অলোকসামান্য রূপলবণ্য তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা ভাসাইয়া দিল । দর্শনাবধি চন্দ্রাপীড়ের প্রতি তিনি অমুরক্ত হইলেন ।

“ছি ছি কাদবরি! একি করিলে? জানি সুখসমৃদ্ধিতে বিবর্ত-
মানি তোমার তেমন চিত্তসংযমশিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই।
কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতা অধীরচিত্ততা-
বশতঃ আজ ঘোবনে যোগিনী। আবার তুমি এত সহজে মন চুরি
হইতে দিলে? এই না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যাবৎ প্রিয়সখী
মহাশ্বেতার এ অবস্থা থাকিবে তাবৎ বিবাহ করিবেনা। উদ্দাম
প্রবৃত্তিশ্রোতে সে প্রতিজ্ঞাও ভাসিয়া গেল। এই না তুমি
অধীরহৃদয়ে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনি ভাবিতে
ছিলে “হৃদয় তুমি কি কুকর্ম করিয়াছ? আজ তোমার এরূপ
চিত্তবিকার কেন হইল? কুলকুমারীদিগের এরূপ হওয়া
কোনক্রমেই উচিত নয়। এক জন অপরিচিত ব্যক্তির
সমক্ষে মোহাক্ষ হইয়া কত ভাব প্রকাশ করিলে? তাঁহার
চিত্তবৃত্তি অভিপ্রায় স্বভাব কিছুই পরীক্ষা করিলে না, তিনি
কিরূপ লোক কিছুই জানিলে না অথচ তাঁহার হস্তে মনঃপ্রাণ
সদমুগ্ন অর্পণ করিলে? লোকে এই ব্যাপার শুনিলে কি
বলিবে? সখীগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যাবৎ
মহাশ্বেতা বৈধব্যাক্রোশ ভোগ করিবেন ততদিন সাংসারিক সুখ
বা অলীক আমোদে অমুরক্ত হইবেন না। তোমার সে প্রতিজ্ঞা
আজ কোথায় রহিল। সকলেই যে তোমার উপহাস
করিবে।” পিঙ্গ এই ব্যাপার শুনিয়া কি মনে করিলেন?
জানি কি ভাবিবেন? প্রিয়সখী মহাশ্বেতার নিকট কি বলিয়া
সুখ দেখাইবে?” বুঝ সব, জান সব, তথাপি এত ভাবিয়াও
চিন্তা বশ করিতে পারিলেনা।

মহাশ্বেতার জ্ঞান তোমারও যে এ পাণের হৃদয়বিদারক, প্রাপ্তিস্ত উপস্থিত । ঐ দেখ তোমার হৃদয়সর্ব্বের চক্ষুপীড় তোমার জন্ত পাগল হইয়া সদাসক্তচিত্ত স্বচ্ছিত্তাপন্ন হইয়া আবার গন্ধর্ব্বপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন—বিরাগী বন্ধুর অধেষণ ছলনামাত্র । তোমাকে দর্শনাবধি তিনিও তোমাকে আশ্রয়িত্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই গৃহে জনক-জননীর সুখময় ক্রোড়ে গিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন । কিন্তু কাদম্বরী! দেখ তোমা অপেক্ষা তাঁহার বন্ধুপ্রেম কত প্রগাঢ় । যখন মহাশ্বেতার মুখে তিনি শুনিলেন তাঁহার প্রাণের বন্ধু বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার শাপপ্রভাবে নখর দেহ তাগ করিয়াছেন তখন আর কাদম্বরীসমাগম-আশা তাঁহাকে জীবিত রাখিতে পারিল না । বন্ধুর লোকান্তরের সংবাদে তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন ।



পাঠকপাঠিকা আপনারা এ পর্য্যন্ত কাদম্বরীর উপাখ্যান বুঝিয়াছেন আশা করিতে পারি । চন্দ্রপীড় চন্দ্রের অবতার । পুণ্ডরীকের শাপপ্রভাবে তাঁহাকে মর্ত্তে প্রথমত চন্দ্রপীড় পরে রাজা শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । আর পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার শাপপ্রভাবে বৈশম্পায়ন শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন । কবির উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে স্পষ্ট বুঝা যায় ঐ শাপ সংঘমবিহীন প্রেমের উপর—সংঘমবিহীন প্রেমিকপ্রেমিকার উপর । হৃদয়-

শকুন্তলার উপাখ্যানেও আমরা এই শাপেরই প্রভাব দেখিতে পাই। প্রাশ্চিত্তে—সাধন সংঘমলাভে—পুনরায় শাপাবসান।

যক্ষশোকে চন্দ্রাপীড় তমুত্যাগ করিলে কাদম্বরী অসহ্য শোক-প্রভাবে চিতা বিরচিত করিয়া তাহাতে আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী হইল “বৎসে মহাশ্বেতে আমার কথার আশ্বাসে তুমি জীবন ধারণ করিতেছ, অবশ্য প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও না। পুণ্ডরীকের শরীর আমার তেজঃস্পর্শে অবিনাশী ও অবিকৃত হইয়া মদীর লোকে আছে। চন্দ্রাপীড়ের এই শরীরও মৃত্যুজ্যোত্ময় ও অবি-নাশী। শাপদোষে এই দেহ জীবনশূন্য হইয়াছে, যোগিশরীরের জ্ঞান পুনর্বার জীবায়া সংযুক্ত হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত উগা ঐ স্থানেই রহিল। অগ্নিসংস্কার বা পরিত্যাগ করিও না, যত দিন পুনর্জীবিত না হয় যতপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিও”। চন্দ্রের এই আকাশবাণী শুনিয়া কাদম্বরী প্রাণপরিত্যাগসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর মহাশ্বেতার জ্ঞান সম্মানিনী সাজিয়া সখীগণের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া পতির দেহরক্ষণে ও পতির দেহপরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হইয়াছে। দূর হইতে আগমন করিতে ও সহসা সেই দুঃসহ দৃশ্যকানলে পতিভ হইয়াতে তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল; তথাপি পানভোজন কিছুই করিলেন না। প্রিয়তমের পাদদ্বয় অঙ্গে ধারণ করিয়া নিবস অভিযাহিত করিলেন। রজনী সমাগতা হইল। একে বর্ষাকাল, তাহাতে আবার অন্ধকারাবৃত রজনী। চন্দ্রদিকে

মেষ, মূলধারে বৃষ্টি, ক্ষণেক্ষণে বজ্রের নির্ঘোষ ও মধ্যে মধ্যে, বিদ্যুতের হুঃসহ আলোক । খড়্গোতমালা অন্ধকারাচ্ছন্ন তরু-
 রাজিকে আবৃত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিল । গিরিনির্ব্বারের
 পতনশব্দ, ভেঁকেও কোলাহল ও ময়ূরের কেকারবে বন আকুল
 হইয়া উঠিল । কিছুই দেখা যায় না । কিছুই কর্ণগোচর হয়
 না । কি ভয়ানক সময় ! এ সময়ে জনপদবাসী সাহসী পুরু-
 ষের মনেও ভয় সঞ্চার হয় । কিন্তু কাদম্বরী সেই অরণ্যে
 শ্রিয়তমের মৃত দেহ সম্মুখে রাখিয়া সেই ভয়ঙ্করী বর্ষাবিতাবরী
 যাপন করিলেন । আরস্তেই তিনি এই কঠোর পরীক্ষার উত্তীর্ণ
 হইলেন । তাহার পর দিনের পর দিন বর্ষের পর বর্ষ অক্লান্ত
 ভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে নিত্য বিবৰ্দ্ধমান উগ্ধমে পতিয়েছেন পরিচর্যা
 ও রক্ষণ করিতে লাগিলেন । নিত্য সুবাসিত বারিতে দেহ ধৌত
 করিয়া চন্দনাদি অমূল্যেপনে উহা অমূল্য করিতেন । নিত্য
 প্রত্যক্ষদেবতা স্বামীর চরণ স্মৃতিগ্রন্থনে পূজা করিতেন । বন্য
 কলমূলদি যাহা আহাৰ করিতেন তাহা সমস্তই পূৰ্বে স্বামীকে
 নিবেদন করিতেন । সেই বিলাসলাগিত কাদম্বরীর সমস্ত বিলাস-
 চেষ্টা দূর হইয়া গেল । তিনি সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কেবল-
 নাত্র মঙ্গলচিহ্ন স্বরূপ করভূষণ রক্ষা করিলেন । শুচি ধৌত হুকুল
 পরিধান করিলেন, অধরণম্ভাবে প্রগাঢ়লগ্ন তাম্বলরাগ ধুইয়া
 ফেলিলেন । নবীন তপস্বিনী কাদম্বরী এইরূপে তপস্তা
 সিদ্ধিলাভ করিলেন । তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল । দেবতা
 এসময় হইলেন । একদিন স্মৃতিমাস বসন্তকালে মদনমহোৎস-
 বের সময় সমাগত হইলে কাদম্বরী সায়াছে সরোবরে নান

করিয়া ভক্তিভাবে অনঙ্গদেবের অর্চনা করিলেন। চন্দ্রাপীড়ের শরীর ধোত ও মার্জিত করিয়া গাত্রে হরিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন, এবং কর্ণদেশে কুম্ভমালা ও কর্ণে অশোকস্তবক পরাইয়া দিলেন। উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া দিয়া কাদ-
স্বরী যেমন চন্দ্রাপীড়ের দেহ স্পর্শ করিয়াছেন অমনি তিনি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়া চিরবিরহতর্কলবাহুদ্বয় কাদস্বরীর কর্ণে আবদ্ধ করিলেন। কাদস্বরী তরে কাঁপিতে লাগিলেন, চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভীক ! তুমি কি ? এইদেখ আমি পুনর্জীবিত হইয়াছি। আজ শাপাবসান হইয়াছে। তোমার প্রিয়সখী মহাশেতার মনোরথও আজ সফল হইবে। আজ পুণ্ডরীকও বিগতশাপ হইয়াছেন।



রোগের কারণ ।

—:~:~:~:—

সমাজশরীরের দূষিত ক্রতাদির সূচিকিৎসা অচিরাৎ কর্তব্য ইহা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাতেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন । আমরাও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী । তবে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা চাই ও সূচিকিৎসা বিধান করা চাই । বর্তমান হিন্দুসমাজের প্রধান ব্যাধি বিলাসপ্রিয়তা ও তাহার প্রভাবপ্রসূত অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা । সর্বপ্রথমে আমাদের এই প্রাণাস্তকারী ব্যাধির প্রশমনকল্পে যত্নবান হওয়া কর্তব্য । কিন্তু হৃৎথের বিষয় এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন ।

ঐ একবার ধনীর প্রাসাদপানে চাহিয়া দেখ দেখি কি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ! কি প্রবল পাপস্রোত ! অবিবেক কুবের-পুত্র স্রার নদীতে হাবুডুবু খাইতেছে । মায়াবিনী রূপজীবিনীর কপট-কুহকে মুগ্ধ হইয়া পরমা সাধবী সহধর্মিণীকে বিন্ধিত হইয়াছে । তোমারা বিধবার বৈধব্যযাতনা স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পার না আর সতী সধবার মর্শ্ববিদারী যাতনা তোমাদের হৃদয় বিগলিত করে না কি ? ইহার কি কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক নাই ? কিন্তু কৈ এদিকে তোমাদের দৃষ্টিত, একদিনের জন্তও আকৃষ্ট হইতে দেখি মাই । হতভাগ্য নারকী একেবারে পাপপথে নিমগ্ন—গুরুজনে ভক্তিহীন, আত্মীয় পরিজনে স্নেহহীন, দীন জনে দয়াহীন, নিত্য ধর্মীমুশাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছে, সমাজকে পদদলিত করিতেছে কেবল পাপপথে পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-

সাধন জীবনের মুখ্য ব্রত করিয়াছে । • তোমরা সমাজের নেতা
লাজিয়া সমাজসংস্কারের দল বাঁধিতেছ । তোমাদের মুখে ঐ এক
বিধবাবিবাহরব । এ যে সমাজশরীরের মহাদুষ্করণ ! এদিকে
কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না ? ঐ যে পরস্বাপহারী
ছলে বলে পরধন লুণ্ঠন করিতেছে, প্রবল বলিয়া কি তোমরা
উহার প্রতীকার করিতে অগ্রসর হইবে না ? ঐ যে পরদারাপ-
হারী রমণীর সারধন সতীত্বরত্ন অপহরণ করিতেছে প্রবল, বলিয়া
কি তোমরা উহার শাসন করিবে না ?

ঐ যে নিষ্ঠুর কুশীদজীবী দরিদ্রের কঠোপার্জিত শোণিতসম অর্থ
অভ্যাসপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে—ওদিকে কি তোমাদের দৃষ্টি
আকৃষ্ট হইবে না ? সমাজে নিত্যদুর্কলের প্রতি প্রবলের অত্যা-
চার, তাহার প্রতীকার কি ?

তাই ! তোমরা বিধবাবিবাহ বলিয়া কেপিয়া উঠিয়াছ, কিন্তু
রোগের প্রকৃত মূল অনুসন্ধান করিয়াছ কি ? তোমাদেরই মুখে
তনি গৃহে থাকিয়া অসতীভাবে কালব্যাপন করা অপেক্ষা পুনর্বিবাহ
প্রশস্ত । আমরাও বলি গৃহস্থাশ্রমস্থিত বৈশ্বার “পতিরন্তো
বিধীরতে” । কিন্তু অসতী জীর হিন্দুসমাজে স্থান নাই । হিন্দু-
সমাজ সর্বদা অঙ্গুরির দ্বারা অসতী নারীকে পরিত্যাগ করিয়া
থাকে । হিন্দুসমাজ রমণীর অসতীত্বের প্রশ্রয়দাতা নহে—
পক্ষাতল-ভরতর দণ্ডদাতা । পতিতা বারবিলাসিনী পতিগ্রহণ
পূর্ব্বক এক বিলাসিনী হইয়া যদি পাপশ্রোত মন্দীভূত করে
তাহাত বিশেষ মঙ্গলের কথা, তাহা সর্ব্বলেই অনুমোদন করিতে
প্রস্তুত । কিন্তু উহাকে তোমরা হিন্দুবিধবার বিবাহ বলিয়া

পবিত্র হিন্দুধর্মে কলঙ্ককালিনী আরোপন কর কেন ? কিন্তু কি, বলিতেছিলাম—রোগের প্রকৃত মূল কি ? সেই বিলাসবাসন-প্রিয়তা । কুলনারী কলঙ্কিনী হয় কেন ? বিলাসবাসনের প্রভাবাধিক্যে । অতিবালবিধবা পুণ্যকীর্তি দয়াময়ী স্বর্গীয়া রানী শরৎসুন্দরীর পবিত্র চরিত্রমাহাত্ম্য বাঙ্গলার কন্যা অবগত আছে ! কিরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধন করিয়া রানীমাতা সেরূপ অদ্ভুত চরিত্রবল লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিত্র-ভিত্তি সকলেই জানেন ।

তোমরা নারীগণকে সংযম শিখাইবে না, বিলাসের পুত্রলি সাজাইবে, সে উদ্ধাম ইঞ্জিয়নিবহের গতি নিরোধ করিতে সমর্থ হইবে কেন ? তাহিত তাহাকে পতিত হইতে হয় । আর কোন নারীগণ সহজে একরূপ পাপপঙ্কে পতিত হয় ? তোমাদেরই নব-শিক্ষিতা বিলাসপুত্রলী নারীগণ । হিন্দু সমাজে অমূল্যমান করিয়া দেখ, দেখিবে, আজিও শতাব্দী ২০ জন হিন্দুবিধবা দেবীমূর্তি-পিনী । তাঁহাদের পরার্থপর পবিত্র চরিত্র জগৎ পবিত্র করিতেছে । পাশ্চাত্যপ্রভাবে তোমরা বিধবার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছ । “বিধবার মর্যাদা যুরোপ জানে না । ননেরীতে ব্রহ্মচর্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করিয়াছে । সংসারস্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার নির্লিপ্তা মূর্তি, সংসারসেবিকার সংসার-কর্মীর মূর্তি, দাসীর দেবীমূর্তি—এ বৈচিত্র্য এ রহস্য যুরোপ বুঝে না, জানে না ; যুরোপের সাহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্মে নাই, সমাজে নাই । সেই রক্তকেশা সামান্তবেশা দেবসেবাহুরতা ভোখবিরতা অতিধিসংকারকারিণী পরিবারপ্রতিপালিনী, সেই

“সেবার স্বামী, সর্বজননের ধাত্রী ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীইত এই
 বঙ্গসমাজ রক্ষা করিতেছেন।” * আর পাপমতি তোমরা কি না
 সেই দেবীর আসন টলাইতে সচেষ্ট হইতেছ ? দিক তোমাদিগকে
 —শত দিক । মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল । সেই প্রবৃত্তির দমনেইত
 মনুষ্যত্ব । নতুনা মনুষ্যে আর পাপতে প্রভেদ কি ? “প্রবৃত্তিরেবা
 ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা ।” আর তোমরা কি না সেই
 প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইতে চাও ?

আধুনিক সংস্কারবাদী কেহ কেহ প্রেমের উচ্চ আদর্শ
 পাতিব্রত্য প্রভৃতিকে কবির কল্পনা বা বাঙালতা মনে করিতে
 পারেন, যুরোপের উচ্ছৃঙ্খলমতবাদী কাহারও কাহারও দৃষ্টান্তে
 তাঁহারও মনে হইতে পারে One to one is cursedly
 confined কিন্তু হিন্দুসমাজের ঐ প্রেম ঐ পাতিব্রত্যই
 মন্তকের মণি ।

বাংলাবিধবার কষ্টে আমরা ব্যক্তি নই এক্রপ মনে করিও না ।
 কিন্তু “অদৃষ্টের সঙ্গে কভু সাজে কি সমর” ? যে প্রাক্তনকর্মফলে
 দৈববিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত, সামান্য হীনশক্তি মানব আমরা কি
 তাহার উদ্ধারসাধনে সক্ষম হইতে পারি ! আর তোমরা যে ভাবে
 উদ্ধারসাধন করিতে চাও সেত উদ্ধারসাধন নয় সর্বনাশসাধন ।
 —হাতে ধরিয়া নিরয়গামী করা । বেশী দিনের কথা নয় দেখা
 “গিয়াছে কেন সন্তান শুভলোক যতবার ধর্ম ও সমাজের মন্তকে
 পদাঘাত করিয়া, তাঁহার কতক বিবাহ দিলেন ততবারই সে
 বিধবা হইল ।

হিন্দুত্বের পতির সহিত ইহপরকালের সম্বন্ধ । তাহার পক্ষে কোনরূপেই পত্যস্তরগ্রহণ হিতকর হইতে পারে না । সমাজের পবিত্রতারক্ষার জন্ত এ নিষ্ঠুরতা সমাজকে সহিতে হইবে । তবে ঘাহাতে বালবৈধব্যের নিমিত্তভাগী না হইতে হয় সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য । ইহার প্রতিকারকল্পে আমাদের বাল্যবিবাহপ্রথা রহিত করা উচিত ॥ একমাসব্যয় একবর্ষব্যয় হইতে সাত বৎসরপর্যন্তব্যয় হিন্দুবিধবার তালিকা প্রস্তুত করিয়া হিন্দুধর্মের প্রতি কটাক্ষ করা নিতান্ত অজ্ঞের কর্ম । হিন্দুধর্মশাস্ত্রে কোথাও একরূপ বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা নাই । তবে হিন্দুগণ নারীর চরিত্রগতপবিত্রতারক্ষা অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন । তাই কুমারীর রজস্বলা ইহবার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়া কোন কোন শাস্ত্রকার গৌরী রোহিণী কন্যাকা প্রভৃতি সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করিয়াছেন । সেক্ষেপেও নারীর আট বৎসরের পূর্বে বিবাহকাল নির্দিষ্ট হয় নাই । কিন্তু এ ভয়ও অলৌকিক । শাস্ত্রে লেখে “কন্তা যত দিন পতিমর্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্মশাসন অজ্ঞাত থাকে ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবে না” । হিন্দুর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় আদর্শ হিন্দুসতী সীতাসাধ্বীদময়ন্তীপ্রভৃতির অধিক বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল ।

বাহারা হিন্দুর ইতিহাস সম্যক অবগত আছেন, তাহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন, ধর্মপ্রাণ হিন্দুসমাজ ধর্মপ্রাণ হিন্দুনারী কখন বিধবার বিবাহ অনুমোদন করিতে পারেন না । বৈদিক

হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল । তাহার পর সহমরণ-প্রথা প্রবর্তিত হয় । তাহার পর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হয় । “ঋত্থেনের সময় সহমরণ ছিল না । যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃত দেহের সহিত কিয়ৎকাল স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন । পরে তিনি অন্ত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন । অনন্তর বিধবার পুনর্বিবাহ পতিপরামর্শা নারীগণের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিকবন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন । পতি সাকার হউন বা নিরাকার হউন, পতিই নারীর একমাত্র দেবতা, একমাত্র উপাস্ত, লোকান্তরেও পতির সহিত মিলিত হইয়া দুইজন উন্নতিসাধন করিতে হইবে । অতএব এই বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুভাব গ্রহণ করিয়া পশুবৎ ব্যবহারে অধোগতি প্রাপ্ত হইবার আবশ্যক কি ? বৈবাহিকবন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরে অর্দ্ধেক শরীর অর্দ্ধেক জীবন, অর্দ্ধেক হৃদয় । এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মস্থিত হইলে সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল । বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা উচ্চ কার্য্য । বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মবলে বলীমান হইয়া আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক-রাজ্যের মাহাত্ম্য দৃষ্টি করতঃ চিতাক্রম হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন । পটবস্ত্র পরিধানা, কপালে সিন্দূর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে—হরেন্দ্রীষ হরেন্দ্রীষ হরেন্দ্রীষ কেবল ;—এ জগৎ মিথ্যা—আমার পতিই

আমার সর্বস্ব—যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে
বাইব । সত্য সত্য সত্য, “এই ধ্যান ও এই গভীর ভাবপ্রকাশে
মুম্ব শরীরের উদ্দীপন হইত ও দৃঢ় হইবার অগ্রে নারীর আপন
আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন হইত । পরে
মুম্ব এই বিধি দিলেন যে বিধবাদিগের পক্ষে, ব্রহ্মচর্য্য উত্তম কল্প,
কারণ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বহিরিজ্জিয় অন্তরেজ্জিয় সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত
হইতে আত্মার উন্নতিসাধন হয় । যদবধি পতি ছিল,
তদবধি পতির সহিত একমন একপ্রাণ, এক শরীর হইয়া
থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল । এক্ষণে পতির
প্রীত্যর্থে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে
আনিয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিকাম ভাবে পরিচালিত হইলে
আত্মার বল ও শক্তিবৃদ্ধি অনিবার্য্য ।” *

সংস্কারকরণ যে ভাবে সংস্কার সাধন করিতে চেষ্টা করি-
য়াছেন তাহাতে বিশেষ কুফলই ফলিয়াছে । তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত
বর্তমানকালের জীশিক্ষা । “কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি-
কল্পতঃ” এত হিন্দুশাস্ত্রেরই অনুশাসন । নারীগণকে যে মুশিক্ষা
দেওয়া উচিত তাহা আর্ধ্যধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।
কিন্তু সংস্কারকরণ যে ভাবে জীশিক্ষা, প্রবর্তিত করিয়াছেন
তাহাতে নারীগণের বিলাসবাসনা ও স্বাধীনতাম্পৃহা বদ্ধ বাড়ি-
য়াছে । সংঘম আদৌ শিক্ষা হয় না ; এই কুশিক্ষার নারীগণ-
আর লজ্জাভয়বিভূষণ নন । গৃহ-কর্ম্মে আর তাঁহাদের আস্থা
নাই । এমন কি সন্তানপ্রসব অথবা সন্তানলালনপালনও

* এতদ্বন্দ্বীয় ব্রীলোকদের পূর্বাধরা—প্যারিহর্ষে যিহু ।

অনেক সময় তাঁহাদের নিকট বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয়। এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভদ্রমহিলাগণের জীবিকা-অর্জনেরজন্ত দাস্তবৃত্তি করিতে হয় না। নারীগণের বাবুয়ানায় লাভ কিঞ্চিৎমাত্রও নাট কিস্ত লোকসান যোল আন।—ব্যয় বিস্তর বাড়িয়া যায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেত একরূপ শিক্ষিতা বিলাসিনী ঘরনী লইয়া ঘরকরা ভগ্নকর কষ্টকর হইয়া উঠে। আর একরূপ বিলাসবাসনবাবুয়ানায়ময়ী শিক্ষা সূত্রে সংসারে অনেক প্রকার অশান্তি উপস্থিত করে। দেশের লোকের যে ধর্মপ্রবৃত্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে সে বিষয়ে কি আমাদের সংস্কারকগণের কোন দিন দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে? দেশের তথাকথিত শিক্ষিত অনেক লোকে ধর্মের কোন ধার ধারে না। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই, ছাত্রজীবনের অবসানেও অনেকে ধর্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করে না। সংস্কারকগণের এই শোচনীয় অবস্থা কি চিন্তনীয় হওয়া উচিত নয়?

মহারানী শরৎসুন্দরী দেবী ।

—:~:~:~:—

যৌবন ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব এই তিনটির অধিকারী হইয়াও
যিনি তাহাদের অধীন হন না। পরন্তু তাহাদিগকে স্বীয় বশে
রাখিয়া ধর্ম ও সংকল্পানুষ্ঠান দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন, পুরুষ
হইলে তিনি যথার্থই আদর্শ পুরুষ, আর নারী হইলে তিনি
যথার্থই আদর্শনারী । কারণ—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে

যেষাংন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ !,

বিকারকারণবর্জমানসত্ত্বোঃ • তাহাদের চিত্তবিকলিত ঘটনা
তাঁহারা ই প্রকৃত ধীর—মহাকবি কালিদাসের এ উক্তি কেবল
তাঁহাদের প্রতি সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে । যৌবন ধন-
সম্পত্তি এবং প্রভুত্ব ইহাদের অপেক্ষা প্রবল বিকারকারণ
জগতে আর কি আছে? এই তিনের অধিকারিণী হইয়াও অলৌ-
কিক ধর্মভাব এক দানশীলতার জন্ত বঙ্গদেশে শরৎসুন্দরী
প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন । হিন্দু-সম্প্রদায়ের চক্ষে তিনি পবিত্রা ও
আর্য্যনারী-কুলের আদর্শ-স্বরূপা । অল্প ধর্মাবলম্বীগণও এক-
বাক্যে তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করিতেন । এরূপ বিশ্বজনীন ভক্তি
শ্রীতি যাহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী আলোচনার পুণ্য আছে ।

১২৫৬ সালের আধিনবাসে মহারাণী জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পুটিরিতেই তাঁহার পিতালয়। পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সাম্রাণ মহাশয় পুটিরার একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন;—হিন্দু বর্ণোক্ত সকল ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান বারমাস তাঁহার গৃহে হইত। যে সকল রমণীর গুণ মহারাণীর চরিত্রের ভূষণ, সচরাচর একাধারে তাহা প্রায় দেখা যায় না। পিতা মাতার সান্নিধ্য জীবনের দৃষ্টান্ত কেমন কার্যকর, তাঁহাদের পবিত্রতা, তাঁহাদের মনঃ, তাঁহাদের ধর্মভাব, সম্মানে কতদূর বিকসিত হইতে পারে, মহারাণী শরৎসুন্দরী তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

অতি অল্প বয়সে মহারাণীর বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স তখন ছয় বৎসর। স্বামী স্বর্গীয় রাজা বোম্বেল্লনারায়ণ তখন ছাদশবর্ষীয় বালকমাত্র। গল্প শুনা যায়, বিবাহের পূর্বে একজন গগন মহারাণীর বাল-বৈধব্য গণনা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটে। পিতামহী গগনের গণনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে স্থির করিয়াছিলেন বেশী বয়সে পৌত্রীর বিবাহ দিবেম। বলা বাহুল্য তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারা নাই। পরিণত বয়সে বিবাহ হইলে বৃদ্ধি বঙ্গসমাজ মহারাণী শরৎসুন্দরীর নাম কখন শুনিতে পাইতেন না। তাহা হউক, কিন্তু তাহা হইলে হুঁসি দেবী শরৎসুন্দরী জীবনে সুখী হইতে পারিতেন। পবিত্রতাময়ী মহারাণী শরৎসুন্দরীর গাহাঁড় জীবন কেবল দুঃখময়।—বাল্য বিধবা, যৌবনে পিতৃহীনা, হার! জীবনের সকলভাগই তাঁর কেবল দুঃখময়! চিরদুঃখিনী পিতার চিত্র মনে করিয়া যে জাতি অনুদিন পবিত্রতার অশ্রুবিসর্জক করেন, সাক্ষী শরৎসুন্দরীর দুঃখব্রতাময় জীবনের ইতিহাস বাস্তবিক হে স্মৃতিস্মরণ্য সামগ্রী।

১৭৭২ সালে শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষয়ভার অর্পিত হয়। সেই অবধি কিরণ প্রাঙ্গণা এবং দক্ষতার সহিত তিনি উহা চালাইয়াছিলেন, এখানে তাঁহার পরিচয় দিতে হইবে না।

একদিন দিল্লির দরবারের সময় শরৎচন্দ্রের 'মহারানী' উপাধি লাভ করেন । কিন্তু তিনি খেলাত গ্রহণ করেন নাই । গবর্ণমেন্টকে সেই উপলক্ষে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিধবা, সে সম্মান তাঁহার গ্রহণীয় নহে । মহারানীর দান এত বিস্তৃত ছিল এবং তাহা সাধারণে এত পরিচিত যে তাহার উল্লেখ-মাত্রই এখানে যথেষ্ট । কিন্তু তিনি অতিগোপনে, নিজের আমলাদের অজ্ঞাতে যে সকল দান করিতেন, আজিকার এই বাছাড়ঘরের দিনে তাহার কিছু পরিচয় দিতে হইতেছে । ১২৯০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা দান করেন । প্রাতে শয্যা ত্যাগ করার কিছু পরে বৈষয়িক কাগজপত্র লেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ করা তাঁহার একটি দৈনিক নির্দিষ্ট কার্য ছিল । সেই সময় পরিচিত দুঃখী স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকার দল আসিয়া তাঁহাকে ঘিদিয়া বসিত—কেহ কাঁদিতেছে ঘরে খাবার নাই—কাহারও কাপড় নাই—কাহারও ছেলের বড় ব্যারাম, চিকিৎসা হয় না—সকলেই দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে মহারানী চক্ষে জল মুচিতেছেন । সকলেরই অভাব মোচন করিতে হইবে, কাহাকেও বিমুগ্ধ করা হইবে না । রাজবাটিতে অবস্থিতি চিকিৎসকের অভাব নাই । উদ্ভিন্নমাত্রের দুঃখিনীর ছেলেটাব চিকিৎসা হইতে পারে । কিন্তু মহারানী অতিগোপনে তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ দিয়া ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে উপদেশ করিতেন ।

কোমল বয়সে পামীর যত্নে মহারানী সামান্য লেগাপড়া শিখিয়াছিলেন । তার পর নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সেই শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে । তার নিজের একটি শিল্পের লাইব্রেরী ছিল । এদেণে কোন মুশিক্ষিতের পক্ষে সেরূপ পুস্তকরাশির সংগ্রহ মুখ্যাতির কথা । মহারানী প্রায় সকল বাঙ্গালা সাংঘ্যিক পত্র গ্রহণ ও পাঠ করিতেন । অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার তাঁহার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ, তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ভক্ত-সন্তান তাঁহার বিদ্যেৎসাহিত্যের প্রমাণ । সেই সম ভক্ত-সন্তানের প্রতি

তাঁহার কিঞ্চিৎ অপরিমিত স্নেহ এবং যত্ন ছিল মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাজসাহী কলেজের স্থল্য গৃহগুলিই রেইল প্রভৃতি তাঁহাদের দুই দী-পুত্রদের অক্ষরকীর্তি। অস্তঃপুরে বসিয়াও ভারতবর্ষের উন্নতির নৃচন্দ্র দ্বারা তাঁহার মনে কেমন আনন্দ, কেমন উৎসাহ জন্মিত আশ্র-শাসপ্রণালী উপলক্ষে ১২৮৯ সালে পুটীগার বিস্টাট-সভা তাঁহার উদাহরণ। সেই সভার পক্ষার অন্তরালে ইহারানী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, আশ্রশাসনসম্পর্কে এদেশে সেই প্রথম সভা।

মহারানী শরৎসুন্দরী হিন্দুধর্মে অনন্ত বিশ্বাসবতী ছিলেন। তাঁহার জীবন হিন্দুধর্মময়; হিন্দুশাস্ত্রের সকল অনুশাসন তিনি অকরে অকরে প্রতিপালন করিয়াগিয়াছেন। বাল-বিধবা সেই আশ্র-বাল্য যথাসম্ভব হিন্দুধর্মাবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াগিয়াছেন। আরই অসুস্থ হইলে তাঁহার অসুখের কথা সংক্ষেপে কেহ জানিতে পারিত না। সর্বদা অনাবৃত হস্ত্যতলে বসিয়া থাকার তাঁহার নিয়ম ছিল। পীড়ার কষ্ট নিতান্ত অসহ্য না হইলে আর শয্যার আশ্র গ্রহণ করিতেন না। হস্তরাং পীড়া উদ্ভূত হইয়া না বাড়াইলে কখন তাঁহার চিকিৎসা হইত না। নিরাশ্রয় বিধবা ব্রাহ্মণ-কর্তা সংখ্যায় অনেকগুলি, বারমাস তাঁহার আশ্রয়ে রাজাস্তঃ-পুরে বাস করিত। অনেক সময় তাঁহাবামহারানীকে বেরিয়া বসিতেন ও নানা গল্প করিতেন। রাতে প্রকাণ্ড চাতালে সকলের মধ্যস্থলে সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন; পালক ছিলনা, শ্রিতের গদী ছিলনা, দুই ফেণিভ শয্যা ছিলনা, ঘরের উপর সেই সামান্য শয্যাতেই মহারানী সন্নিবিষ্ট হইতেন।

প্রোতঃস্বরূপী মহারানী শরৎ সুন্দরী ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্য আদর্শ ভারতীয় নারীসমাজের সর্বদা আশ্রিত বর্তমান। তাঁহার পুণ্য দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের সঙ্কতিস্থাপন নারীকুল অল্প প্রাণিত হউন ইহাই আমাদের মনের বাসনা। তাহা হইলে মহারানী মায়ের স্মরণে আশ্রীকৃত হইতে তাঁহাদের উপর বর্ধিত হইবে।

পুণ্ডরীক ।

—:~:~:~:—

“কাদম্বরী” মহাকবি বাণভট্টের অপূর্ণসৃষ্টি। কাদম্বরীর চারিটা প্রধান চরিত্র পুণ্ডরীক মহাশেতা চন্দ্রাপীড় এবং কাদম্বরীও অপূর্ণ। মহাশেতা চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর কথা যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এক্ষণে এই কাব্যখানির মেরুদণ্ডস্বরূপ পুণ্ডরীকের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের অবিনয় ও অসংযমের চিত্র নিপুণ চিত্রকর অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। পুণ্ডরীক ব্রাহ্মণতনয়। ব্রাহ্মণ অগ্র সম্পদের অভিসাধী নন। ভগবচ্চরণলাভের প্রধান সাধন জ্ঞান, সংযম, বৈরাগ্য ও সাধন তাঁহার প্রধান সম্পত্তি। পুণ্ডরীক কালব্রহ্মদর্শী সংযমধন স্বৈতকেতুর পুত্র হইয়াও কি ব্রাহ্মণের প্রধান সম্পত্তি চতুষ্ঠয়ের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন? না পারেন নাই। মহাশেতাকে দর্শন করিয়াই তিনি মুগ্ধ আত্মহারা, অবশহৃদয়। কিছুতেই অবশহৃদয় শাস্ত করিতে পারিলেন না। সখা কপিঞ্জলের ধর্মোপদেশ সমুদায়ই বৃথা হইল। আমরা দেখিতে পাই স্বয়ং মহাশেতা, সুনির্মলার অহরাগ-লাভ হ্রাস মনে করিতেছেন। পুণ্ডরীকদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন :—

• “শাস্ত্র প্রকৃতি তাপসজনের প্রতি আমাকে অনুরাগিনী করিয়া ছুরায়া মজ্জা কি বিসদৃশ কর্ম করিল। অজ্ঞানজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়, অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছই বিবেচনা করিতে পারে না। হেজঃপুঞ্জ, তপোরাশি, মুনিকুমার ও সামান্যজনহীন চিত্তবিকার এতদুভয় কতদূর বিসদৃশ। বোধ হয়, ইনি আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে কত উপহাস করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য। চিত্ত যিকৃত হইয়াছে বৃষ্টিতে পারিয়াও বিকার নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ছুরায়া কল্পপের কি প্রভাব। উহার প্রভাবে কত শত কন্যা লজ্জা ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বয়ং শ্রিয়-ভ্রমের অনুগামিনী হয়। অনঙ্গ কেবল আমাকেই একুণ করিতেছে এমন নহে। কত শত কুলবালাকে এইরূপ অপথে পদার্পণ করায়। বাহা হউক মৃদনদুশ্চেষ্টিত পরিষ্কৃতরূপে প্রকাশ না হইতে হইতে এখান হইতে প্রস্থান করা শ্রেয়।”

মহাশ্বেতা প্রথমত আত্মদমনে চেষ্টা করিয়াছিলেন পূর্বোক্ত মহাশ্বেতার চিন্তায় আমর! তাহা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু পুরুষ হইয়াও শুধু পুরুষ কেন সংযমসর্ব্বত্র ব্রাহ্মণকুমার হইয়াও পুণ্ডরীক প্রথমার্ধ নিতান্ত বিকলচিত্ততা বশতঃ আত্মদমনে তেমন চেষ্টা করিতে সমর্থ হন নাই।

পুণ্ডরীক যে কবি বাণভট্টের সৃষ্টি কপিঞ্জলিও সেই কবি বাণভট্টের সৃষ্টি। কিন্তু কপিঞ্জলের দ্বার্ষ্যে পুণ্ডরীক যেন নান— নিস্ত্রভ! ললনাললামভূতা মহাশ্বেতা সখীগণ সহ ঠিক ঐ সকল— লোকচিত্তোন্মাদক মধুমাসে কপিঞ্জলের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়া— ছিলেন। কিন্তু কৈ তাঁহার চিত্তে সামান্তমাত্র বিকারও উপস্থিত হইল না? অরপরে অবাধসঞ্চারণে কৃতদিন কত স্থির— যৌবনা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী বিলাসলালসাময়ী অঙ্গরামুখে

তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইয়াছে । তথাপি কোন দিনও তাঁহার জন্মাত্র ও চিত্তবিক্ষেপ দেখা গেল না । পুণ্ডরীক প্রথম দর্শনেই মহাশেতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন । এই অনু-
 রাগও উচ্চ প্রকৃতির অনুরাগ নহে । তিনি প্রণয়প্রাতী মহা-
 শেতাকে মনে মনে ভালবাসিয়াই তাহার শুভ চিন্তা করিয়াই
 সন্তুষ্ট নন । তাহার সমাগমপ্রার্থী । কেবল সমাগমপ্রার্থী
 নন । সমাগমবিলম্বাসহিষ্ণু । মহাশেতার সমাগম বিনা তাঁহার
 ইঞ্জিয়নিবহ অবশ । যথার্থই তিনি পারিলেন না । দিনমাত্রও
 অপেক্ষা সহিল না । জ্ঞানবেলায় তাঁহার সহিত মহাশেতার
 সাক্ষাৎ আর সন্ধ্যাসমাগমেই মহাশেতার সহিত সমাগম না হওয়াতে
 বিকলহৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন ।

জন্মান্তরে পুণ্ডরীক ভারতবর্ষের রাজাতারাপীড়মন্ত্রী শুক-
 নাশতনয় বৈশম্পায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন । বৈশম্পায়ন ও
 তারাপীড় পুত্র চন্দ্রাপীড়ে কুরুপ দৃঢ় সৌহার্দ ছিল পাঠকপাঠিকা
 তাহা অবগত আছেন । পূর্বজন্মের ছায় এজন্মেও বৈশম্পায়ন
 নানাবিঘ্নাবিশারদ ছিলেন । কেবল তাঁহার পুণ্ডরীক সুকোমল
 দেহসৌকুমার্য পূর্বজন্মানুরূপ ছিল ।

দ্বিযজ্ঞব্যাপারক্রমে চন্দ্রাপীড় সখা বৈশম্পায়নের সহিত
 কৈলাশপর্বতের নিকটবর্তী হেমকুট নামক কিরাতিদগের স্বর্ণ-
 পুর নামী নগরীতে উপস্থিত হইলেন । নিকটেই সর্বজন মনোহর
 বহুশীতবারি অচ্ছাদসরোবর । কিছুদিন তথায় অবস্থানের
 পর সহসা পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড়কে গৃহে গমন করিতে হয় ।
 বৈশম্পায়নের উপর স্বজ্ঞাবার লইয়া যাইবার ভার থাকে ।

তাহার পর যাহা ঘটিল কতিপয় প্রধান, সৈনিক সে সময়ে
ছাত্রাপীড়কে যাহা বলিতেছেন শুভ্রন :—

“আপনি বৈশম্পায়ণকে স্বাক্ষার লইয়া আসিবার ভার দিয়া প্রস্থান
করিলে তিনি কহিলেন পুরাণে শুনিয়াছি অচ্ছেদসরোবর অতি পবিত্র
তীর্থ। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শন করিতে যায়।
আমরা সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, ‘অতএব একবার না দেখিয়া এখান
হইতে যাওয়া উচিত নয়। অচ্ছেদসরোবরে স্নান করিয়া এবং ততীর্থস্থিত
ভগবান্, শলাকেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করা যাইবে।
এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। তথায় ইতস্তত দৃষ্টিপাতপূর্বক
তিনি এক লতামণ্ডপ দেখিলেন। ঐ লতামণ্ডপের অন্তঃস্থরে একশিলা
গুপ্তিত ছিল। পরম প্রীতিপাত্র মিত্রকে বহুকালের পর দেখিলে
অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবোদয় হয় সেই লতামণ্ডপ দেখিয়া বৈশম্পায়ণের
সেইরূপ, অনির্কটনের ভাবোদয় হইল। তিনি নিমেষশূন্যমনে
সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; ক্রমে নিতান্ত উন্নয়ন হইতে লাগিলেন,
পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া বামকরে বামগণ্ড স্থাপনপূর্বক নান্যপ্রকার
চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার আঁকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন
বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ করিতেছেন। তাহাকে গাত্ৰোত্থান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত
হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতেও অনুরোধবাক্য কর্ণে তুলিলেন
না। চিত্রপুস্তলিকার মত অনিমেঘমনে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে
লাগিলেন। আমাদের পৌনঃপুনিক প্রবোধ বাক্যের উত্তরে তিনি কহিলেন
“তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে প্রবোধ দিতেছ। আমি চন্দ্রাপীড়কে না
না দেখিয়া, একদণ্ড থাকিতে পারি না। ইহা তপেক্ষা আর আমার
শীঘ্র গমনের কারণ কি আছে? এইখানে আসিয়া ও এই লতামণ্ডপ
দেখিয়া আমার শরীর অবশ হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া আসিতেছে।
যাত্রাবার আর সামর্থ্য নাই। যদি তোমরা বলপূর্বক লইয়া যাও বোধ হয়
এখান হইতে যাইতে না যাইতেই আমার শ্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে।”

অকস্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইয়া এই কথা
জিজ্ঞাসা করিতে তিনি কহিলেন আমি শপথ করিয়া বলিতেছি ইহার কারণ
কিছুই জানি না । তোমাদিগের সঙ্গে এই প্রদেশে আসিয়াছি । তোমাদিগের
সমক্ষেই এই লতামণ্ডপ দর্শন করিতেছি, জানি না কি নিমিত্ত আমার মন
এরূপ চঞ্চল হইল । তিন দিন অতিবাহিত হইল । তিনি কিছুতেই
চঞ্চলচিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না এবং আমাদের সঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত
হইতেও সম্মত হইলেন না । পরিণেষে তাঁহার আগমন ও আনয়নবিষয়ে
নিতান্ত নিরাশ হইয়া কতিপয় সৈন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া আমরা
স্বাক্ষাৎ লইয়া আসিতেছি ।”

তাহার পর মহাশ্বেতা বন্ধুর অন্ত্রাঘাতে প্রত্যাগত চন্দ্রাপীড়কে
অবশিষ্ট ঘটনা যাহা বলিতেছেন শুনুন ।

একদা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময়ে রাতকুমারের সমবয়স্ক ও সদৃশ-
কৃতি হুম্মার এক ব্রাহ্মণ কুমারকে দূর হইতে দেখিলাম । এরূপ অন্ত-
মনস্ক যে তাঁহার আকার দেখিয়া বোধহইল যেন কোন ও অনন্তবস্তুর
অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছেন । ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া
পূৰ্ব্বপরচিতার ন্যায় আমাকে স্তান করিয়া কহিলেন “হুম্মার ! তুমি বয়স
ও আকৃতির বিপরীত কর্ম করিতেছ । তোমার নবীন-বয়স শিরীষকুম্ম,
হুম্মার অবয়ব । এসময় তোমার তপস্যার নয় । মুণালিনীর তুহনিপাত
যেক্রপ সাছাতিক তোমার পক্ষে তপস্যার আড়ম্বরও সেইরূপ । দেব
পুণ্ডরীকের সেই দারুণ ঘটনাবধি আমি নিরন্তর ছিলাম । ব্রাহ্মণ-
কুম্মারের কথা অগ্রিমত আমার গাত্র দাহ করিতে লাগিল । তাঁহার
কথা সমাপ্তি না হইতেই বিরক্ত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলাম ।
আদেশক্রমে তরলিকা সেদিন তাঁতাকে তাড়াইয়া দিল । সেই
হতভাগা সে দিন করিয়া গেল বটে কিন্তু আপন স্কন্ধ একেবারে
পরিত্যাগ করিল না । পরে দুৰ্দ্ধম আর এক দিন কৌমুদী ধবলরজনীতে
উপস্থিত হইয়া কহিল “চন্দ্রমুখি এই দেখ কুম্মারের প্রধান সহায় চন্দ্রমুখি

“আমাকে বধক রিতে আনিতেছে। একদা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, বাহাতে
 রক্ষা পাই কর। তাহার সেই ঘৃণাকর কথা শুনিয়া রোমানল প্রজলিত হইয়া
 উঠিল। ক্রোধে কলেবর কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্বক
 ভৎসনা করিয়া কহিলাম, “রে দুঃস্বপ্নন সবুয দেহ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু
 তোকে ত্রিধাক জাতির ন্যায় যথেষ্টাচারী দেখিতেছি। ত্রিধাকজাতিতেই
 তোর পতন হওয়া উচিত। অনন্তর সর্বসাক্ষীভূত ভগবান চল্লমার প্রতি
 দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম “ভগবন! সর্বসাক্ষিন! দেব পুণ্ডরীকের
 দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কারমনোবাক্যে
 তাহার প্রতি ভক্তি থাকে, যদি আমার অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিরুপকর,
 তাহা হইলে আমার বচন সত্য হউক—এই দুঃস্বপ্না ত্রিধাকজাতিতে পতিত
 হউক। আমার কথার অবনানে সেই ব্রাহ্মণ কুমার আচেন হইয়া
 ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাহার সমীপে কাতরবরে শব্দ
 করিয়া উঠিল।”

মহাশ্বেতার শাপে বৈশম্পায়ন শুকজাতিতে পতিত হইলেন।
 তাহার পর প্রসবসময়ে মাতার মৃত্যু ব্যাধহস্তে পিতৃবধ, অবশেষে
 জাবালি পুত্র হারীতের শরণ লাভ। মুনিবালকগণকে শুকের
 পূর্বজন্মদ্বয়বিবরণকথনসময়েন হর্ষি জাবালি প্রমুখাৎ তচ্ছব্দে
 পূর্বজন্মের স্মৃতিলাভ—এই সমুদায়ই যে পুণ্ডরীকের পাপের ফল
 তাহা ঋষিবর, জাবালির মুখেই প্রকাশ তিনি বৈশম্পায়ন নামক
 শুককে দেখিয়া বলিয়াছিলেন “এই পক্ষী, আগনার ছক্করের
 কলহভাগ করিতেছে।” আর জাবালিমুখে বৈশম্পায়নের বিবরণ
 বর্ণনাই কাদম্বরীর বর্ণনীর বিষয়।

মুনি তনয় হইয়া আত্মকৃত্ত অবিনয়ের জন্ত পুণ্ডরীকের বর্জ-
 লোকে শুকনাশের ঔরসে জন্ম হইয়াছিল। অনন্তর তিনি মহা-

খেতার শাপে তীর্থাগজাতিতে পতিত হন । তাহার পর মহর্ষি জবালির কথাবসানে শুক বৈশম্পায়নের অবস্থা ক্রুরূপে তাহার নিজের মুখেই তাহা শুনা যাক ।

“মহর্ষি জবালির কথাবসানে জ্ঞানাস্তরীণ সমুদায় কর্ম আমার স্মৃতিপথা-
রূঢ় এবং পূর্বজন্মশিক্ষিত সমুদায় বিদ্যা আমার জিহ্মগ্রবর্তিনী হইল । কেবল
মনুষ্যবেদ হইল না, নতুবা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেইরূপ স্নেহ, মহাখেতার প্রতি
সেইরূপ অনুবাগ এবং তাহার প্রাপ্তিবিষয়ে সেইরূপ উৎসুক্য জন্মিল । মহর্ষিকে
জিজ্ঞাসা কবিতাম “ভগবন ! আপনার অনুকম্পায় পূর্বজন্মবৃত্তাস্ত আমার
স্মৃতিপথবস্তী হইয়াছে ও সমুদায় স্মৃদগণকে মনে হইয়াছে । কিন্তু উহা স্মরণ
না হওয়াই ভালছিল । এক্ষণে বিরহবেদনায় প্রাণ যায় । মহর্ষি আমার
এতি নেত্রপাতপূর্বক স্নেহ ও কোপগর্ভবচনে কহিলেন, ছুরাস্তন যে পথে
পদার্পণ করিয়া তোর এত দুর্দশা ঘটয়াছে, আবার সেই পথ অবলম্বন
করিবার চেষ্টা পাইতেছিস ? অদ্যাপি পক্ষোত্তেদ হয় নাই, অগ্রে গমন
করিবার সামর্থ্য হউক পরে জন্মস্থান বলিয়া দিব । মহর্ষির প্রস্থানের পর
আমি চিন্তা করিতে লাগিতাম এক্ষণে কি কর্তব্য, যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি
ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কোনও কর্মের বোধ্য নয় । অনেক স্মৃতি না
থাকিলে মনুষ্য দেহ হয় না । তাহাতে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকূলে জন্ম
গ্রহণ করা অতি কঠিন কর্ম ;—ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্বিবশে
জগদীশ্বরের আরাধনা ও অপবর্গের উপায়চিন্তাকরা প্রায় কাহারও
ভাগ্যে ঘটয়া উঠেনা । দেবত্বোকে নিবাসেরও কথাই নাই । আমি
এই সমুদায় ঐশ্বর্য হইয়াছিলাম কেবল আগ্নেয়দোষে হারাইয়াছি ।”

পাঠক পাঠিকা অসংখ্য ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার জন্য কি
উন্নত অবস্থা হইতে শুকের কি অধোগতি হইয়াছে তাহার
আপনমুখেই তাহা শুনিলেন । পিতা আয়ুক্রম অনুষ্ঠানে ব্যগত ।

তিনি কপিঞ্জল দ্বারা জাবালির আশ্রমে বৈশম্পায়নকে বলিয়া পাঠাইলেন যাবৎ কৰ্মসমাপ্তি না হয় তাবৎ সেই স্থানে থাকিতে । আর মহর্ষি জাবালিও পূর্বেই বৈশম্পায়নকে অদৌর হইতে বারণ করিয়াছেন তাহা আপনারা শুনিয়াছেন । তথাপি শুক আশ্ব-সংযমে সমর্থ হইল না । অদৌরচিত্তে মহাশ্বেতার আশ্রমে যাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া জালবদ্ধ হইল । আর চণ্ডালগৃহে নীত হইয়া চণ্ডালবালকের ক্রীড়াসামগ্রী হইল । এবং চণ্ডালম্পৃষ্ট ভক্ষ্যপেয় দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল । দুঃস্বপ্নজন্তু পুত্র আর যেন কষ্ট না পায় এই हेতু পুণ্ডরীকজননী লক্ষ্মী স্বয়ং চণ্ডালদারিকারূপে জন্ম গ্রহণ কয়েন । চন্দ্রাপীড় বন্ধু পুণ্ডরীকের শোকে দেহত্যাগ করিয়া রাজা শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল । লক্ষ্মীকৃপিনী চণ্ডালদারিকা বৈশম্পায়ন শুককে শুদ্রকে উপহার দিতে লইয়া আসিলেন । শুক নম্রাভাষায় রাজার নিকটে আত্মজন্ম বিবরণ বর্ণনা করে । রাজা শূদ্রক দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেববৃদ্ধাণ্ড জানিবার জন্য চণ্ডালদারিকাকে জাহ্নবান করিলেন । চণ্ডালদারিকা রাজশয়নভবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রগল্ভ বচনে কহিল :—

“ভুবনভূষণ কাশ্যপলোচনানন্দ চন্দ্র ! শুকের ও আপনার পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলে । পক্ষী অনুরাগাক্ত হইয়া ‘পিতার’ আদেশ উলঙ্ঘন পূর্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল তাহাও শুনিলে । আমি ঐ ছরাস্রার জননী লক্ষ্মী । মহর্ষি কালত্রয়দশী খেতকেতু দিব্য চক্ষুদ্বারা ঈহাকে পুনর্বার অগণে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি ভূতলে গমন কর এবং যাবৎ আরক কৰ্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তোমার পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, এবং বাহাতে অনুতাপ হয় একপ

শিক্ষা দিও । কিজানি যদি কন্দ্র দোষে আবার তির্ধ্যকজাতি অপেক্ষাও অল্প কোন নীচ জাতিতে পতিত হয় । দুর্কন্দ্রের অসাধ্য কিছুই নাই ।” আমি মহর্ষির বচনানুসারে উত্থাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম । অদ্য কন্দ্র সমাপ্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর মিলন করাইয়া দিলাম । এক্ষণে জরামরণাদিদ্রুঃখসকুল এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ কর ।”

পাঠক পাঠিকা এইত পুণ্ডরীকের বিবরণ । আনাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস পুরুষের চরিত্রহীনতা দুষণীয় নহে । নারীগণের কেবল চরিত্র-রক্ষণ অবশ্য কর্তব্য । আর শাস্ত্রকারগণের পুরুষের প্রতি পক্ষপাত আছে । সেই ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস অপনোদনের জন্তই পুণ্ডরীকের বিবরণ নারীধর্মে প্রকাশ করিলাম । চরিত্ররক্ষা নরনারী উভয়েরই অবশ্যকর্তব্য । আর চরিত্রহীনতা ও অসংযমপাপের প্রতিফল স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমান ভোগ করিতে হয় । শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ অনেক দৃষ্ট হয় । পুরুষেরও সংযত হওয়া বিশেষ আবশ্যক আমরা রোগের কারণ প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়া সমাজসংস্কারকগণের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিয়াছি ।

এক্ষণে পুণ্ডরীক সম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই । পুণ্ডরীকের পতনও যথেষ্ট হইয়াছিল—পাপের ফলও যথেষ্ট ভোগ ক্রিয়া আছে । কিন্তু প্রেমের সাধনায় পুণ্ডরীক জয়ী । রূপজমোহ—বাহ্য কণিক—পুণ্ডরীকের প্রেমের প্রথমত সেই রূপজমোহে আরম্ভ হইলেও শেষ তাহা নহে । মহাশ্বেতা রোদন করিয়া সত্য বলিয়াছিলেন :—

জন্মান্তরে হুপি অবিস্মৃত মদনাহুরাগ

মম্বরসকলজীবলোক মনুখাবলোকিন্ । *

দ্ব্যস্তেরও প্রথম প্রেম রূপজমোহ বলা যাইতে পারে । তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই শকুন্তলার প্রেম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন ।

পরিগ্রহবহুশ্বেপি শ্বেপ্রতিষ্ঠে কুলশ্রমে ।

সম্রদ্রবসনাচোর্বী সখীচ যুবয়োরিয়ং ॥ †

এ প্রতিজ্ঞা তাসিয়া গেল । পুণ্ডরীকের প্রেম দ্ব্যস্তের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর কারণ পুণ্ডরীক কোন জন্মেই মহাশ্বেতা প্রেম বিস্মৃত হইতে পারে নাই । অচ্ছাদ-সরোবরতীরবর্তী লতাকুঞ্জ-দর্শনে বৈশম্পায়নের ভাবান্তর মহাশ্বেতার প্রতি অনুরাগের অক্ষুট-স্মৃতি তিনু অপর কিছুই নহে । তাহারপর মহাশ্বেতার নিকট উন্নত বেঙ্ক প্রেমপ্রার্থনা তাহাও মহাশ্বেতার প্রতিপূর্বজন্মান্তর অনুরাগের প্রণোদনে । আর শুকজন্মে মহাশ্বেতার প্রতি বৈশম্পায়নের কি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন । তিন জন্মের প্রেমসাধনায় পুণ্ডরীক সিদ্ধ হইলেন । অনুতাপানলে তাহার সর্ববিধ চিত্তবিকার পুড়িয়া গেল । অগ্নি পরিশুদ্ধ বিত্ত্ব স্বর্ণের তায় সুসংযত প্রেমোজ্জ্বল পুণ্ডরীক মহাশ্বেতার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সমাগমস্থলভে সুখী হইলেন ।

* জন্মান্তরেও যিনি আমার প্রতি অনুরাগ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বাহার সকল জীবলোক আমায়, আমার মুখদর্শনবাসনা বাহার নিরন্তর বলবতী ।

† অনেক বিবাহ হইলেও দুইটির উপরই আমার কুলের প্রতিষ্ঠা সে দুইই সম্রদ্রবসনা পৃথিবী এবং তোমাদের এই সখী ।

সতীরত্নমণ্ডল ।

—:০:—

ভারতের পুরাতন আদর্শ-সতীগণের অনেকেই রাজকন্যা ও রাজপুত্রবধূ । আজিও এতদ্দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সতীর অভাব নাই । আজিও সম্ভ্রান্ত ভারত মহিলাগণ ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসের মধ্যেও সতীত্বগৌরবে মহিমাময়ী নিম্নের দুইটা দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকপাঠিকা তাহা বুঝিতে পারিবেন ।

(১)

লালাবাবুর কথা সকলেই জানে । বৈরাগ্যের বিষয় আলোচনা হইলে লালা বাবুর ফকিরির কথা মনে পড়ে । কিন্তু ঐ বৈরাগী, লালাবাবুর ঘরে যে একটি অমূল্য মণি ছিল তাঁহার কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না । ৮ইন্দ্রচন্দ্রের স্বর্গীয়া পত্নীই সেই চন্দ্রকান্তমণি । এই সতীসাধবীর কথা মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না ।

৮ইন্দ্রচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা সকলেরই বিদিত । তিনি সাতিশয় উদার, ব্যক্তি ছিলেন । কিন্তু সেই উদারতা আর মদিরা তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছিল । অনেক প্রকারে তিনি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে অতিক্রম করিয়া সতীর মনোবেদনা জন্মাইতেন । কিন্তু ঐ হেম-লক্ষ্মীর প্রেম অদ্ভুত ও অটুট । 'ইনি পতির ছায়াস্বরূপা ছিলেন—পতিরস্থখে সুখ—পতির দুঃখে দুঃখ—পতির প্রাণে প্রাণ । এক দিন ইন্দ্রচন্দ্র এত মদিরা টানিয়াছিলেন যে তিনি অগ্ন্যগ্নি

করিতে অসমর্থ হন । পতি অন্নগ্রহণ করিলেন না । পতিকে
না খাওয়াইয়া সতী খান না—তাই পতির সঙ্গে সঙ্গে সতীও উপ-
বাসিনী । মদিরার আবেগ ইচ্ছাচক্রে উপর এইরূপ ক্রমাবয়ে সাত
দিন থাকে, সাত দিনই সতী অল্পস্পর্শ করেন নাই । এই প্রকার
প্রেম—এই প্রকার স্ত্রীতি কোথায় আছে? ছিঁড়ে ফেলে দাও
তোমার নাটক নবেল । ঐ গুলাতে যথার্থ ভালবাসা নাই—আছে
কেবল ঢালানো আর মজানো । ঐ গুলাই দেশের সর্বনাশ করিল ।
আদর্শ সতীত্ব আদর্শ প্রেম যদি দেখিতে চাও ত এস বাঙ্গালির
অস্তঃপুরে—ঐ খানেই সতীর পবিত্র ধাম । অত্যাচার অনাচার
করিলেই শেষে একটা অবসাদ হয় । এই অবসাদ আর অর্থনাশ
—দুইটা কারণ মিলিয়া ইচ্ছাচক্রে শেষে বৈরাগী করিয়া তোলে ।
নতী সম্পদে ঐশ্বর্য্যো মদমত্ততায় পতির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ছায়
ঘুরিতেন । এখন অবসাদেও সেইরূপ । পতি হিমালয় যাইবেন ।
সতীও সজ্জিনী, কিন্তু হায় সেই হিমে শীতে সুকুমার দেহ অব-
সন্ন হইয়া পড়িল । পতিব্রতা পুণ্যলোকে চলিয়া গেলেন । লালা
বাবুর নামে যেমন পাইকপাড়া ধন্ত হইয়াছে—এই সতীলক্ষ্মীর
মহিমাজেতু লালা বাবুর বংশ সেইরূপ ধন্ত হইয়াছে ।

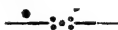
(২) ।

দেশের নিষ্ঠীন্ত চুর্দিন উপস্থিত । তাই আঁমাদিগকে অনেক
সময় হিন্দুবিধবার সংসারপালয়িত্রী দয়ামায়ার নিখারিণী দেবী-
মূর্তির স্থানে বিলাসব্যসনময়ী পিশাচী মূর্তি দেখিতে হইতেছে ।
দেশের এই চুর্দিনে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী কোন হিন্দুবিধবার
সংবাদ শুনিবে প্রাণে বড় আনন্দ হয় । আর এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত

সুখসম্পদের প্রতিকূলশক্তিতে অপ্রতিহত দেখিলে সেই আনন্দ আরও শতগুণ পরিবর্দ্ধিত হয় । আমরা নিম্নে এইরূপ একটি আনন্দসংবাদ সঙ্কলিত করিয়া পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিলাম ।

ত্রিপুরারাজ্যের মহারাজ ৬বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবী ৩৮ বৎসর ক্রমসে স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন । যে দিন হইতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে এই ধার্মিক রমণী সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলেন । তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ফলমূলাশিনী হইলেন । গন্ধোদক তাঁহার পেয় হইল । দুগ্ধ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন । কেবলমাত্র কদলীই তাঁহার শয্যা হইল । কেশপাশ উশুস্ত করিয়া জটা ধারণ করিলেন ।”

এই জটাজুটধারিণী, একবসনা পতিধ্যানপরায়ণা যোগিনীর চিত্র কি মনোহর ! তিনি স্বর্গে গিয়া ছেন * কিন্তু তিনি আজ নিজের অলৌকিক জীবনে পতিপরায়ণতার যে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন, তাহা কখনও তাঁহার চিত্তাভ্যন্তর সহিত ধূলিতে পরিণত হইবে না ।



* ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগে এই মনমোহিনী নারীর স্বর্গা-
বস ।

পাণের পরিণাম ।

—:~:—

হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দুসাহিত্যে নারীগণের দেবত্ব ও মহত্ত্বের অনেক কথা বর্ণিত আছে । কিন্তু শাস্ত্রকারগণের কেহ কেহ আবার কামিনীকাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন—

কিমত্র হেয়ং ? কনকঞ্চকাস্ত্রা ।

এই পৃথিবীতে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হেয় কি ? কনক ও কাস্ত্রা ।

‘দ্বারম্ কিমাহ্নরকস্য ? নারী

নরকের দ্বার কি ? নারী ।

সন্মোহয়ত্যেব সূত্রেব কা ? স্ত্রী ।

কে স্রারস্ত্রায় জনগণকে সম্যক্ বিমুক্ত করে ? স্ত্রী । বিজ্ঞান্মহা বিজ্ঞতমোহস্তিকোবা ? কে বিজ্ঞ অপেক্ষাও মহাবিজ্ঞতম ? নারী । পিশাচ্যানচ বঞ্চিতো যঃ । পিশাচিনীনারী কর্তৃক যে কখন অবঞ্চিত হয় নাই ।

বড়কঠোর তিরস্কার । কিন্তু অবস্থা বিশেষে নারীগণ যথার্থই এরূপ তিরস্কারের যোগ্য । লালসাময়ী বিলাসপুতলী নারীগণ ধরাকে কলুষিত করে, নরগণকে কি সন্মোহিত করিয়া পিশাচতুল্য করিয়া ফেলে । তাহাদের প্রভাবে কত নরহত্যা ক্রুরতাশঠতা-মনুষ্যতাভ্রুতি অনুষ্ঠিত হয় তাহার কি ইয়ত্তা আছে ! ঐ দেখ ! ঐ বজ্রকঠোরহৃদয়া পিশাচিনী বিলাসের লীলা

অবাহত করিবার জন্ত প্রীতির আধার হৃদয়রঞ্জন স্ত্রী পুত্র-
 রক্ষকে হত্যা করিতেছে। অহো কি দারুণ দৃশ্য! পতিহিনারীর
 ইহপরকালের দেবতা। কিন্তু কি আশ্চর্য! পাপপ্রবৃত্তির
 প্রয়োচনায় সে দেবতাকেও ইহারা বিলাসের যুপকাঠে বলি দিতে
 কুণ্ঠিত নয়! রাক্ষসীগণও বোধি হয় একরূপ নিশ্চয় হইতে পারে
 না! পাপিয়সীগণ বাসনার মূর্তি। আপনারাও নিত্য বাসনার
 অনলে পুড়িয়া মরে এবং যে সমুদয় ছুঁভাগ্য নর অদৃষ্টচক্রের
 আবর্তনে তাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া মারে।
 জীবাণুটলতাশঠতা প্রভৃতি পাপীয়সী নারীগণের নিত্য সহচর।
 ইহারাই মানুষকে ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ইহারাষ্ট
 মানুষের মোক্ষপথের কণ্টক। ইহারাষ্ট মানুষের সংসারের
 পাপবন্ধন। ইহারাই মানুষের পাপপ্রবৃত্তিতে ইন্ধনযোগায়।
 ম্যাকবেথমহিষীর প্রয়োচনায় ম্যাকবেথ সর্বদেবময় অতিথি প্রভু
 প্রতিপালক রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করিয়াছিল।
 পিশাচী শূর্ণগথার প্রয়োচনায় রাবণ লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীকে
 হরণ করিয়া সরংশে মজিয়াছিল। একরূপ নারীগণই যে অতিহেয়
 নরকের দ্বারস্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নারীপ্রকৃতিকে
 একরূপ পরিণতি হইতে রক্ষা করিবার জন্তই হিন্দুগণ একরূপ
 সাবধান। তাই নারীর শিক্ষা সংযমের একরূপ ব্যবস্থা। নারীগণ
 সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্তি। সে দেবী মূর্তির পিশাচিনীতে
 পরিণতি হিন্দুর চক্ষে হিন্দুর হৃদয়ে অসহ্য। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ
 হিন্দু নারীগণের জন্ত একরূপ কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।
 পাঁছে বা কোনরূপ পদাঙ্কলন হয় এই ভয়ে তাহারা নারীগণের

স্বাভাব্যাদানে পর্যাপ্ত অসম্মত । আত্মশক্তির পৃথকবিকাশে
‘আত্মসত্তার পৃথক অনুভূতিতে পাছে বা নারীহৃদয়ে অনর্থকারিনী
প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির বিকাশ হয় এই ভয়ে তাঁহারা হিন্দু নারী-
গণকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বামিগতপ্রাণা স্বামীগতহৃদয়রূপে
কল্পনা করিয়াছেন । পবিত্রতামধুরতাপ্রীতিপ্রণয়পারাবার-
রূপিনী নারীগণের দেবতাব অব্যাহত রাখিতে হইলে এইরূপ
শিক্ষাও শাসনের আবশ্যক ।

কেহ কেহ মনে করেন নারীগণের প্রতি অতি অবিচার করা
হইয়াছে—অতি কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে । যাহারা
এরূপ মনে করেন তাঁহার শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নন ।
নারীগণের ভিত্তার্থ পরমদয়াপরবশ হইয়া ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকার-
গণ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন । ওমা বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ ! তোমরাই
আজিও অধঃপতিত এবেঙ্গের অলঙ্কার । তোমাদের সতীত্ব, তোমাদের
সংযম, তোমাদের সঙ্গিত্বতা, আজিও বঙ্গভূমি পবিত্র করিতেছে ।
শাস্ত্রানুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া তোমরা তোমাদিগের পুণ্যচরিত্র
অব্যাহত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিও । তামিস্র অন্ধতামিস্র
রোরব মহারোরব কুস্তিপাক প্রভৃতি মহাঘাতনাময় অর্ধাবিংশতি-
প্রকার নরক পাপাঙ্গী এবং পাপায়সীগণের জেত্র ধর্ম্মরাজ্য ব্যবস্থা
করিয়া থাকেন । ক্ষণিক সুখাশায় প্রলোভনমুগ্ধ হইয়া সে কথা
বিস্মৃত হইও না । ভয়ঙ্কর যমদূতগণ অসতীজ্ঞীকে ঘোরতর
কাগপাশে বদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে ।
ঐ নরক ঘোবজ্ঞকারনয় । পাপায়সীগণ ঠাঠাতে নিপাতত
হইয়া আহারপ্রাণাভাবে এবং দন্ততাড়ন ও তর্জনে পীড়্যমান

হইতে থাকে । অসহ্য যাতনায় কাতর হইয়া উহারা একেবারে মূর্ছিত হইয়া পড়ে । যে সকল নরনারী দণ্ড্যবৃত্তি করে বা গৃহে অগ্নিদেয় অথবা প্রাণবিনাশার্থ বিষপান করায় মরণান্তে সাত শত বিংশতি সংখ্যক কুকুর বজ্রতুল্য করাগ মহাদংষ্ট্রা দ্বারা তাহাদিগকে চিবাইয়া ভক্ষণ করে ।

পাপিয়ারী নারী এবং পাপাত্মা নরগণের তামসী গতির বিষয় শ্রীমন্তাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—পাপী প্রাণত্যাগ করিলে ক্রোধসংরক্তনয়ন দুইজন বনদূত অগ্নিস্না উপস্থিত হয় । তাহাদিগকে দেখিয়াই সে ভীতাবস্থায় হইয়া গলমূত্র ত্যাগ করে । অনন্তর বনদূতেরা তাহাকে স্থূল দেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করে এবং তাহাদের গলদেশে পাশ বন্ধন করিয়া সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায় । সেই দুই জনের তর্জনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং সাতিশয় কম্প উপস্থিত হয় । পরে তাহাকে কুকুরে খাইতে আসে । তখন সে নিজপাপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে । একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর তাহার পর আবার পৃষ্ঠদেশে কষাঘাত, দারুণতপ্তবালুকাময় পথ, সূর্য্যকিরণ দাবানল ও উষ্ণবায়ুতাপে সম্ভাপিত । পথে আশ্রম বা জল কিছুই নাই ; সুতরাং তাহাকে অশ্রদ্ধা হইয়াও চলিতে হয় । চলিবার শক্তি নাই কাজেই সে শ্রান্তি বশতঃ বার বার মূর্ছিত হইয়া পড়ে, আবার মূর্ছাভঙ্গে আপনি গাত্রোত্থান করে । এইরূপ নানা যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে ঐ ভরস্কর পথ দ্বারা যমসদনে নীত হইয়া থাকে । যমভবনের পথের পরিমাণ বিরানব্বই সহস্র যোজন । ঐ পথ ঐ ব্যক্তিকে তিন মূহুর্ত

॥ হুই মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করিয়া উপনীত হইতে হয়।
 স্থানে উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাকে 'নানা কঠোর যাতনা
 দেওয়া হয়। কোন স্থানে অলস কাষ্ট তাহার গাত্র বেষ্টিত করিয়া
 বন্ধ করে। কোথাও বা আপনাদ্বারা অথবা অন্তের দ্বারা ছিন্ন
 ভিন্ন আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। যমসদনে কুকুর গৃধ্র
 প্রভৃতি মাংসাহারী প্রাণীগণ জীবন থাকিতে তাহার অঙ্গ টানিয়া
 বাহির করে। কোন স্থানে বা সর্প বৃশ্চিক দংশাদি নিষ্ঠুর
 রূপে দংশন করিতে আরম্ভ করে। কোথাও বা দেহ সকলের
 কর্তন, কোথাও বা গজাদি দ্বারা বিদারণ কোথাও বা পর্বতচূড়া
 হইতে পাতন কোথাও বা জল ও গর্তের মধ্যে অবরোধ ইত্যাদি
 যাতনায় তাহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত হইতে হয়। মৃতব্যক্তিগণ
 নর হউন বা নারী হউন পাপজীবনাবসানে তামিস্র অনুতামিস্র
 গৌরব প্রভৃতি নরক ভোগ করে। এখানে আর সেই সব অসহ
 যাতনাপ্রদ ভীষণ নরকের বর্ণনা দেওয়া হইল না। আশা করি
 মহা দেওয়া হইল তাহতেই পাঠক পাঠিকাগণ পাপের শোচনীয়
 পরিণাম বিশেষরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন।

প্রফুল্লের শিক্ষা ।

—:~::~:—

আমরা নারীগণের শিক্ষাসংঘের কথা অনেকবার বলিয়াছি । কি প্রণালীতে নারীগণকে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এখানে প্রফুল্লের শিক্ষা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিতেছি ।

“প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল । বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ গুণভঙ্গরী আঁক প্রফুল্ল নিশি ঠাকুরাণীর কাছে শিখিল । তারপর পাঠকঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন । প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন । প্রফুল্লের বুদ্ধি অতিতীক্ষ্ণ শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল । ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল । তার পর ভট্টিকাব্য । প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সঁতার দিয়া পার হইয়া গেল । সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল । রঘুকুমার নৈষধ শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল । তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য একটু বেদান্ত এবং একটু ত্রাণ শিখাইলেন । এ সকল অল্পমাত্রা । —এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সনাতন যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন ; এবং সর্ব শেষ্ঠে সর্ব গ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবদগীতা অধীত করাইলেন । পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল ।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্ন প্রকার শিক্ষাবও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন । গোবরার মা কিছু কঁজ করেনা,

কেবল হাট করে—সেটাও ভবাণীঠাকুরের ইচ্ছিতে। নিশিও বড় সাহায্য করেনা, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। প্রথম বৎসর, তাহার আহারের জন্ত ভবাণীঠাকুর ব্যবস্থা করিলেন, মোটা চাউল, সৈকব বি ও কাঁচাকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্তও ত'হি। প্রফুল্লেন তাহাতে কোনই কষ্ট হইল না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবাণী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত। গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খাণাডোবাবিলথালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্বসমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল মূগ লক্ষা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না। তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত মাখন ক্ষীর ননী ফলমূল অন্নব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের জন্ত মূন লক্ষা ভাত। দুইজনে একত্র বসিয়া খাইত। খাইবার সময় প্রফুল্ল ও নিশি দুইজনে বসিয়া হাসিত। এ পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপদেশে ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেষ্ট ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিজ্রা, সম্বন্ধে এতদমুদ্রপ অভ্যাসে ভবাণীঠাকুর শিষ্যাকে নিমুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চাষি

খানা কাপড় । দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা । তৃতীয় বৎসরে গায়কালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীত-কালে একখানা ঢাকাই মলমল অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয় । চতুর্থ বৎসরে পাটকাপড় ঢাকাই কল্‌দার শান্তিপুর্বে । প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত । পঞ্চমবৎসরে বেশ ইচ্ছামত । প্রফুল্ল মোটা গড়াই বহাল রাখিল । মধ্য মধ্য ক্ষারে কাচিয়া লইত । কেশবিত্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ । প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল ক্লক রাখিতে হইত । দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ । দিনরাত্র চুলের রাশি আনুলায়িত থাকিত । তৃতীয় বৎসরে ভবানীঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মড়াইল । চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল । ভবানীঠাকুর আদেশ করিলেন কেশ গন্ধতৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত করিবে । পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন । প্রফুল্ল পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিত না ।

প্রথম বৎসরে, তুলার তোফকে তুলার বালিসে প্রফুল্ল শুইল । দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিস, বিচালির বিছানা । তৃতীয় বৎসরে ভূমিশয্যা । চতুর্থ বৎসরে, কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা । পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার । পঞ্চমবৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত সেখানেই শুইত ।

প্রথম বৎসরে ত্রিষামনিদ্রা । দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিষাম । তৃতীয় বৎসরে দুদিন অন্তর রাত্রি জাগরণ । চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলে নিদ্রা । পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার । প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুথি নকল করিত । প্রফুল্ল জল বাতাস রৌদ্র আশ্রন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল ।

দ্বিতীয় বৎসরে ভবানীঠাকুর বলিলেন “বাছা একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে । প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিল “ঠাকুর আর যা বলেন তা শিখিব, এটি পারিব না ।”

ভ । এটা নইলে নয় ।

প্র । সেকি ঠাকুর ! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে ?

ভ । ইন্দ্রিয়জয়ের জ্ঞাত । দুর্বলশরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারেনা । ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই ।

প্র । কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে ? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না ।

ভ । নিশি শিখাইবে । নিশি ছেলেধরার মেয়ে । তাবা বলিষ্ট বালকবালিকা ভিন্ন দলে রাখে না ।* তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে বাসাম শিখিয়াছিল ।

• প্রফুল্লচারি বৎসর পরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল ।

প্রথম বৎসর ভবানীঠাকুর প্রফুল্লর বাড়ীতে কোন পুরুষকে বাইতে দিতেন না, বা তাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না । দ্বিতীয় বৎসরে আলাপপক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে বাইতে দিতেন না । পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা সুড়াইল তখন ভবানীঠাকুর বাছা বাছা শিখা লইয়া প্রফুল্লর নিকটে বাইতেন—প্রফুল্ল নেড়ামাথায় অবনতমুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত । চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অঙ্গুচর দিগের সঙ্গে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন ।

প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত । পঞ্চম বৎসরে কোন বিধিনিষেধ রহিল না । প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত নিশ্চয়োজনে করিতনা ।

যখন প্রফুল্ল পুরুষমানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত ।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পদের অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানীঠাকুর ঐর্ষ্যাভোগের * যোগ্যপাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন । পাঁচবৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল ।

পাঁচবৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া ভবানীঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন “এখন তুমি কোন পথ অবলম্বন করিবে” ? প্রফুল্ল বলিল কর্ম করিব । জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্ত নহে ।

ভবানী বলিল “ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম । কিন্তু কর্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে হইবে । মনে আছেত ভগবান্ বলিয়াছেন ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরণ কর্ম পরমাপ্নোতি পৌরুষম্ ।

এখন অনাসক্তি কি ? তাহা জান । ইহার প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়সংযম । নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্যচরণ নাই । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

* রাণীগিরির দোকাঁনদারি প্রবন্ধে ঐর্ষ্যাভোগের যোগ্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মানি সৰ্ব্বশঃ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মথতে ॥

ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কর্ম্মকৃত, তাগ আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহংকার। যে কাজই কর তোমার গুণে হইল কখন তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে সর্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যৎকরোষি যদশ্বাসি মজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎতপস্ত্বসি কোন্তেষ্য তৎকুরুষ মদার্পণম্ ॥

এখন বল দেখি মা তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে ?

প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এখনও শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম।

ভ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে এখন পৌছিবে কি প্রকারে ?

প্র। শুনিয়াছি তিনি সর্বভূতস্থিত। অতএব সর্বভূতে এখন বিস্তরণ করিব।

ভ। ভাল, ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যো মাংপশ্চতি সর্বত্র সর্বক্লময়ি পশ্চতি ।

উস্তাহম্ ন প্রণশ্চামি সচমে ন প্রণশ্চতি ॥

সর্বভূতস্থিতঃ যো মাংভজত্যেকত্বমাহিতঃ ।

সর্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়িবর্ত্ততে ।

আত্মোপমোন সর্বত্র সমংপশ্চতি যৌহঙ্কুন ।

সুখং যদিবা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ।

কিন্তু এই সর্বভূতসংক্রামক .দানের জন্ত অনেক কষ্ট অনেক
শ্রমের প্রয়োজন । তাহা তুমি পারিবে ?

প্র । এতদিন শিখিলাম কি ?

ড । সে কষ্টের কথা বলিতেছি না । কখন কখন
কিছু দোকানদারি চাই । কিছু বেশবিত্তাস, কিছু ভোগবিলাসের
ঠাট প্রয়োজন সে বড় কষ্ট । তাহা সহিতে পারিবে ?

প্র । কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছি । কর্ম্ম তাঁহার
আমার নহে । কর্ম্মোদ্ধারের জন্ত যে সুখদুঃখ তাহা আমার
নহে তাঁহারই । তাঁর কর্ম্মের জন্ত যাহা করিতে হয় করিব ।
এইরূপে প্রফুল্লের শিক্ষা সমাপ্ত হইল ।

পার্বতীর শিক্ষা ।

এইবার আমরা পাঠকপাঠিকাকে পার্বতীর শিক্ষা উপহার দিব । পার্বতী প্রবেশার্থিণী হইয়া সংসারের দ্বারে উপনীত হইয়া ছিলেন । কিন্তু সংসার দ্বার খুলিল না । পার্বতীর ন্যায় অতুলনা ললনা যদি যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা হন তাহা হইলে সংসারের বিশেষ অমঙ্গলের কথা । তাই সংসার দ্বার খুলিলনা ।

“পার্বতী সূর্যবিজ্ঞায় পারদর্শিণী । যেমন শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে হংসশ্রেণী গঙ্গায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি উপদেশকালে স্থিরোপদেশা পার্বতীতে প্রাক্তনজন্ম-বিজ্ঞা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল । কিন্তু এই সামান্য বিজ্ঞাতে সংসারের আদর্শমহিলা দেবী পার্বতীর শিক্ষাপরিসমাপ্তি হইলে চলিবে কেন ?

তাই

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিত্নাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী ।
নিমিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যকলাহি চারুত ॥

আপনার নয়নসম্মুখে হর কর্তৃক সেই প্রকারে মদনকে ভস্ম হইতে দেখিয়া পার্বতীর হ্রস্ববাল্লভ্যভারের আশা ভরসা ক্ষুণ্ণ হইল । তিনি মনে মনে আপন রূপের অনেক নিন্দা করিলেন ।

কারণ প্রিয়চিন্তহরণসাফল্যেই রূপের সার্থকতা। তাই তিনি রূপের সার্থকতা বিধান করিতে সংকল্প করিলেন।

অবাপ্যতে বা কথমনাথাঙ্গয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ
অন্যথা হরের ন্যায় পতি ও তাঁহার শরীরার্দ্ধহর প্রেম
কিরূপে লাভ হইবে ?

পার্কতী গৌরীশিখরে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি মহাহ'বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কল পরিধান করিলেন। কেশবিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া জুটা ধারণ করিলেন। তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বাহুলতাকে উপাধান করিয়া অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিতেন। তাহার পর স্তুতিপাঠাদি পরিসমাপ্তি করিতেন। অনন্তর সামান্য আহারমাত্র করিতেন। এই প্রকার তপো-নিয়মের অনুষ্ঠানে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি হইবনা দেখিয়া পার্কতী স্বশরীরের মূঢ়তা গণনা না করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি দারুণ আতপতপ্ত নিদাঘকালে প্রজ্জলিত চারিটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যস্থিত হইয়া এক দৃষ্টিতে সবিতাকে দর্শন করিতেন। কেবল অযাচিতপোষিত জল এবং রসাত্মক সুধাকরেরকরমাত্র তাঁহার পারণাবিধি হইত। এই প্রকারে নভশ্চর ও ইন্দ্রনসন্তৃত্ত বিবিধ প্রকার বহ্নিধারা বিশেষরূপ তাপিতা হইয়া গ্রীষ্মাবসানে পার্কতী পৃথিবীর সহিত নববারিসিক্ত হইয়া উর্দ্ধগ উদ্ভা পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষা-সমাগমেও তিনি অনাবৃতপ্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষণবারিবাহী শীতল বায়ু বহমান, মুসলধারে ঝুটি, পুনঃ পুনঃ 'বিজু'দ্বিকাশ কর্ণবধীরকারী মেঘগর্জ্জন—ইহার মধ্যে পার্শ্বতী অনাবৃত স্থানে শিলাশয়নে নিশা যাপন করিতেন। পৌষ মাসের দারুণ শীতে শিশিরসম্পাতসিক্ত বিদ্রকারী বায়ুর বেগে উষ্ণবস্ত্রে বিশেষরূপ আবৃত অঙ্গও কাঁপিতে থাকে। আর পার্শ্বতী সেই দারুণ পৌষরাত্রিতে আগ্রীব জলমগ্ন হইয়া কাটাইতেন। আপনি শুকাইয়া বৃক্ষ হইতে যে পত্র বিগলিত হয় সেই বিজু পত্রভক্ষণে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা তপস্তার পরাকাষ্ঠা। পার্শ্বতী তপস্তার শেষভাগে সেরূপ বিজু পত্রভক্ষণও পরিচ্যাগ করিয়াছিলেন, তাই পুরাবিদগণ তাঁহাকে অর্পণা কহিয়া থাকে না। কোমলাঙ্গী পার্শ্বতী এই প্রকার ও অন্যবিধ বহু কঠোর তপোহুনিয়মানুষ্ঠান দ্বারা কঠিন শরীর দ্বারা উপার্জিত তপস্বিগণের তপস্তাও অতিক্রম করিয়াছিলেন।

ইহাই পার্শ্বতীর তপস্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পার্শ্বতী ও প্রফুল্লের শিক্ষা হইতে পাঠক 'পাঠিকা' বৃদ্ধিতে পারিলেন ধর্মপথে থাকিয়া অব্যাহতভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে কিরূপ শিক্ষাসংযমের আবশ্যক। পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষিত হইতে পারিলে সংসারের সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রাক্তনকর্মফলে বালবৈধব্য ঘটিলে আর কিরূপে একাদেশীর উপদেশ সহ্য হইবে এ ভাবনায় কাতর হইতে হয় না। আর এরূপ অহুশীলন এরূপ শিক্ষাসংযম ব্যতীত ভোগবাসনা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া প্রণয়কে পবিত্র করা যায় না। প্রণয় পবিত্র না হইলে মানবজীবন

লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্বেগবিহীন পশুজীবনসমান। ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি। পতির প্রতি কামনাপূর্ণ যে অনুরাগ তাহা প্রকৃত পতিভক্তি নহে।

এ বিষয়ে শ্রী সীতারামকে কি বলিতেছেন শুনুন “আমি তোমার সহধর্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্মাচরণভিন্ন যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি তাহা অধর্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি, পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের বাবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্মার্থই বিবাহ। রাজষিগণ কখন বিসৃদ্ধচিত্তনা হইয়া সহ-ধর্মিণী সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়ের বশতামাত্রই পাপ।”

প্রণয়কে এইরূপ ধর্মভাবে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই পার্শ্ব-তীর ওরূপ কঠোর তপস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। মদন ভ্রমের সময় যে মহাদেব ধর্মাত্মত্বের অন্তরায় মনে করিয়া স্ত্রী-সন্নিধান—পার্শ্বতীর সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি আবার তপঃসিদ্ধা-সংযতহৃদয়া পার্শ্বতীকে ধর্মাত্মত্বের প্রধান সহায় মনে করিয়া পত্নীরূপে পাইতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আর এইরূপ স্নানশিক্ষিতা স্নসংযতা পার্শ্বতীও প্রেমে হরের শরীরাক্ষহরা হইয়াছিলেন।

অবশ্য দেশকাল পাত্রভেদে বর্তমান সময়, হিন্দুনারীগণের পক্ষে সর্বদা পার্শ্বতীর ন্যায় কঠোর তপস্কা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রফুল্লের শিক্ষার মত শিক্ষা অসম্ভব নয়। ততদূর না হইলেও কতকটা খুব সম্ভব। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হইলে সংসারে আর কিছুই অসাধ্য থাকে না।

পাতিব্রত ।

—:0:—

“সতীহু গোনার নিধি বিধিদত্ত ধন ।

কাজালিনী পেলে রাণী এমন রতন ॥

ইহা আখ্যানারীগণের প্রাণের কথা । সতীত্বই তাঁহাদের একমাত্র সম্পৎ—পাতিব্রতাই তাঁহাদের প্রাণের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী । পাতিব্রতের নিকট আখ্যানারীগণের বাজত্ব-স্বথসম্পদ আত্মীয়-স্বজন সমস্তই তুচ্ছ । রাম বনে চলিলেন গীতাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বনে চলিলেন । তাঁহার কমলকোমল দেহ দরুণা দুর্গম কঠিন বনপথের সম্পূর্ণ অল্পপযোগী—নবনীতোশম দেহগৌরু মার্ধ্য শীততিপসহনে অসমর্থ । তাহা হইলে কি হয় পাতিব্রতা ধর্মধরপালনার্থরোধে হিন্দুনারীগণ সব সহিতে পারেন । তাঁহার হাসিমুখে অনলে প্রবেশ করিতেও প্রস্তুত । অযোধ্যার অতুল সম্পদ—মিথিলারাজ্য জনকের অতুল সম্পদ—এসকলে দিকে জানকী একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না ।

শ্রীরামচন্দ্র বনে গমনোচ্ছত হইয়া সীতার নিকট বিদ্যায় লইতে আসিয়াছেন । তিনি গৃহে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সীতাকে সেই বিষয়ে উপদেশ कहিলে সীতা প্রণয় মানে কোপবতী হইয়া कहিলেন “কি বিচিত্র ! আর্থপুত্র ! তুমি শাস্ত্রবিজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শী স্বয়ং বীর, বীর ক্ষত্রিয় রাজারপুত্র, এই প্রকার অসঙ্গত ও অকীর্ষিকর বাক্য কি

তোমার মুখ হইতে বাহির হওয়া উচিত ? অথবা আমাকে সামান্য মনে করিয়া ঐরূপ লঘু বাক্য কহিতেছ ?

আৰ্য্যপুত্র পিতামাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্ত্রীষা ।

স্থানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বঃ স্বঃ ভাগ্যমুপাসতে ॥

ভৰ্ত্তুভাগ্যন্ত নার্যেকা প্রাপ্তোহি পুরুষৰ্ষভ ।

অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বাস্তব্যমিত্যপি ॥

ন পিতা নাত্নজো নাত্না নমাতা ন সখীজনঃ ।

ইহ প্রেত্য চ নারীনাং পতিরেকো গতিঃ সদাঃ

আৰ্য্যপুত্র ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও বধূ ইহারা নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন । কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ ! কেবল নারীগণই ভৰ্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন । (নারী ভৰ্ত্তুভাগ্যভাগিনী) । অতএব তোমার প্রতি বনে গমনের আদেশ হওয়াতে আমারও প্রতি সে আদেশ হইয়াছে । ইহকালে বা পরকালে নারীর সৰ্ব্বদা পতিই গতি ; কোন কালেই আত্মা পিতা মাতা পুত্র কি সখীজন নারীর আশ্রয় স্থান নহে ।

যদিহং প্রস্থিতো দুর্গং বনমঠৈব রাঘব ।

অগ্রতন্তে গমিষ্যামি মৃদুস্তি কুশকটকান্ ॥

রাঘব ! যদি তুমি আজই বন প্রস্থান কর, আমিও তাহা হইলে কুশকটকসকল মর্দন করিতে করিতে তোমার আগে আগে বনে যাইব ।

প্রাসাদাগ্রে বিমনৈর্ব্বা বৈহায়সগতেনবা ।

সর্ববাবস্থাগতা ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে ॥

স্বামী রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করুন, অথবা বিমানে অবস্থান করুন, অথবা বনে অবস্থান করুন স্বামী স্থখেই থাকুন অথবা দুঃখেই থাকুন, সকল অবস্থাতেই পতির পদচ্ছায়া নারীর পদে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখকরী ও স্নিগ্ধকরী ।

সুখং বনে নিবৎস্য়ামি যথৈব ভবনে পিতুঃ ।

অচিন্ত্যস্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতং ॥

শুশ্রূষমানাতে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ।

সহস্রংসে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ।

সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমগ্ন ন সংশয়ঃ ।

নাহং শক্যো মহাভাগ নিবর্তয়িতুম্ভুতা ।

কলমুলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

নতে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ ॥

ব্যতিক্রমং নবেৎস্য়ামি স্বর্গোহপিন হিমেমতঃ ।

স্বর্গেহপি বিনাবাসো ভবিতা যদি রাঘব ॥

ত্বয়া সহ নরব্যাপ্ত নাহং তদপি রোচয়ে ।

আমিগ্নিগ্নমর্তপাতাল এই তিন লোকের চিন্তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়া কেবল পতিব্রতচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বনে পিতৃভবনের ন্যায় স্থখে অবস্থান করিব । নিত্য সংযত-চিন্তা ব্রহ্মচারিণী হইয়া তোমাকে শুশ্রূষা করিব এবং তোমার সহিত মধুগন্ধি বনসমূহে স্থখে বিহার করিব । আজি আমি

নিশ্চয়ই তোমার সহিত বনে গমন করিব। হে. মহাভাগ আমাকে এ উত্তম হইতে তুমি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আমি বনে নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইব, আমার জন্য বনে তোমার কোন কষ্টই হইবে না। আমারও কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গেও বাস করিতে চাহিনা। সে স্বর্গ আমার বাঞ্ছনীয় নহে।

অহং গমিষ্ঠ্যামি বনং স্তুর্দুর্গমং ।
 মৃগায়ুতং বানরবার্ণৈশ্চ ।
 বনে নিবন্ত্যামি যথা পিতৃগৃহে ।
 তৈবৈব পাদাবুপগৃহ্য সন্নাতা ।
 অনন্যভাবামহুবক্তচেতনং
 জয়া বিযুক্তা মরণাশ্চ নিশ্চিতাং ।
 নরস্বমাং সাধু কুরুষ্ব যচিনাং
 নাতে। ময়াতে গুরুত। ভবিষ্যতি ॥

আমি তোমার আদেশবর্তিনী হইয়া বনের হস্তী ও মৃগগণ পরিব্যাপ্ত স্তুর্দুর্গম বনে গমন করিব এবং তথায় তোমার চরণ সেবা করিয়া পূর্বে পিতৃগৃহে যেরূপ স্তখে ছিলাম সেইরূপ স্তখে থাকিব। পতিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা আমার মনে নাই। অন্য ভাব আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি তোমাতে নিতান্ত অহরুক্ত চিন্ত। তোমার বিরহে আমি নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর—আমাকে

সঙ্গে লইয়া চল, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমাকে কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না ।

সীতার এইরূপ বাক্য শুনিয়াও রাম বনবাসের নানারূপ কষ্ট উল্লেখ পূর্বক তাঁহাকে বনগমনে বারণ করিতে লাগিলেন । সীতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না । তিনি বলিলেন তাঁহার সহিত অবস্থান করিয়া বনে তিনি স্বর্গস্থখে দিন যাপন করিতে পারিবেন । আর বীরশ্রেষ্ঠ রামপত্নীর আবার বিপদ কি ?

নহিমাং ত্বংসমীপস্থামপি শক্ৰোহপি রাঘবঃ ।

সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা ।

রাঘব ! আমি তোমার নিকটে থাকিলে সুরেশ্বর মহেশ্বরও বলপ্রকাশপূর্বক আমাকে ধর্ষনা করিতে পারিবেন না । প্রভো তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে উপদেশ দিলে কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী পতিবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না । পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্ ।

শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবান্বিত্বি ভবিষ্যামি বিকলম্বা

ভর্তারমুগ্ধগচ্ছন্তী ভর্তা হি মম দৈবতং ॥

„প্রেত্যভাবে হিকল্যাণঃ সঙ্গমো সদা স্ময়া ।

স্মৃতির্হিঃশ্রয়তে পুণ্য ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাং ॥

ইহলোকে চ পিতৃভির্ঘাত্ত্রী যশ মহাবল ।

অস্তির্দত্তা স্বধর্ম্মেণ প্রেত্যভাবেপি তস্ত সা ॥

এবমস্মাং স্বকাং নারীং স্মরন্তাম্ হি পতিব্রতাম্ ।

নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা ॥

ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং স্তুতুঃস্থয়োঃ ।

নেতুমহঁসি কাকুস্থ সমানস্তুতুঃখিনী ॥

বিশুদ্ধাত্মন স্বামিন্ তুমিই আমার দেবতা স্তবরাং প্রণয়-
প্রযুক্ত তোমার অনুগমন করিয়াই আমি নিম্পাপ হইব এবং পর-
লোকেও তোমার সহিত স্তুতজনক সমাগম লাভ করিব ।
যেহেতু মহামতে আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট এক্রপ শ্রুতি শ্রবণ
করিয়াছি যে, পিতা মাতা প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গ কর্তৃক
স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হন, সেই স্ত্রী ইহ-
লোকে যেমন সেই পুরুষেই থাকেন সেইরূপ পরলোকেও তাঁহা-
রই থাকেন । কাকুস্থ আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী তুমি কেন আমাকে
সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ না ? স্বামিন্ আমার
চরিত্রে কিছু মাত্র দোষ নাই । আমি তোমাকে ভজনা করত
তোমারই স্তুতি স্তব ও তোমারই দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া পতি-
ব্রতা ধর্ম্ম পালন করিতেছি, স্তবরাং আনাকে সমভিব্যাহারে
লওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য ।

জানকীর এক্রপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়াও রাম তাঁহাকে
বনসঙ্গিনী করিতে, সাহসী হইলেন না । সীতা তখন প্রণয়-
কোপভরে বলিলেন :

কিম্‌হ্যাম্‌নাতঃ বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ ।

রাম জামাতবুং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহং ॥

অনৃতং বত লোকোহয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি ।

তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে ॥

কিংহিকুত্বা বিষমস্তং কুতো বা ভয়মন্তি তে ।
 যৎ পরিত্যক্তুকামস্তং মা মনন্যপরাযণাম্ ॥
 ছ্যমৎসেনস্ততং বীরং সত্যবস্তমমুত্রতাম্ ।
 শাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাশ্রবশবর্ত্তিণী ॥
 ন ত্বং মনসাত্মন্যং দ্রষ্টাশ্চি ত্বদূতে হনঘ ।
 ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যকুলপাংসনী ॥
 স মামনাদাশ্চ বনং নত্বং প্রস্থাতুম হসি ।
 তপো বা যদিবারণ্যং স্বর্গে বাসন্তয়া সহ ॥
 নচমে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ ।
 পৃষ্টতত্ত্বং গচ্ছন্ত্যা বিহার শয়নেষিব ।
 কুশকাশশরেযীকা যেচ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ ।
 তুলাজিনসমস্পর্শা গার্গে গম ত্বয়া সহ ॥
 মহাবীত সমুদ্ভুতং যন্মানবাকরিষ্যতি
 রাজা রমণ তন্মন্যে পরাধ্যামিবচন্দনম্ ॥
 শাশ্বলেষু যদাশিষ্যে বনাশ্তে বনগোচরা
 কুখাস্তরং যুক্তেষু কিংস্তাং স্তবতঃ ততঃ ॥
 পত্রং মূলং ফলং যন্তু অল্পং বা যদিবা বহু ।
 দাস্তুসে স্বয়মাস্ততা তন্মৈমূর্তরসোপনম্ ।
 ন মাতূর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেদ্মনঃ
 ১০ আর্জা বাহ্যপভুঞ্জানো পুষ্পানিচ ফলানিচ ।
 নচ তত্র ততঃ কিঞ্চিৎ স্পষ্টমহসি বিপ্রিয়ম্ ।
 মংকুতে ন চতে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা ।
 যন্ত্বয়া সহ স্বর্গো নিরয়ো যন্ত্বয়া বিনা
 ইতি জ্ঞানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥

রাম তুমি যে আমার পিতা মিথিলানাথের পুরুষশরীর-
ধারী জীহাদয় জামাতা তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি ?
এভা যেমন স্বর্ঘ্যের স্বাভাবিক সেইরূপ বীরত্ব তোমার স্বভাব-
সিদ্ধ । তথাপি আমাকে সঙ্গে না লইলে লোকে যদি ভ্রমবশতঃ
রামের বীরত্ব নাই এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটনা করে তাহা
হইলে কি কম দুঃখের বিষয় হইবে ! তুমি কি নিমিত্ত বিষন্ন
হইতেছ ? কাহার নিকট হইতে তুমি ভয়ের আশঙ্কা করিতেছ ?
জগতে তোমার ভয়ের স্থান থাকিতে পারে আমি তাহা বিশ্বাস
করি না । তবে কেন অনন্যপরাযনা আমাকে পরিত্যাগ
করিতে ইচ্ছাকরিতেছ ? তুমি ইহাও জানিও যে যেরূপ সাবিত্রী-
দ্ব্যমংসেননন্দন বীর সত্যবানের অল্পব্রতা ছিলেন আমিও
স্মিত্য তেমনি তোমার অনুগামিনী ও বশবর্তিনী । আমি কুল-
নাশিনী কামিনীর ন্যায় মনেও অপর পুরুষের চিন্তা করিনা ।
অতএব আমি তোমা ব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না ;
আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত যাইব । স্বামিন্ ! তোমার
সহিতই আমার স্তপোধর্ম অনুষ্ঠান করা অথবা স্বর্গে বা বনে বাস
করা উচিত । অতএব আমাকে সঙ্গে না লইয়া কিছুতেই
তোমার বনে গমন করা উচিত নয় । যেরূপ বিহার শয়্যায় শয়ন
করিতে আমার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় না সেই রূপ তোমার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপথ দিয়া গমন করিতেও আমার কিছুমাত্র
পরিশ্রম হইবেনা । তোমার সহিত যাইবার সময়পথের কুশ
কাশ আর দীর্ঘিকা কণ্টকলতা ও বৃক্ষ সকল আমার পক্ষে
তুলা ১৭ মৃগ চর্ম্মের তায় সুখ স্পর্শহইবে । মনোরম

মহাবায়ু পরিচালিত ধূলিজালে আমার অঙ্গ আবৃত হইলে মনে করিব আমার শরীর পরম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত হইল। স্বামিন্ তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কষ্টলাস্তরণশোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক স্বর্থজনক হইতে পারে? অল্প হউক বা অধিকই হউক তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিরা পত্রমূল কি ফল যাহা দিবে, তাহাই আমার অমৃততুল্য হইবে। বনে থাকিয়া গ্রীষ্মাদি সময়ে তত্তৎকালীন পুষ্প ও ফল উপভোগ করত আমি নাতা পিতা বা অযোধ্যা নগরী স্মরণ করিব না। বনে আহারাদির জ্ঞাত তোমাকে আমি বিরক্ত করিব না। আমাকে সঙ্গে লইয়া তোমাকে ভার জ্ঞানে কষ্ট পাইতে হইবে না। তোমার সহিত বাসকরাই আমার স্বর্গবাস এবং তোমাহারা হইয়া বাসকরাই আমার পক্ষে নরকবাস। আমার এইরূপ দৃঢ় ঐশ্বর্য জানিরা আমার সঙ্গে লইয়া বনে গমন কর।

এইবার রানের মন টলিল। এরূপ পতিব্রতার সহগমন-বাসনা আর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সীতাকে সঙ্গে লইয়া বন গমন করিলেন।

আর্দ্রাভে মুদিতেক্ষুণী প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃত্যুমুখতে
যা পত্যাঁসাত্ত্বা জ্ঞেয়াপতিব্রতা।

পতি সুখী হইলে যিনি সুখী হন পতি দুঃখিত হইলে যিনি দুঃখিত হন, পতি বিন্যে গমন করিলে যিনি মলিন ও কৃশ হন, পতির মৃত্যু হইলে যিনি তাঁহার সহগমন করেন, সেই স্ত্রীকেই পতিব্রতা স্ত্রী কহে। ইহাই পতিব্রতার প্রাচীন লক্ষণ। বর্তমান

সময়েও কেবল মৃত পতির সহগমন ভিন্ন অন্য লক্ষণগুলি পতিব্রতায় লক্ষণমধ্যে পরিগণিত। এখন বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম কল্প বলিয়া স্থির হইয়াছে—এসম্বন্ধে আমরা পূর্বে অনেক কথা বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ নিয়োজন। এ স্থলে বিধবার পতিব্রত্যা ধর্মের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

উপস্থাস নহে—পুরাবর্ণিতকাহিনী নহে। সত্য ঘটনা। সংবাদ তৎকালে সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর গত হইল রাধানাথ চক্রবর্তী পত্নীসহ কাশী-বাসী হন। রাধানাথ গরীব। কিন্তু গরীব রাধানাথ যে অমূল্য পত্নীধনের অধিকারী রাজার অন্তঃপুরেও সে রত্ন হুলস্থল। কাশী আসিয়া কিছুদিন পর রাধানাথ দারুণ নিউম্যানিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাদের যে সামান্য অর্থসম্বল ছিল রাধানাথের চিকিৎসা ও পথ্যে তাহা অল্পদিনেই নিঃশেষ হইয়া গেল। রাধানাথের পত্নী ধার করিয়া স্বামীর চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি আহারনিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া দিবারাত্র পতির সেবা শুশ্রূষা করিতেন। নিজের কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। গরীবের পক্ষে ঋণ পাওয়া সব সময় সহজ নয়। তাহার পর প্রতিদিন কে ধার দেয়! সুতরাং রাধানাথের পত্নী আপনার যাহা কিছু সামান্য অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া, পরিশেষে পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করিয়া, সন্দের সামান্য তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া পতির চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয় যোগাইতে লাগিলেন। ক্রমে রোগী কিছু হু হু হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার রাধানাথের অন্নপথ্যের

ব্যবস্থা করিলেন । রাধানাথের জ্বর আজ বড় আনন্দ । তিনি বিশেষ যত্নের সহিত অন্নবাজন পাক করিয়া স্বামীকে আহার করিতে দিলেন । কিন্তু বিধি রাধানাথের অদৃষ্টে আর অন্ন মাপেন নাই । আহারে বসিয়াই রাধানাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল । হস্তের গ্রাস আর মুখে উঠিল না । রাধানাথ অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন । সেই পতনই তাঁহার মহাপ্রস্থানের কারণ হইল । দুইদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া রাধানাথের মৃত্যু হইল । সেই অবধি তাঁহার পত্নী আর অন্ন গ্রহণ করেন নাই । সম্মুখের অন্ন ফেলিয়া স্বামী পরলোক গমন করিলেন—হাতের গ্রাস আর তাঁহার মুখে দেওয়া হইল না ।

এরূপ অবস্থায় রাধানাথের পত্নী কিরূপে কোন প্রাণে আর অন্ন গ্রহণ করিবেন ? প্রতিবেশীগণের সহস্র উপরোধ অরূরোধ—কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প বিচলিত করিতে পারিল না । আজি কয়েক বর্ষ হইল স্বামী দেবতার স্বাকারমূর্তি তাঁহার নয়নের অন্তরাল হইয়াছে । তিনিও এতাবৎকাল ফল মূল ভক্ষণ করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিতেছেন । পতির কাষ্ঠপাছুকাষ্যের নিত্য পূজা এখন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য । কিন্তু শোগিনীর ত্রাণ মানসপূঙ্কায়ই তিনি অধিক্ষণ ব্যাপ্ত থাকেন । পার্শ্ববন্দিরের দেবতা এখন তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজিত । এখন কোন বাসনা নাই । শরীর কিছু ক্লেশ হইয়াছে সত্য কিন্তু দুর্বল হয় নাই । পাচিকার কার্য্য করিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য যে ব্যস্ত হইয়াছিল তাহা পরিশোধ করিয়াছেন । সামান্য ফলমূল তাহাও যদি কোন

দিন না জুটে তাহাতে আক্ষেপ নাই। যে দিন কপর্দক-
পরিশূণ, গঙ্গান্নান করিয়া সে দিন বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করেন—
“দেব আজিত গঙ্গোদকই অবলম্বন?” বিশ্বনাথেরও এই দেবীর
প্রতি অপার দয়া। বিশ্বনাথের রূপায়লোকে অঘাচিতভাবে
রাথানাথের রমণীর হস্তে পয়সা টাকা দিয়া যায়। বিশ্বেশ্বরের
পুরীতে তাঁহার আশ্রিতার গঙ্গোদকমাত্র পান করিয়া কোন
দিনও কাটাইতে হয় নাই। আজি কালিকার দিনে একরূপ
সতীরমণী অধিক দেখা যায় না! এই দেবী এখনও জীবিত
প্রাচ্যে। ইচ্ছা করিলে কাশীতে তাঁহার দর্শন করিয়া আজিও
পুণ্যলাভ করা যায়। পতিভক্তিতে ইহার মনপ্রাণ পূর্ণ।
সুতরাং ক্ষুধার জ্বালা ইহাকে কখন সহিতে হয় না। একরূপ
অন্নাহার করিয়াও তিনি দৈনিককার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন—
কোনরূপ ক্লান্তিবোধ নাই।

সীতার ত্রায় দময়ন্তীও পতির অনুগমন করিয়াছিলেন।
সীতার ত্রায় দময়ন্তীও রাজকন্যা রাজমহিষী। তাঁহার স্বামী
অঙ্গকীড়ায় রাজ্যসম্পদ হারাইয়াছেন সত্য কিন্তু পিতার রাজ্য
সম্পদত অতুল ও অটুট। কিন্তু পিতৃসম্পৎ দময়ন্তীকে
পতিব্রতা ধর্মপালনে বিরত করিতে পারিল না। স্নকুমারী
দময়ন্তীও পতির সহিত বনে চলিলেন। এইরূপ চিন্তা
শ্রীবৎসের অনুগমন করেন। হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসে একরূপ
শত শত পতিব্রতার দৃষ্টান্ত আছে। একালের এ দুর্দিনেও
পতিব্রতার অভাব নাই। আমরা ইতিপূর্বে পাইকপাড়ার
ইজুচন্দ্রের পত্নী, মহারাণী শরৎসুন্দরী ও ত্রিপুরারাজ্যের

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবীর
পূণ্য বিবরণ পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিয়াছি ।

সাকার উপাসনার হিঙ্গাবে পতিই নারীর শ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা
আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি ।

নাস্তি জীবাং পৃথগ্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপোষিতং ।

পতিং শুশ্রূষতে যত্নু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

বিষ্ণুসংহিতা ।

জীলোকদিগের পৃথক যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস নাই । তাঁহারা
যে একাগ্রমনে পতি সেবা—পতিশুশ্রূষা করেন তাহাভেই
কেবল মর্ত্তে কেন স্বর্গে পর্য্যন্ত আদৃত হন । শুধু তাহাই
নহে স্বামীদেবতার পূজা ভিন্ন অত্র ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট
নিষেধ ।

পত্যৌ জীবতি যা যোষিত্বপবাসব্রতংচরেৎ ।

আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তৃনরককৈবলগচ্ছতি ॥

বিষ্ণুসংহিতা ।

যে জী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে
সে স্বামীর অমু হরণ করে ও নরকে যায় । ব্রত উপবাসাদি
অত্র ধর্ম্ম আচরণ করিতে গেলেই সতীর প্রধান ধর্ম্ম পাত্তিব্রতা
নষ্ট হইয়া যায় । কারণ স্বামী দেবতা ভিন্ন অত্র দেবতার কথা
তখন মনে উদয় হয়, পাত্তিব্রতা ধর্ম্মের স্থান অত্র ধর্ম্ম আসিয়া
অধিকার করে । সতী জগদীশ্বরকে স্পষ্ট বলেন—হে ঈশ্বর
এহদয়ে পত্নি ভিন্ন তোমার ও স্থান নাই । আমি আমার পত্নিকে

তোমাকে অভেদ জ্ঞান করি । পতিচরণ ভিন্ন তোমারচরণে আমি
পুষ্পাঞ্জলি দিতে অশক্ত, কৃপাময় কৃপা করিয়া ক্ষমা করিও । •

স্বামীর মৃত্যুর পর সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রত অনুষ্ঠান করেন—
সে সময়ে তাঁহার পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ নহে ।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যাধস্থিতা ।

স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিনঃ ॥

ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী সাধবী স্ত্রী পুত্রবতী না
হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আশীল্য ব্রহ্মচারীর ছায় স্বর্গে গমন
করেন । পতি দেবতা—তাঁহার দোষ গুণ বিচার করিতে নাই ।
দেবতাতে কি আবার দোষ সম্ভবে ! নিজেত পতির দোষ দেখিতে
নাই অতের মুখেও পতির নিন্দা পর্য্যন্ত শুনিতে নাই । সতী
শিরোমণি সতী পিতা দক্ষের মুখে পতিতিন্দা শুনিয়া যোগবলে
প্রাণত্যাগ করিয়া ছিলেন ইহা সর্বজনবিদিত । পতি কুৎসিত
হইলেও সতী রমণীর তিনিই মনোমোহন । অনন্ত সুন্দর বিশ্ব-
ধরও তাঁহার নিকট অধিক সুন্দর নহেন । পতির বা বিকলাঙ্গ
হইলেও তাঁহাকে হতাদর করতে নাই । কুঞ্জপতির একাগ্র
শ্রদ্ধা ও দেবতাজ্ঞানে ভক্তিভাবে পূজা—এরূপ সতীত্বের
দৃষ্টান্তও হিন্দুর ইতিহাসে ঘরল নহে । পতির চিত্তানুধর্ত্তন
সতী নারীর আর একটা প্রধান ধর্ম্ম । আর পাতব্রতা নারী
পতির সহিত সমান সুখদুঃখভাগিনী, পতি 'স্বতরাষ্ট্র' অন্ধ ।
তিনি নিজে দৃষ্টির সুখ অনুভব করিতে অসমর্থ তাই তাঁহার সতী
পত্নী গাফারী নয়ম থাকিতেও অন্ধবৎ আচরণ করিতেন ।
তিনি নিয়ত আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন । পত্নী

পতির সহধর্মচারিনী । বাধা না দিয়া সতী রমণীগণের পতির 'ধর্ম' ও কৰ্ম্মে সর্বপ্রকার যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত ।

—:~::~:—

আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম ।

পূর্বকালে একসময়ে পাতিব্রত্যধর্মের একরূপ আদর ছিল যে পতিদেবতার পূজা পতিশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান নারীগণের পক্ষে পাতিত্যাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত । এ সম্বন্ধে আমরা বিষ্ণুর মত পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । অত্রি বলেন—

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যামন্ত্রসাধনম্ ।

দেবতারাদনৈকৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্ ॥

জীবন্তুর্ভরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী ।

আয়ুষ্যং হরতে ভর্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ ॥

জপ তপস্তা-তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন দেবতারাদন এই ছয়টা কার্য্য (বিবাহিতা) স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে পাতিত্যাজনক । যে স্ত্রী স্বামী দীর্ঘবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রত করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে ও নরকে যায় ।

কাহারো বধ্য, রাজা কোন কোন অপরাধীর প্রতি বধ-দণ্ডাদেশ দিইনে তাহার উল্লেখ কালে “বিষ্ণু বলিয়াছেন”, ত্রিয

বশস্তভর্তৃকাঃ তদতিক্রমণীকঃ” । যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে এবং, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন । বিষ্ণু স্ত্রীধর্ম নিম্নলিখিতরূপ অবধারণ করিয়াছেন :—“ভর্তৃঃ সমান-
ব্রতচারিণঃ” স্ত্রীগণের আর পৃথক ধর্ম নাই । ভর্তার ধর্মই পত্নীর ধর্ম—ভর্তার ব্রতই পত্নীর ব্রত । তবে কি নারীর পতি ভিন্ন আর কেহ পূজনীয় নাই ? অবশ্য আছে । স্বশ্রদ্ধাশ্রদ্ধাশ্রদ্ধাদেবতা-
তিথিপূজনং । যাঁহারা স্বামীর গুরু, স্বামীর পূজনীয় তাঁহারা নারীরও পূজনীয় । অতএব গুরুর স্বাশ্রদ্ধা গুরু দেবতা ও অতিথির পূজা করা নারীর কর্তব্য । স্নানসংস্কারোপসংস্কারতা । গৃহোপ-
করণ সামগ্রী সমুদায়কে মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা উচিত । অমুক্তহস্ততা অর্থাৎ অতিথায় ও অপবায় না করিয়া মিতব্যয় করা । স্তম্ভপুণ্ড্রভাণ্ডতা । ধনভাণ্ডার বিশেষ স্তম্ভ রাখা । মুগক্রিয়াধন-
ভিরতি ॥ বণীকরণাদি মূলকর্মে অপ্রবৃত্তি । মঙ্গলাচারান্তং পরতা । ভর্তার প্রবসিতেই প্রতিকর্ম্যক্রিয়া পরগৃহেখনভিগমনং । দ্বারদেশগবাক্ষকেশনবস্থানং । স্বামী প্রবাসে গমন করিলে বেশবিজ্ঞাস করিবে না, পরের বাড়ী যাইবে না, দোরে বা জানালায় বসিবে না ।

“সর্বকর্মস্বতন্ত্রতা” । বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যেপি পিতৃভর্তৃ-
পুত্ৰাধীনতা । কোন কর্মেই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না, বাল্যে পিতার অধীন যৌবনে স্বামীর অধীন, এবং বৃদ্ধকালে বিধবা হইলে পুত্রের অধীন থাকিবে । “মৃত্যু ভর্তার ব্রহ্মচর্য্যং তদম্বা-
রোহনং বা । স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন অথবা স্বামীর সহপুত্র । কল্কভট্ট বলেন—“ভর্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের যজ্ঞ-

দিকি হয় না, ভর্তার অল্পমতি ব্যতিরেকে ত্রত উপবাস হয় না ।
রাজবন্ধ বলেন—

অতাদিকারঃ সন্ধিমাং পিণ্ডমাত্রোপজীবনীম্ ।
পরিভ্রতামধঃ শয্যাং বাসযেদ্বাভিচারিণীম্ ।
সুরাপী বাণ্ধিনা ধৃত্বা ক্লান্ত্যর্থেন্নাপ্রিমংবদা ।
স্ত্রী প্রকৃচ্ছাদিবেদ্যাত্মা পুরুষদেবিনী তথা ॥
যত্রানুকূলাং দম্পত্যাদ্বিবর্গা স্বত্ব বর্ণ্যতে ॥
মৃত্যুতে জীবতি বা পতন্তী যা নান্যামুগমচ্ছতি ।
সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোদয়া সহ ॥
স্ত্রীভির্ভৃত্যঃ কার্য্যমেনেব ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিযাঃ ।
বন্ধুভিঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাত্মা ভূষনাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥
সংব্রতাপস্করা দক্ষা জপে বাসপরাঙা মুখী ।
কুর্যাচ্ছশ্রুতান্যোঃ পাদবন্দনং ভৃত্তং পবা ॥
ক্ৰোড়াং শরীরসংস্কাং সমাজোৎসব দর্শনম্ ।
ভাস্যং পরগৃহে যানং ভ্রাজ্যং প্রোগিতভট্টকা ॥
পতিপ্রিয়চিত্তবত্সা স্যাতার সংযতেজিয়া ।
উচকীর্ত্তি মণ্যপোতি প্রেতাচারুপমা স্ত্রীং ॥

বাভিচারিণী স্ত্রীকে অকার্য্য বিরত করিবার জন্ত নিজ
গৃহে রাখিবে, তাহাকে ভৃত্যভরণাদি অধিকার হইতে চ্যুত করিবে ।
অলঙ্কারাদি পরিধান কহিতে দিবে না । 'যাহাতে মাত্র জীবন
থাকে এইরূপ আহাং কহিতে দিবে, অনবরত ধিকার দিবে এবং
ভূতলে শয়ন করাইবে । পূর্বপরিণীতা ভাৰ্য্যা সুরাপায়িনী,
দীর্ঘরোগগ্রস্তা ধৃত্বা বন্ধা অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাবিনী, স্ত্রী-

প্রসবিনী অথবা পুরুষদেবিনী হইলে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে বাধা নাই। যেখানে পতিপত্নীর মধ্যে আনুকূল্য বর্তমান সেখানে ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সাধন হয়। যে স্ত্রী স্বামী বর্তমানে বা অবর্তমানে অপর পুরুষে আসক্ত হয় না, সে ইহলোকে বশ-বিনী হয় এবং পরলোকে উন্নত সহিত ক্রীড়া করিতে পায়। ভর্তার আদেশ স্ত্রীগণের প্রতিপালন করা কর্তব্য—ইহাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ভর্তা ভ্রাতা পিতা জ্ঞাতি শ্বশুর দেবর এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্বারা স্ত্রীগণের পরিতুষ্ট করিবে। স্ত্রীগণ গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজ কর্ষে তৎপর হইবে, সন্দেহা হাস্য মুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্রুতি ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সব ল কার্যই স্বামীর বশবর্তিনী হইয়া করিবে। স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রীগণ বেশভূষা সভাদর্শন উৎসবদর্শন, হাশ্রু পরিহাস এবং পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্যে নিযুক্ত, উত্তম আচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় তিনি ইহলোকে বশ ও পরলোকে সর্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হন।

উপন্যাসঃ রূপেন—

ভর্তৃণাসনমুজ্জ্বা যাচ্ছসী বিপ্রবর্ততে।

তস্যাস্চৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী ॥

যে স্ত্রী স্বামীর শাসন লঙ্ঘনপূর্বক প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে তাহার অন্ত ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। যুগ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে বৃষলী সাত্ত্ব বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ।

মহিষীভূচ্যতে ভার্য্যা যাঠৈব ব্যভিচারিণী ।

তান্ দোষান্ ক্ষমতে যন্তসর্বৈ মাহিষিকঃ স্মৃত ॥

যে স্ত্রী নিজপতিকে গুরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ সঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে । অর্থাৎ ব্যভিচারিণী দ্বাক্ষণী শূদ্রী অপেক্ষাও অপকৃষ্ট । যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী তাহাকে “মহিষী” বলা যায় । যে পতি জানিয়া শুনিয়া সেইরূপ স্ত্রীর সকল দোষ ক্ষমা করে তাহাকে মাহিষিক কহে । কাत्याয়ন বলেন—

পতিমুল্লজ্য মোহাৎস্ত্রী কিং ন কিং নরকং ব্রজেৎ

পতিশুশ্রবয়ৈব স্ত্রী কান্ ন লোকান্ সমশ্রুতে ॥

দিবঃ পুনরিহায়াতা সুখানামশুদির্ভবেৎ ।

স্ত্রীলোক মোহবশতঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন কোন নরকে না গমন করে? আর পতিশুশ্রূষা দ্বারা সাধু স্ত্রী কোন কোন স্বর্গলোকে না ভোগ করেন, স্বর্গ হইতে পুনরায় ইহলোক আগমন করিয়া তাঁহারা সুখপারাবাররূপিণী হন ।

“কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ” কলিতে পরাশরসংহিতার মতে ধর্ম কৰ্ম্মাসুষ্ঠান করিতে হইবে । আর—

নষ্টেমৃত্তে প্রব্রজিতে ক্লীণেচ পতিতে পতৌ ।

ঐক্যস্থাপং সুনারীণাং পতিরতো বিধীয়তে ॥

এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া ৬ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত বিধবাবিবাহ প্রচলনপ্রয়াসী হইয়াছিলেন । তাই নারীধর্ম সম্বন্ধে পরাশরের মত জানা বিশেষ আবশ্যিক । পূর্বোক্ত বচনের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা বহুপণ্ডিত সম্মত—যে পাত্রেয় সহিত

কন্য়ার বিবাহ স্থির হইয়া আছে সহসা যদি কন্য়ার সেই ভাবী পতি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত হয় অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, অথবা জানিতে পারা যায় যে সে ক্লীব কিম্বা পতিত তাহা হইলে এই পঞ্চ প্রকার আপদে ঐ কন্য়াকে পাত্রান্তরে প্রদান করা যাইতে পারে। এ ব্যাখ্যায় কাহারও সহিত কোন বিবাদই নাই। আর “স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তাহা হইলে নারী পত্যস্তর গ্রহণ করিবে। উক্ত শ্লোকের এরূপ অনুবাদ হইলেই বা আপত্তি কি? বিধবার পত্যস্তরগ্রহণ অবস্থাবিশেষে পরাশরের অনুমোদিত হইলে ও উহা যে প্রশস্ত বিধি নয়, উহা যে নারীর আদর্শধর্ম নয় নষ্টে মৃত্যোর পরশ্লোকত্রয়ে পরাশর তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার মতেও বিধবার ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান ও সহমরণ সুসঙ্গত ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। উত্তমা নারীগণের উহাই একান্ত কর্তব্য।

মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

ভিক্ষুঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি রোমানি মানবে।

তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি।

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাহকরতে বলাৎ ১

এবমুহুত্ব্য ভর্তারং তেনৈব সহ মোদত্রে ॥

স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মরিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী মানবদেহে যে সার্ক ত্রিকোটিসংখ্যক

রোম আছে, তাৎপর্যমিত কাল স্বর্গস্থভোগ করেন ।
সাপুরে যেমন গর্তমধ্য হইতে, সর্পকে বলপূর্বক টানিয়া
আনে তেমনি সহৃতা নারী মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া তৎসহ
স্বর্গস্থ ভোগ করেন ।

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্থং ভূর্ত্তারং বা ন মৃত্যতে ।

সামৃতা জায়তে ব্যানৌ বৈধবঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।

যে স্ত্রী দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত অথবা মূর্থ স্বামীকে অবজ্ঞা করে
সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-
যজ্ঞণা ভোগ করে । পুন্দেরও ক্ষমা নাই—

অহুষ্ঠাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ ।

সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীং বৈধবঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

অপতিতা ও অহুষ্ঠা পত্নীকে যে পতি যৌবনকালে পরিত্যাগ
করে সে সাত জন্ম স্ত্রীলোক হয় ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্যযজ্ঞণা
ভোগ করে ; অতিমানে অস্বহৃতা তথাকথিত বর্তমান
শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । অনেকে কুল
নন্দিনীর দৃষ্টান্ত অহুসরণ করেন । এ সম্বন্ধে পরাশর কি
বলেন শুন—

অতিমানাদতিক্রোধাঃ স্নেহাচ্চ যদিবা ভয়াৎ ।

ঐক্যদীপ্যৎ স্ত্রী পুমান্ বা গতিরেষা বিধীয়তে ॥

পুষ্পশোণিতসম্পূর্ণে অন্ধে তমসি মুজ্জতি ।

বহিঃ বর্ষসহস্রান নব্বকং প্রতিপত্ততে ॥

অতিমান অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয় প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ
ঐক্যনে প্রাপ্ত্যাপ করিলে পুষ্পশোণিত সম্পূর্ণ অন্ধতামিত

নরকে নিমগ্ন হয়, ষাট হাজার বৎসর ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক-
ভোগ করিতে হয় । সমস্ত আশ্বাভীর পক্ষেই এ ব্যবস্থা
আমরা তাহা উত্তরবাম চরিতে রাজর্ষি জনকের মুখে শুনিয়া ছ ।

পরশর বলেন—

“ন দূরে শয়নাসনম্ ।

নচ গোষ্ঠে বসেদ্রাক্ষৌ ন দিবা গ অন্তব্রজেৎ ।

নদীষু সঙ্গমে চৈব অরণ্যেব বিশেষত ।

দূরে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র শয়নভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না ।, রাত্রি কালে স্ত্রীলোকের গোষ্ঠে শয়ন করা উচিত নয় এবং দিবসেও গোপালের অন্তর্গমন করিতে নাই । বিশেষ স্ত্রীলোকের নদীসঙ্গম বা অরণ্য মধ্যে আদৌ ঘাইতে নাই ।

বন্ধুগণ্য ব্রতং তাগাং কুচ্ছ চান্দ্রায়নাদিন্ ।

কুচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি সমুদায় ব্রতই স্ত্রীলোকদের বন্ধুগণ্য থাকিয়া আচরণ করিতে হয় ।

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য মস্যা ভাৰ্য্যা স্ত্র্যাং পিবেৎ ।

পতিতর্দ্ধশরীবস্য নিকৃতির্গ বিদীয়তে ॥

যাহার পত্নী স্ত্রীপান করে তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয় । এক্ষেপে যাহার অর্দ্ধশরীর পতিত হইয়াছে, তাহার নরক-
গমন হইতে নিকৃতি নাই । বেদব্যাস স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে বলেন—

নানাবর্ণাশ্চ ভাৰ্য্যাঃ সর্বগাঃ সূচ্যারিণী ।

ধর্ম্যাধর্ম্যেবু ধর্মিষ্ঠা জেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু ।

পাটিতেঃস্বয়ং দ্বিজাঃ পূর্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা ।

পতয়োহর্দেন চার্দেন পত্নোহ ভূবান্নিত্যশ্রুতিঃ

। বাব্র বিন্দতে জায়াং তাবদক্কো ভবেৎ পুমান্ ।

নার্কঃ প্রজায়তে সৰ্বং প্রজায়নেত্যপি শ্রুতিঃ ।

সকলবর্ণা ভাৰ্যা বৰ্ত্তমান থাকিলেও সবর্ণা ভাৰ্যা সহধৰ্ম্মিনী হইবে । সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধৰ্ম্মত্যাগ করে না, ধৰ্ম্ম বিষয়ে অমুরাগবতী সেই জেষ্ঠা । পূৰ্বে ব্রহ্মা একদেহ দুই ভাগ করেন, পূৰ্ব্বার্দ্ধ ভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপৰ্দ্ধ ভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয় ইহা শ্রুতিতে প্রমাণ আছে । পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে সেই পর্য্যন্ত অপূৰ্ণ থাকে ।

কৃতদারোহ্মিপত্নীভাঃ কৃতবশ্মা গৃহং বসেৎ ।

স্বকৃত্যং বিত্তমাসাশ্রম বৈতানাম্মি ন হাপয়েৎ ॥

স্মার্ত্তং বৈবাহিক বহ্নৌ শ্রোতং বৈতনিকাম্মিষু ।

কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ প্রতিদিনং বিধিবৎ প্রীতিপূৰ্ব্বতঃ ॥

কৃতদারহইয়া পুরুষ গৃহ নির্মাণ পূৰ্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে । কিস্ত গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্তব্য কার্য ও বৈতানাম্মি ত্যাগ করিবে না । বৈবাহিক যে অগ্নি তাহাতে স্মৃতি বিহিত কৰ্ম্মসমূহ, যজ্ঞকালীন অগ্নিতে শ্রুতকৃত কৰ্ম্মসমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূৰ্ব্বক বিছামুসারে করিবে ।

• সম্যগ্ধৰ্ম্মার্থ কামেষু দম্পতিভ্যামহৰ্ণিশম্ ।

একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রত বৃত্তিতঃ ।

ন পুথদ্বিগৃহতে জ্ঞীণাং ত্রিবৰ্গবিধিসাধনং ।

ভাবতোহতিদেশাঙ্কা ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ ॥

পতিপত্নী ধৰ্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবৰ্গবিষয়ে অহোরাত্র সমান

ব্রত এবং তুলা জীবিক হইবেন । জীলোকদিগের স্বামী হইতে পৃথক ত্রিবার্গসাধন বিধি নাই; অমুরাগাধীন বা অতিদেশবশতঃ, এইরূপ ধর্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে ।

পত্ন্যঃ পূর্বং সমুখায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ ।
উথাপ্য শয়নাত্মানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্ ।
মার্জ্জনে লেপনৈঃ প্রাপ্যসাগ্নিশালং সমঙ্গনম্ ।
শোধয়েদগ্নিকার্য্যানি স্নিগ্ধানুষ্ণেন বারিনা ।
প্রোক্ষণৈরিত্যি তাত্ত্বৈব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ ।
শোধয়িত্বাতু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ ।
মহানসস্য পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্বথা ।
মৃদ্ভিচ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিত্তসেত্ততঃ ।
কৃতপূর্বানুকর্য্যাচম্য গুরুনভিবাদয়েৎ ।
তাত্ত্বাং ভর্তৃপিতৃভাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ ।
বজ্রালঙ্কারবস্ত্রানি প্রদত্তাত্ত্বৈব ধারয়েৎ ।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিনিদেশানুবর্তিনী ।
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু ।
দর্শনীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভাৰ্যা ভর্তৃঃ সদা ভবেৎ ॥
ততোহন্ন সাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্যততৎ ।
বৈশ্বদেবকুতৈরগ্নৈর্ভোজনীয়াংচ্চ ভোজয়েৎ ॥
পতির্ভৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নমুত্তমাশ্রয়ন ।
তুজ্ঞানয়েদহঃশেষমায়দ্যবিচিস্তয়া ॥
পুনঃসায়* পুনঃপ্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ ।
কৃতান্নসাধনা সাক্ষী স্তূভ্শং ভোজয়েৎ পতিং ॥

নাতিতৃপ্তা স্বয়ং ভুক্তা গৃহনীতিং বিধায় চ ।
 আন্তীর্ঘ্য সাধু শয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিং ॥
 স্থপ্তে পতৌ তদভ্যাসে অপেক্ষ্যতমানসা ।
 অনগ্নাচাপ্রমত্তাচ নিষ্কান্না চ জিতেন্দ্রিয়া ।
 নোচ্চৈর্কর্কদেন্ন পুরুষং ভবহৃৎপত্ন্যরপ্রিয়ম্ ।
 ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী ॥
 ন চাতি ব্যয়শীলাম্যন্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী ।
 প্রমাদোন্মাদ রোষেষ্যবঞ্চনধাতমানিতাম্ ।
 পৈশুত্র্যহিংসাবিদ্বেষমহাহংকারধূর্ততাং ।
 নাস্তিক্য সাহসঃস্তয় দন্তান্ সাপরা বিবর্জয়েৎ ॥
 এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতং ॥
 যশঃ শমিহযাত্যেব পরত্র চ মলোকতাম্ ॥

পত্নী পতির পূর্বে শয্যা ইহিতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন ।
 তাহার পর শয্যা তুলিয়া গৃহ পরিষ্কৃত ও বিশোধিত করিবেন ।
 অনন্তর হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জন ও লেপন দ্বারা উহা
 শুদ্ধ করিবেন ; তদনন্তর স্বীয় অঙ্গণ সংস্কার করিবেন । তদ-
 নন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত স্নেহ পাত্রসকল উৎসর্গ দ্বারা
 প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবেন । রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয়
 ভোজনপাত্রাদি সমস্ত বাহির করিয়া ধুইয়া শোধন করিবেন ।
 মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযুক্ত
 করিবেন । এইরূপে পূর্ব্বেই কার্য্য সমাপনান্তে স্বশ্রমাদি
 গুরুজনকে অভিবাদন করিবেন । তারপরে স্বস্তর স্বাশুড়ী
 স্বামী মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুল এবং বান্ধবগণপ্রদত্ত বস্ত্র

ও অলঙ্কার রত্নাদি পরিধান করিবেন। পতিব্রতা নারী পতির আজ্ঞামুখিস্থিত হইয়া মন বাক্য এবং কার্য দ্বারা বিংশত অঙ্গ প্রকাশপূর্বক ছায়াব ছায় পতির, অহুগত থাকিয়া নিম্নলিখিত চরিত্র সখীর ছায় স্বামীর হিতচেষ্টা ও স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্বদা চেষ্টা করিবেন। অন্ন পাকসমাপনান্তে তাহা পতিকে নিবেদন করিবেন। বৈশ্বদেবাদি কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে বালকবালিকা প্রভৃতিকে খাওয়াইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন। স্বামীর আদেশ প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আব্বায়েঁর চিত্তায় দিবার শেষভাগ যাপন করিবেন। পুনর্বার সাংস্কৃতিকালে এ সকল ব্যাপার নির্বাহ করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে গৃহ শোধনাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাক্ষী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবেন এবং নিজেও অনতিহৃষ্টি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সাংস্কর্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্খধ্বনিপ্রভৃতি গৃহস্বকর্তব্য নীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামীকে প্রণাম করিবেন। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্তা অর্থাৎ অন্য পুরুষলালসাপরিশূণ্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিত হইবেন। নর ও প্রমত্ত না হইয়া নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রিত হইবেন। উচ্চ কথা ও কটুক্তি সাক্ষী স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। নারী কখন পতির অপপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না ও অপলাপ এবং বিলাপ পরিত্যাগ করিবে। অতি বায়শীলা হইবে না ও ধর্ম্মার্থবিরোধিনী হইবে

না। পতি ধর্মকার্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিবে না। সাধনী স্ত্রী অনবধানতা পাগলামি রোষ ঈর্ষা, বঞ্চন অত্যন্ত অভিমান, খলতা, হিংসা বিদ্বেষ, অত্যন্ত অহঙ্কার ধূর্ততা নাস্তিক্য, সাহস, অসন্তোষ এবং দস্ত এই পঞ্চদশ প্রকার দোষ জনক কাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে পরম দেবতা পতির পরিচর্যা করিয়া ইহলোকে যশ ও শাস্তি ও পরলোকে পতির সালোক্য লাভ করিবেন।

শঙ্কসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

সা ভাৰ্য্যা যা বহেদগ্নিং সা ভাৰ্য্যা বা পতিব্রতা ।

সা ভাৰ্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভাৰ্য্যা যা প্রজাবতী ।

লালনীয়া সদা ভাৰ্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ ।

লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রীভবতী নানাথা ।

নব্রতৈর্গোপবাগেন ধর্মেণ বিবিধেন চ ।

নারী স্বর্গমবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি পতিপূজনাং ॥

যিনি অগ্নি বহন করেন পতিব্রতা পতিপ্রাণা পুত্রবতী তিনি প্রকৃত ভাৰ্য্যাপদ বাচ্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভাৰ্য্যা যত্নপূর্বক পালনীয় এবং আবশ্যক স্থলে তাড়নীয়। লালিতা ও তাড়িতা স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিনী হন তাহাতে সন্দেহ নাই। নারী ব্রত উপবাস বা অন্য নান প্রকার ধর্মের অহুষ্ঠানে স্বর্গলাভ করে না, কেবল পতিপূজা—পতিশুক্রঘাতে স্বর্গলাভ করে।

দক্ষ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চৈব ভুক্তারং যাবমন্যতে ।

শুনী গৃধ্রীচ সফরী জায়তে সা পুনঃপুনঃ ॥

মৃত্যুতে ভর্তারি যা নারী সমারোহেহু তানম্ ।

সা ভবেতু শুভাচারে স্বর্গলোকে মহীয়তে ।

দরিদ্র কিম্বা ব্যাধিত পতিকে যে অবমাননা করে সে নারী
বার বার কুকুরী গৃধ্রী এবং সফরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।
ভর্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতা আরোহন করে সে স্ত্রী
সদাচারসম্পন্ন ও স্বর্গে দেবগণের পূজনীয় হয় ।

গৌতম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

“অস্বতন্ত্রা ধর্মো স্ত্রী নাতিচরেৎভর্তারং” স্ত্রী ধর্ম
কার্য্যেও স্বাধীন হইবে না এবং কখন স্বামীকে অতিক্রম করিবে
না ।

মহু বলেন—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা ।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কৰ্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি ।
বাস্যো পিতুর্কশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে ।
পুত্রানাং ভর্তারি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ।
পিত্রা ভর্তা স্ততৈক্যপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রীগর্হে কুৰ্য্যাদ্ভেকুলে ।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ কার্য্যেযুদক্ষয়া ।
স্বসংস্কৃতাপস্করয়া ব্যায়ে চামুক্তহন্তয়া ॥
বর্শৈদদ্যাং পিতাশ্চেনাং ভ্রাতা বাহুমতপিতৃঃ ।
তং শুশ্রূষেত স্ত্রীবস্তং সংস্থিতঞ্চ ন লজ্যয়েৎ ।
মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশাসাং প্রজাপতে : ।
প্রযুক্ত্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং ।

অনৃত্যবৃত্তকালে চ মন্ত্রসংস্কারকুৎপতিঃ ।

স্বপ্নশ্চ নিত্যং দাতেহ পরলোকেচ ঘোষিতঃ ॥

বিশীলঃ কামবর্জো বা গুণৈর্কো পরিবর্জিতঃ ।

উপচর্য্য স্ত্রিয়ঃ সাক্ষা সততং দেববৎপতিঃ ।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যাপোষিতঃ ।

পতিং শুক্রযতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

পারিগ্রাহক সাক্ষী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্ত বা ।

পতিলোকমভীপস্বী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥

কামস্বপ্নপারদেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ ।

মতুনাযাপি গৃহীয়াৎ পতো প্রেতে পরস্ত তু ।

আসীতামরণাৎ কাস্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিনী ।

যো ধর্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষস্তী তমমৃতমম্ ॥

অনেকানি সহস্রানি কুমারব্রহ্মচারিণাম্ ।

দিবং গতানি বিপ্রাণামকুত্বা কুলগন্ধতিম্ ॥

মৃতে ভর্তরি সাক্ষী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যো বাবস্থিতা ।

স্বর্গং পচ্ছতাপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

অপত্যলোভাদ্ঘাতু স্ত্রী ভর্তার মতিবর্জতে ।

সুসেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাক্ষহী যতে ॥

নানোৎপন্ন প্রত্নাস্তীহ ন চাপান্য পরিগ্রহে ।

ন দ্বিতীয়শ্চ সাক্ষীনাং কচিৎকর্তোপদিশতে ॥

পতিং হিঙ্গাপকুষ্ঠং অমুংকুষ্ঠং যা নিষেবতে ।

নিম্নৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্বেতিচোচ্যতে ॥

যাতিচারাংতুভর্তৃঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দাতাম্ ।

শৃগোলধোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতাম্ ॥

পতিং যা নাবিচরতি মনোবাগদেহসংযতা ।

শা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি স্তুতিঃ সাক্ষীতি চোচ্যতে ।

অনেন নারীবৃদ্ধেন মনোবাগদেহসংযতা ।

ইহা গ্রাঃ কীর্ত্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্রচ ।

স্ত্রীলোক বালিকা হউন, যুবতী হউন, বৃদ্ধা হউন, কোন কার্য তাঁহাদের স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়। বাল্যাবস্থায় নারী পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবেন কিন্তু কখন স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবেন না। স্ত্রী পিতা ভর্তা বা পুত্রের সহিত তিন্ন হইয়া থাকিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। ইহাদের সহিত পৃথক হইলে তিনি পিতৃকুল ও পত্নিকুল উভয়কুল কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকে সর্দাই প্রহরমানে কালযাপন করিবেন, গৃহকর্মে দক্ষ হইবেন, গৃহমন্ত্রণী সকল পরিস্কৃত রাখিবেন এবং আয়ব্যয়বিষয়ে অনুকৃত হইবেন। পিতা বাঁহাকে দান করিয়াছেন, অথবা পিতার অন্তর্গতিতে ভ্রাতা বাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যভিচারাদি দ্বারা তাঁহাকে উলুজ্জন না করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহে যে পুণ্যাহ বচনাদি স্তব্ধ্যন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থমাত্র। পরন্তু বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীলোকদিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে। স্ত্রীলোকের স্বামীপরতন্ত্রতা তদবধি নিয়ত কর্তব্য। পতি জীবুকালে বা অন্যকালে স্ত্রীলোক

কৈর পক্ষে নিত্য সুখদাতা । কেবল ইহকালের নয়, পরকালেও স্বামী জীলোকের সুখদাতা । পতি কুচরিত্র, পরদারপরায়ণ এবং শিষ্টাদিগুণ-জর্জিত হইলেও সাক্ষী স্ত্রী সর্বদা তাঁহাকে দেবতার দায় ভক্তি ও সেবা করিবেন । জীলোকসম্মুখে স্বামী বিনা পৃথক বক্তৃতা নাই এবং স্বামীর অহুমতি বিনা ত্রুত উপবাস নাই । কেবল পতিসেবা দ্বারাই নারীগণ স্বর্গে গমন করেন । স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন সাক্ষী স্ত্রী পতিলোক-প্রাপ্তিার্থী হইয়া কখন তাঁহার অপ্রিয়চরণ করিবেন না । পতির মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বেচ্ছামত শুভ পুষ্পাফল দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখন পতিবিনা পরপুরুষের নাথোদ্ভারও করিবেন না । বতদিন না আপনার মরণ হয় ততদিন তিনি ক্রেশদহিকু ও নিয়মাচারী হইয়া মনুষ্যসং মৈথুনাদি ব্রজরূপ অশ্লীল্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র পতিপরায়ণা সাক্ষী স্ত্রীলোকের যে অহুমতম পরম-ধর্ম তৎপালনেই একাগ্র হইবেন । অনেক সহস্র কুমার ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন না করিয়াও ঐ ব্রহ্মচর্য-বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন । ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রী হইলেও সাক্ষী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য বলে স্বর্গে গমন করেন । যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার লোভে স্বামীকে অতিবর্জন করিয়া ব্যভিচারিণী হয় সে ইহলোকে নিন্দিত হয় ও পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুত হয় । স্বামী ব্যতিরিক্ত অপর পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্মকার্য হইতে পারেনা ; অথবা সহধর্মিণী ব্যতিরিক্ত অপর স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান দ্বারা পুরুষেরও কোন

কার্য্য নাই—শাস্ত্রকারেরা এরূপ জাতপুত্রকে পুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। কোন শাস্ত্রেই সাক্ষী স্ত্রীগণের দ্বিতীয় ভর্তা গ্রহণের উপদেশ নাই। নিজের পতি অপকৃষ্ট বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয় হয়,—লোকে তাহাকে পরপূর্য্য বলিয়া থাকে। পর পুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয় হয়, পরকালে শৃগালঘোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানা প্রকার পাপরোগ আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাক্ষী বলিয়া প্রশংসা করেন। যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাক্যে দেহাংগতা হইয়া নারীধর্মে জীবনযাপন করেন, তিনি ইহলোক পরমা কীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন।

এতাবানেব পুরুষের যজ্ঞায়াত্মা প্রজ্ঞোতিহ ।

বিপ্রাঃ প্রাহুস্তমা চৈতদ যো ভর্তা সাস্বতাজনা ॥

নানক্কাবসর্গাভ্যাং ভক্তুর্ভাধ্যা বিমুচ্যতে ।

মহম্ম পুত্র কলজ সহজোগে সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে ভর্তা সে অঙ্গনা ভিন্ন নহে ইহা বেদবিদ পণ্ডিতেরা বলেন। পতির সহিত পত্নীর মধ্যে গম্বন্ধ তাহা কদাপি দানবিক্রয় বা ত্যাগ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না।

রাণীগিরির দোকানদারি ।

—:~:—

“দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পেরা, কেবল কড় হাতে, এলো-চুল, কোন বেণভূষা নাই।” পাঠকপাঠিকা এ দেবী কে চিনি-লেন কি? যদি কখন অমর বক্শিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে সহজই দেবীকে চিনিতে পারিবেন। প্রফুল্ল আজি ভবানী ঠাকুরের শিক্ষাগুণ যথাযথ ই দেবীতে পরিণত হইয়াছে। এ দেবীর সহজ বেশ। আচ্ছা একবার রাণীগিরির বেশে আমাদের প্রফুল্লকে দেখিবেন চলুন।

“নিবিড় জঙ্গল—বিস্তৃত তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমিসাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পারিকার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার দাগীর উপর একখানা কিংখাপের টাদোড়য়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দন কাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর কড় পুরু গালিচা পাতা, গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। সাড়ী-পরা। সাড়ীখানার ফুলের মাঝে মাঝে এক

একথানা হীরা। অঙ্ক রত্নে খচিত—কদাচিত মধ্যে মধ্যে অঙ্কের উজ্জল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতিহার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নমুকুট।”

এ বেশে আর ও বেশে কত প্রভেদ? মা লক্ষ্মীগণ! আপনারা ইহার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য পছন্দ করেন? যেকোন দেশকাল পড়িয়াছে—যেকোন শিক্ষা-দীক্ষা আজিকার দিনে প্রবল তাহাতে বোধ হয় আপনাদের অনেকেই শেষ বৈশিষ্ট্য প্রশংসা করিবেন। কিন্তু আমাদের প্রকৃষ্ণের—আমাদের দেবী রাণীর ওটি সহস্র বেশ নয় তাত আপনারা জানেন—ওটি রাণীগিরির দোকানদারি মাত্র।

কথাটি আরও একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য—দীনীর ঐশ্বর্য নয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য চাই, কিন্তু ঈশ্বর ঐশ্বর্যের অধীন নন। এহিসাবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও ঈশ্বর বলিতে পারি না। কারণ তিনি সম্পদের অধীন, সম্পদ তাঁহার অধীন নয়। অস্বল্পতসম্পদ ইন্দ্র ও এক জন দীন মর্তবাসীতে কোন প্রভেদ নাই। ইন্দ্রে ঈশ্বরত্ব নাই, তাই ত ইন্দ্রকে চ্যুতিভয়। তাহঁত অস্বল্পহস্তে দেবরাজ ইন্দ্রের পুনঃ পুনঃ একরূপ দুর্গতি। আর দিগম্বর আশানবাসী হর কেবল ঈশ্বর নন—মহেশ্বর। শত ইন্দ্রের সম্পদ তাঁহার পদতলে বিলুপ্তিত। মহেশ্বরের মোহন বেশ আপনারা অনেকবার দেখিয়াছেন। বিবাহকালে খেনকার মনস্তপ্তির জন্য শিব যে মোহনবেশ ধরিয়াছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র ও সেকোন মোহন বেশ ধারণে সন্মত নন। কিন্তু ভোলানাথের ওটি সহস্র বেশ নয়। মহেশ্বর্যময় মহেশ্বরের অতি দীন বেশ।

হিন্দুর দেশে মা তোমরা যদি একথা না বুঝ তাহা হইলে বড়ই
ছুঃখের কথা ।

আজি বঙ্গদেশে অনেক হিন্দুনারী আছেন যাঁহারা বরসনভূষণে
সম্পূর্ণ দাসী । বেশভূষাই তাঁহাদের ইহকাল, বেশভূষাই তাঁহাদের
পরকাল । সম্পদ তাঁহার দাসী নয় তাঁহারাই সম্পদের দাসী ।
এ অবস্থা হিন্দুস্থানে পূর্বে ছিলনা । সীতা রাজার মেয়ে রাজার
পুত্রবধু । কত মহাই বসনভূষণে অভ্যাস । কিন্তু ঐ দেখ দেখি কি
বেশে মা সীতা রামসহ বনে বাস করিতেছেন—বঙ্কল বসানা—
রত্নালঙ্কার পরিশূন্য—পুষ্পাভরণা । কিন্তু তথাপি মা কেমন
ঐশ্বর্যময়ী । শত রাণীর বসনভূষণ মারের নিকট তুচ্ছ ।

আপনারা বলিতে পারেন ঐশ্বরের ত ঐশ্বর্য চাই । অবশ্য
চাই । কিন্তু ঐশ্বর্য অর্থ সম্পদ নয় । আশানবাসী দিগম্বর শিব
মহৈশ্বর্যবান কিন্তু সুরপতি ইন্দ্র ঐশ্বর্যের কান্দাল । ছিন্নবসনা
কুটীরবাসিনী মতী লক্ষ্মী মহৈশ্বর্যময়ী কিন্তু সম্পদমদমদা মহা-
রাণী ঐশ্বর্যের কান্দালিনী । বিশ্বামিত্র রাজাধিরাজ অতুল-
সম্পদের অধিকারী, কিন্তু মুংপাত্রসম্বল পর্ণকুটীরবাসী বঙ্কল-
বসান দরিদ্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মহৈশ্বর্য দেখিয়া তিনি আপনাকে
শত দিকার দিতেছেন । তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন, দিকবলং কত্রিষ্ণু
বলং বলং বলং ব্রহ্মবলং । বশিষ্ঠের ব্রহ্মবলই মহৈশ্বরের
আধার—তীরমণীর সতীত্বই মহৈশ্বরের উৎস ।

দেবী রাণীর মত সময়ে রাণীগিরি চাই । কিন্তু রাণীগিরি
রাণীরই আবশ্যক । এক্ষুণ্ণ কি প্রফুল্লবেশে কখন রাণীগিরি
করিয়াছে না করিবে ? এই দেখুন না ! দেবীচৌধুরাণীর

রাজীগিরি শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল আপনার ঘহ্মূল্য রত্না-
লঙ্কার গুলি নিশি ও দিবাংকে দিলেন। নিশি বলিল—“মা!
নিরাভরণে ঋতুরবাহী উঠিবে ?

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—“স্ত্রীলোকের এই
আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি মা ?”

অলঙ্কারপ্রিয়তা বেশভূষায় মায়া ভামিনীগণের ঐশ্বর্য্য নষ্ট
করিয়া দৈন্য প্রকাশ করে। মঠৈশ্বর্য্যযোগ্যা হিন্দুনারী হইয়া
সম্পদের দাসী হওয়া অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় কি হইতে পারে ?

তাই মা লক্ষ্মীগণ দয়া করিয়া আপনাদের লক্ষ্মীঈ বজায়
রাখিতে চেষ্টা কর। বসনভূষণের পূজা ছাড়িয়া দাও। সম্প-
দের দাসী হইও না—সম্পদ তোমাদের দাসী হউক।

নবম্বীপের যে নিরাভরণা মনস্বিনী পণ্ডিত-রমণী কৃষ্ণনগরের
রাজবাটীতে পরিচারিকার ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন
এই স্মৃতিই কৃষ্ণনগর আলো করিয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা
নাই। বুঝি এ হিসাবে কৃষ্ণনগরের রাজরাণীও কান্দালিনী।
আর সেই হীনা দীনা পরিচারিকা সেত অতিশয় দয়ার যোগ্য,
ঐশ্বর্য্য যে কি বস্তু সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। সম্পদে
ঐশ্বর্য্যের সম্পর্ক নাই। প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বিকাশ সাধনবলে হইয়া
থাকে। নারীর সাধনা পতিপূজা পতিসেবা পতিভক্তি, কায়-
মনোবাক্যে এই সাধনা করিতে পারিলে নারী মঠৈশ্বর্য্যময়ী
হইতে পারে।

অলঙ্কার ও বেশভূষা ।

—:~:—

অলঙ্কার ও বেশভূষা কি দোষের ? না, দোষের নয়।
উহাদের গোলামিই দোষের। দেবপূজায় উপকরণের আবশ্যক।
বসনভূষণও নারীর পতিদেবতার পূজার উপকরণমাত্র। কিন্তু
পূজা ঘোড়শোপচারে দশোপচারে পঞ্চোপচারে অভাবে গন্ধ-
গুপ্পে তাহার অভাবে কেবল ভক্তিদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া
থাকে। বসনভূষণ না জুটিলে পতিদেবতার পূজার কোনই
অঙ্গহানি হয় না। পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি। সেই উপ-
করণের যেন অভাব না হয়। মন থাকিলে রাগী বা কান্ধালিনী
কাহারও সে উপকরণের অভাব কখন হয় না।

• মা লক্ষ্মী ! লক্ষ্মীর রূপায় যদি তুমি সম্পদের অধিকারিণী
হও, বেশ সুখের কথা। তোমার দেবপূজার নিমিত্ত দ্বিবা
বসনভূষণের অভাব হইবে না। আর যদি তুমি প্রাক্তন-
কর্মফলে কান্ধালিনী হও তাহাতেই বা দুঃখ কি ? দেবপূজার
প্রধান উপকরণ যে ভক্তি তাহাত তোমার অভাব হইবে না।
রাগী অপেক্ষা কান্ধালিনীরই সে ধন অধিক দেখিতে পাওয়া
যায়। দেবতা কি রত্নালঙ্কারে তুষ্ট ? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বনমালাবিন্ধু-
বধ। মহেশ্বর বিবদলে পশ্চিমতুষ্ট। মা দুর্গা রক্তজবায সুপ্রসন্ন।
কহি তোমার স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কার না জুটে কাননের অযত্নসম্বন্ধিত
স্বর্ষমার আঁধার কুসুমের অলঙ্কারের ত অভাব হইবে না। আর
পুশলাজে মা তোমাদের যেমন সাজে রত্নালঙ্কারে কি তেমন

সাজে ! কুহমে স্বর্গীয় সৌন্দর্য আর বস্ত্রালঙ্কারে পার্থিব সৌন্দর্য ।
 পুষ্পে স্বয়ং বিশ্বশিল্পীর শিল্পচাতুরী—আর স্বর্ণরৌপ্যবস্ত্রালঙ্কারে
 মানবের শিল্পচাতুরী । চতুরচূড়ামণির চাতুরীর সহিত কি
 মানবের চাতুর্য আঁটিতে পারে ! দেশের বড় ছদ্মশা উপস্থিত ।
 রমণীগণের অনেকেই অদৃষ্টে উত্তম বসন ও অলঙ্কার না জুটিলে
 জন্মই বৃথা বলিয়া মনে করেন । যেন বস্ত্রালঙ্কার ও পার্থিব-
 সম্পদে নারীজন্মের সার্থকতা । সীতাসাবিত্রীর দেশে আর্থ্য-
 নারীর মনে এ ভাব হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয় । যদি বস্ত্রা-
 লঙ্কারেই নারীজন্মের সার্থকতা হইত তাহা হইলে রাজনন্দিনী
 সাবিত্রী মুনিপত্নীজনোচিতবেশে মুনিপত্নী সাজিলেন কেন ?
 আর রাজকন্যা রাজবধু সীতা কত কাল বনবাসে নিরাভরণে
 অতিবাহিত করিয়াছিলেন । কিন্তু সীতা-সাবিত্রীর মত ভারতে
 নারীজন্মের সার্থকতা আর কাহার হইয়াছে ?



বর্তমান সময়ের স্ত্রীশিক্ষা ।



আজি কয়েক বৎসর হইল 'বিদ্যালয়সমূহের রমণীইনেস্পেক্টর' শ্রী রামপুরের কোন বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া একস্থানে নিম্ন লিখিত মর্মেমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—বালিকাগণকে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয় না, ইহা বড়ই লজ্জার কথা । বঙ্গদেশের রমণীগণ মাতা ও পত্নীরূপে আজিও জগতের রমণীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন । তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে কেবল গুল্ক মুখস্থকরান হইলে শীঘ্র তাঁহারা তাঁহাদের সেই পবিত্র স্থান অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিবেন এবং এইরূপে বঙ্গরমণী কুলের সর্বনাশ সাধিত হইবে । মন্তব্যটি অতি সঙ্গত হইয়াছে । অধিকাংশ স্থলেই বঙ্গরমণীগণকে বিত্ত-শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জননের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না । তাঁহাদের বিত্ত অর্থকরী নহে । তবুও স্ত্রীশিক্ষার একরূপ দুর্গতি । সেখানেও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষিত । সুগৃহিণী স্ত্রীমাতা ও সংরমণী করাই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । কিন্তু এখন যেকোন প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে অনেক স্থানেই এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি একেবারে লক্ষ্য রাখা হয় না । বর্তমান সময়ের অসুস্থত প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষার স্কুলের পরিবর্তে অধিক কুফল প্রসূত হইতেছে । বঙ্গরমণীগণ সুশিক্ষিত হইয়া কোথায় গৃহকর্মের সুশৃঙ্খলা বিধান করিবেন না তাঁহারা অনেক স্থলেই গৃহকর্ম স্পর্শ করা পর্যন্ত অপমান

ভরস্বে মনে করেন। এই শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের সে মারামমতার দেবীমূর্ত্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। পুরুষোচিত তথাকথিত শিক্ষার নারীহৃদয় বিশেষ কঠিন হইতেছে। অশান্তি-অনলতপ্ত সংসারের শাস্ত্রবিধায়িনী জননী ভগিনী পত্নী ও কন্যামূর্ত্তি আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাইতেছি না। বিলাসিতার চূড়ান্ত বৃদ্ধি হইতেছে। আর রমণীগণের বিজ্ঞাও যে তেমন বাড়িতেছে তাহা নহে। তথাকথিত শিক্ষিত বঙ্গরমণীগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় “বি, এ,” “এম, এ,” থাকিলেও “ধারাপাতে মূর্ত্তিমান চারুপাঠপড়ার” সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। এই শ্রেণীর রমণীগণ অতিশয় উপভ্রাসপ্রিয়। উপভ্রাস পাঠে কোনরূপে সমর্থ হওয়াই তাঁহাদের বিজ্ঞাশিক্ষার মানদণ্ড। আহারনিদ্রাদি পশুমানবের সমান কার্য্য বাতীত এই উপভ্রাসপাঠই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কৰ্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। বটতলার অতি নিকৃষ্ট উপভ্রাসও তাঁহাদের নিকট বাদ থাকে না। এই সমস্ত উপভ্রাস নানা কুশিক্ষার আকর। এই নবেলিয়ানা হইতে বঙ্গরমণীকুলের যে ফি সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইতেছে তাহা কাহারও অবদিত নাই। কিন্তু তবু চমক ভাঙ্গে কই! আমরা স্বথাদসলিলে ডুবিয়া মরিতেছি—দোষ দিব কাকে! আমরাই আমাদের রমণীগণের একরূপ কুশিক্ষা দিতেছি, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও দায়ী নহে, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষও দায়ী নহে। কারণ আজিও বাদ্যালয় জীশিক্ষা তেমন বিস্তৃতি লাভ করে নাই। অধিকাংশ বঙ্গরমণীকেই “পাশ দেওয়া” শিক্ষার লক্ষ্য বস্তু হইতে হয় না। আমরা ইচ্ছা করিলেই জীশিক্ষার সংস্কার করিতে পারি—কারণ আমাদের জীগণের শিক্ষা দেওয়ার

মূলে আর্মরাই । কিন্তু সে দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই । যখন আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিষয় কলে জর্জরিত হই তখন ঋণ-কালের জন্ত আমাদের চমক ভাঙ্গে মাত্র । কিন্তু এখন উদাসীন থাকিবার আর সময় নাই । বঙ্গরমণীগণ বাহাতে সতীত্ব স্রজননীত্ব ও স্রগ্ধিনিত্ব প্রভৃতি পবিত্র পদ হইতে পরিভ্রষ্ট না হন সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনযোগী হওয়া কর্তব্য ।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগেই পুরাকালে আর্য্যনারীগণ ফেরৎ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এখন আর সেরূপ দেখা যায় না । ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পাঁচাগণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লেখেন । মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী তত্ত্ব-জ্ঞানময়ী ছিলেন, যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিতণ্ডা হয়, তখন তিনি মধ্যস্থ হয়েন । মিহিরের পত্নী খনা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন । খনার বচন আজিও বিখ্যাত । মহাকবি কালিদাসের পত্নী বিদ্যুতমা বিশেষ বিদুষী ছিলেন । তাঁহার প্রমোদরেই কালিদাস বলিয়াছিলেন অস্তি কশ্চিৎ বায়িশেষঃ । ঐ চারিটা শব্দই কালিদাসের চারি খানি সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের আশু শব্দ । চিতোরের রাণী মিরাবাই জয়দেবের ন্যায় মধুরকান্ত কবিতাবলী লিখিয়া কবিগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । পৃথ্বীরাজের স্ত্রী পদ্মাবতী চৌবটি শিল্প ও চতুর্দশ বিদ্যা জানিতেন । অধিক দিনের কথা নহে কাশীতে হটাবিহালকার নামে এক বিদুষী নারী টোলে পড়াইতেন ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন । তিনি স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন । মালাবারে চারিজন সহোদরী ভগিনী

নানাবিভিন্ন পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। এই ভগিনীগণের মধ্যে, আভির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অবিবাহিত থাকিয়া চিরজীবন ব্রহ্মচর্যে অতিবাহিত করিয়া নীতি কাব্য দর্শন ভূগোল চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তক এখনও উক্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীরাও নীতি ও অন্যান্য বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। দশকুমারচরিতে লেখে স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা চিত্রবিদ্যা নৃত্যগীত, নাট্য-শালার অভিনয় ও গণনা আলম্ব্য বিষয়ক গণিত, তর্কবিদ্যা, বাক্যবিন্যাস, পুষ্পবিদ্যা, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ এবং নানারূপ জীবিকানির্বাহক অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সুতরাং দেখুন এই ঐতিহাসিক যুগেই ভারতে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ, সর্বতোমুখী হইয়াছিল। আর আখ্যানারীগণ পূর্বে ঐশ্বর্য বীরমাতা ও বীররমণী ছিলেন। কবিবর হেমুচন্দ্রের লিখিত নিম্নোক্ত কয়েকপংক্তিতেও সেদিনের রাজপুত ও মহারাষ্ট্র-রমণীগণের বিবরণই বিবৃত হইয়াছে।

“এই আখ্যাভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,

ধরিয়া কুপশণ কান্ধিনীসঁকল,

প্রকুল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,

নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে;

বুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া,

ধনুদণ্ডে ছিল আনন্দে, ভাঙ্গিলু;

সমস্ত উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।

কোথা সে এখন অসিভলধারী ।

মহারাক্ষুবামা রাজোয়ারা নারী ;

অরাতিবিক্রমে পরীক্ষিত হলে,

চিতানলে যারা তহুদিত ঢেলে

পতি পিতা স্মৃত সংহতি ন'য়ে ।”

স্পার্টা দেশে মাতা যুদ্ধোত্তম পুত্রকে বলিতেন “বৎস ! হৃদয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিও নতুবা যেন তোমার ছিন্নমস্তক চক্ষো-পরি আনীত হয় । ভারতেরও আদর্শ “পৃষ্ঠে নাই অস্ত্রলেখা” । রাজপুত ও মহারাক্ষুরমণীগণ পতিপুত্রকে বলিতেন “হৃদয়-যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইও নতুবা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ইহকালে কীর্তি ও পরকালে অনন্ত স্বর্গলাভ করিও । সমরে পরাজয় হইলে তোমাদের মুখও দর্শন করিব না । রাজপুতবালা যুদ্ধেপলায়িত স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই । বুদ্ধির রাণী যুদ্ধে আশনার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া ছিলেন । ইতিহাসে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে ।

গৃহলক্ষ্মী ।

লক্ষীছাড়ার মত গাল নাই । মরণের পর যবনিকাস্ত্রাণে
কি ঘটনা থাকে জীবিতাবস্থায় তাহা কেহই জ্ঞাত নহে ।
কিন্তু যাহার গৃহলক্ষ্মীশূন্য, ইহজগতেই তাঁহার অদৃষ্টে নানা
অসুখ, অসংখ্য যাতনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

গৃহস্বামী অজস্র অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন—কিন্তু
তাহাতে কি আসিয়া যায় ?—তাঁহার অভাব কিছুতেই ঘুচে না !
তাঁহার গৃহে যাহার প্রয়োজন নাই পূর্বেই তাঁহার জন্ত অর্থ
ব্যয়িত হইতেছে কিন্তু যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহার জন্ত
অর্থান্ধাভাব হইতেছে । আবার কুবেরের ভাঙার পাইয়াও
“কাহার সুখ নাই—গৃহে নিত্য “ইহা নাই” “তাহা নাই” রব ।
যক্ষের ভাঙার—সহসা ফুরাইতেছে না—কিন্তু ব্যবস্থা করিবার
লোকের অভাবে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মিলিতেছে না ।
কখন বা একগুণ মূল্যের দ্রব্যে দশগুণ ব্যয় হইতেছে ! গৃহ
নিত্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ । শৃঙ্খলার অভাবে গৃহে যাহা আছে
প্রয়োজনকালে তাহা মিলিতহে না—হয়ত আবার মূল্য দিয়া
তাহাই কিনিতে হইতেছে ।

বাড়ীতে রোগ আর ছাড়া নাই—যেন যত রোগ সব
আসিয়া চিরবাসের জন্ত ঘর বাধিয়াছে । দর্শনীর টাকা হইতে
চিকিৎসক লক্ষপতি হইতেছেন, ঔষধানীয়ে ঔষধ ফুরাইতেছে,
কিন্তু বাড়া কিছুতেই রোগছাড়া হইতেছে না । কেমন ক্লান্ত

হইবে? চিকিৎসক অপেক্ষা সুব্যবস্থা ও শুশ্রূষাই রোগ-নিবারণের প্রধান উপায়। কিন্তু অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলাময় সংসারে তাহার সম্ভাবনা কৌথায়! এ বাড়ীতেই বা এত রোগ কেন? তাহার কারণও এই অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। আহারের দোষ, স্নানের দোষ, নিদ্রার দোষ, এবং বাতবারি-আতপসহনাদির অনিয়মে সাধারণতঃ রোগ হইয়া থাকে। ও সংসারে তাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে—তাই রোগেরও একরূপ আধিপত্য। আর ও বাড়ীতে একবার রোগ প্রবিষ্ট হইলে তাহার প্রশমনের আশাও কম। কারণ যথাসময়ে ঔষধপুথ্য সেবন এবং শুশ্রূষার সুব্যবস্থা রোগ আরোগ্যের কারণ। কিন্তু ওরূপ বিশৃঙ্খলাময় সংসারে তাহার আশা নাই।

একমাত্র গৃহলক্ষ্মীর অভাবই সংসারের ওরূপ দুর্গতির কারণ। সুগৃহিণীগণই লক্ষ্মীস্বরূপিণী। “স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ” গৃহেষু এই পবিত্র ঋষিবাক্য অদ্রোহ সত্য। ক্ষীরোদীজা চপলা কমলার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব আমাদের চন্দ্রচকুর অগোচর। কিন্তু অচঞ্চলা সুগৃহিণীগণই যে হলাহলময় সংসারসমুদ্রোত্তীর্ণ প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী তাহাতে সন্দেহ নাই।

দীনের কুটীরেও লক্ষ্মীস্বরূপিণী সুগৃহিণীর আবির্ভাবে নিত্য সুখশান্তি বিরাজমান থাকে। ঐ দেখ—ঐ যে কয়েকখানা ক্ষুদ্র কুটীর—কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যেন লক্ষ্মীর আবাসভূমি। মূল্যবান বসনভূষণে শোভিত না হইলেও ও বাড়ীর ছেলেনেরের স্বাস্থ্যকর কান্তিতে গৃহস্থানি কেমন অপূর্বশ্রীধারণ করিয়াছে। গৃহিণীর সুব্যবস্থাতে গৃহবাসীগণ মিতাহারী ও সর্ববিধ দ্বন্দ্ব-

নিয়মপালনে অভ্যস্ত । গৃহে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না গরীবগৃহস্থের চিকিৎসার ব্যয় করিবার শক্তি নাই এবং গৃহিণীর গুণে তাহা আবশ্যক হয় না । 'ধনবান্গণ চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করিতে কাতর না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সুখের জীবনে রোগের যাতনা আরও সূত্ৰঃসহ । সৌভাগ্যক্রমে একুপ স্নগৃহিণী লাভে সক্ষম হইলে তাঁহারা রোগযাতনা হইতে অনেক পরিমাণে বিমুক্ত থাকিতে পারেন ।

আরও আশ্চর্য্য ! ঐ দীন গৃহস্থের বৃহৎ পরিবার অধট সামান্য আয়—তথাপি অভাব নাই । কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে । বাড়ীতে একখানি ক্ষুদ্র বাগান । তাহাতে শাকসবজী তরিতরকারী ফলমূল প্রভৃতি গৃহবায়ের প্রয়োজনা-তিরিক্ত জন্মে । সুতরাং সে সমুদায়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে গৃহস্থামীর কিছু লাভ হইয়া থাকে । বাড়ীর ছেলেকেয়েগণ এমন সুশিক্ষিত যে বাগানের তত্ত্বাবধানের জন্য স্বতন্ত্র মালীর প্রয়োজন হয় না । তাহারাই বাগান দেখে । ছেলেমেয়েরা বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে—কিন্তু একজন্ম তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে বাইতে হয় নাই—সুশিক্ষিতা গৃহিণী এবং গৃহস্থামী তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন । তাহারা স্বাস্থ্যতত্ত্বব্যায়ামধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অতিসুশিক্ষা লাভ করিয়াছে । ওষধীর ছেলে-মেয়েদের মিষ্ট শাস্তস্বভাব ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায় । তাহারাই বথার্থ শিক্ষালাভ করিয়াছে । বড়ছেলেটা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, ঐতদিন পরে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে । গৃহিণী এবং কন্ডাগণ সূচিকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পকর্মে

অতিশয় নিপুণ। জামামোজা প্রভৃতির জন্ত গৃহবাসীগণকে কখন দরজীর শরণাপন্ন হইতে হয় না। বরঞ্চ গৃহপ্রসূত শিল্প-জীবের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে, গৃহস্থামীর কিছু সাহায্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বালকশালিকা হইতে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিশেষ অতিষ্ঠ। ওবাড়ীর দ্বার হইতে চুস্ত ভিখারী কখন বিমুখ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। উহাদের সম্ভাবহারে প্রতিবাসীগণ বিমুগ্ধ। উহাদের সহিত কাহারও কলহ নাই এবং উহারা কলহ জানে না। এ সমুদায়ই ঐ কুটীরবাসিনী গৃহিনীর প্রভাবে। তাই অনেক অশিক্ষিতা নারী বলিয়া থাকে ও বাড়ীর গিরি যাহা জানে। হাকিম উকিল প্রভৃতির পত্নীগণ ভাবিয়া আকুল—তাহাদের স্বামীগণ “কেটে বেটে” হইয়াও যাহা করিতে না পারেন ও বাড়ীর গিরির স্বামী সামান্য ২৫ টাকা বেতন পাইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক করিতেছেন। উহারা এই সামান্য আয় হইতে আবার দান ও সংকার্য্যে ব্যয় আছে। কিন্তু শুল্কাদি লুণ্ঠন ও অপব্যয়ের অভাবেই যে ঐ ক্ষুদ্র কুটীরেও লক্ষী চিরবিরাজমানা, উহাই যে তাঁহার যাহা, তাঁহাদের মধ্যে বসন্তভূষণপ্রিয়া অনেকেই তাহা বুকিতে পারেন না। ঐরূপ শূন্যগৃহিনীই এই দুঃখদৈন্য ও আধিব্যাধি প্রলীলিত সংসারের লুপ্তশান্তি-বিধায়িনী মূর্তিমতী লক্ষ্মী। যে শিক্ষাব্য প্রভাবে বর্জনারীগণ একপু শূন্যগৃহিণী হইতে পারেন সর্বপ্রথমে জীগণের সেইরূপ লুপ্তশান্তি ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

সংসার সম্রাজ্ঞীর কর্তব্য ।

— :: —

নারীগণ পুরুষদের নিম্নার্ক । পুরুষ নারীকে যথেষ্ট সম্মান করিতে বাধ্য । হিন্দু পরিবারে নারীর স্থান অতি উচ্চে । সংসার হিন্দু জীবন খাসদখলে । হিন্দু জীগণ সংসারের সম্রাজ্ঞী । কঠা গৃহিনীর পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য করিতে পারেন না । পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি কত্রীর সম্মান করিতে বাধ্য । কত্রীর অবমাননার মা লক্ষ্মীর অবমাননা । কিন্তু সংসারসম্রাজ্ঞীর কর্তব্য বড় কঠিন । পরিবারের প্রত্যেক লোকের সুখদুঃখের জন্ত তিনি দায়ী । সংসারের শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলার জন্য তিনি দায়ী ।

নারীর কর্মক্ষেত্র আত বিস্তৃত—পুরুষের অপেক্ষাও বিস্তৃত । বৈ সেবাধর্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সে ধর্ম নারীকে সুসম্পন্ন করিতে হয় । পুরুষের ন্যায় নারীর গুণের তপস্তা বা কোন ক্রচ্ছ সাধনের আবশ্যক নাই । পতিপূজা ও এই সেবাধর্মের স্বাভাবিক প্রতিপালনেই নারীর স্বর্গ ও চতুর্কর্গ লাভ হয় ।

সন্তান পালন ও সন্তানসম্বন্ধিতর শিক্ষাদান নারীর একটা প্রধান কর্তব্য । সে বিষয়ে নারীর বিশেষ বিবেচনাপূর্বক কার্য নীতি উচিত । কারণ মাতৃস্তনের সহিত জননীপ্রদত্ত শিক্ষা স্নকুমার শিশুহৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হয় । আর ছেলেদেরলার যে বেকল্প শিক্ষিত হয়, বড় হইলেও সেই শিক্ষার প্রভাবই তাহার চরিত্রে দৃষ্ট হয় । The Child is father of the man. মাতৃপ্রদত্ত

শিক্ষার দোষগুণের উপরই সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি নির্ভর করে। পৃথিবীর সকল স্থানেই জননীপ্রদত্ত শিক্ষার গুণে অনেক নরনারী ধনমান ও সম্পদের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। নারীর স্নেহময়ী গণেশজননী মূর্তি যথার্থই বড় সুন্দর। স্নেহবাসুল্যে স্তনে ক্ষীর খরিতেছে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব সুধাধারাসম সেই ক্ষীরধারা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। নারীর প্রাণমননিষ্ককারিণী দ্বিতীয় মূর্তি অল্পপূর্ণা মূর্তি। এই মূর্তিতে অমৃতান্ন বিলাইয়া নারীগণ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুধার্ত জীবগণের ক্ষুরিবৃত্তি করিতেছেন। একদিন ছিল যখন রাজরাণীও রক্তননিপুণা না হইলে তাঁর আর নিন্দা রাখিবার স্থান হইত না। এখন দেশে ভয়ঙ্কর দুর্দিন উপস্থিত, বিলাসলালসার অতিবৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ রমণীও এখন রক্তন অপমানজনক মনে করেন। কিন্তু সে কেবল শিক্ষার দোষে। এখনও রক্তননৈপুণ্য নারীগণের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। রক্তনে অনিপুণা নারী নারীসম্মান লাভের অল্পপযুক্ত। কেবল আমাদের দেশে নহে ইউরোপেও পুরাকালে রক্তননৈপুণ্য নারীগণের পক্ষে একটা অপরিহার্য শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। এখনও রক্তননিপুণা না হইলে বিলাতে নারীগণের শিক্ষা ও গুণপনা পূর্ণতা লাভ করেনা। In English language there is no nobler word than lady. But let us go back to its origin, and what do we find? We find that it means *she that looks after the loaf*—the guardian of the bread. And to look

rightly after the loaf, must not the "lady" herself be able to make it and able to teach her maids how to make it ? Most certainly. ইংরেজী ভাষায় lady অর্থাৎ ভদ্রমহিলা অপেক্ষা মহত্তর শব্দ অল্পই আছে । কিন্তু লেডী শব্দের তাৎপর্য কি ? যিনি রুটির তত্ত্বাবধান করেন । নিজে রুটি প্রস্তুত করিতে না জানিলে রুটির তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব । সুতরাং রন্ধননৈপুণ্য না থাকিলে লেডী এই মহত্তর আখ্যায় অভিহিত হওয়া যাইত না ।

নারীর সেবাধর্ম্মানুরতা দেবীমূর্ত্তি বড় প্রাণমনবিমোহিনী । সমস্ত বিশ্ব প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন—ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র কে কোথায় ডুবিয়াছে তাহার স্থির নাই । কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তেও নারী সেবাধর্ম্ম বিস্মৃত নন । ঐ দেখ নারায়ণ অনন্তশয্যায় শায়িত—মা লক্ষ্মী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া একমনে পতির চরণ সেবা কবিতেছেন । কি সুন্দর ! কি পবিত্র !

গৃহিণীরূপে কুটুম্বিতা লোকলৌকিকতা এ সকল নারীগণের কর্তব্য । আর নারীহৃদয়ত দয়াপ্রস্রবন । হৃৎখীর হৃৎখ বিমোচন ও পীড়িতের শুশ্রূষায় নারীগণ পরমানন্দ লাভ করেন । সুভদ্রা সত্য বলিয়াছিলেন—

রোগে শাস্তি হৃৎখে দয়া,

শোকেতে সান্ত্বনাছায়া,

দিদি । এই ধরাতলে রমণীর বুক ।

এতাম্বিক রমণীর আছে কিবা সুখ ?

সংসারের সুখসুশৃঙ্খলাবিধান এবং আয়ব্যয়ের সুব্যবস্থা। এ সমুদয়ও নারীর কর্তব্য। নারী একরূপ সুব্যবস্থামত সাংসারিক সমস্ত কার্য চালাইবেন যেন কোন জিনিসের অপ্ৰতুল না হয়। যেন নাই নাই রব শুনিতে না হয়। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি যেন দ্বন্দ্বভাব অনুভব করিতে না পারে। শ্বশুরশ্বাশুড়ী যেন বধুমাতার উপর সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। দেবপূজা দেববিগ্রহের সেবা যেকরূপ রমণীর কর্তব্য সেইরূপ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা নারীর নিত্য কর্তব্য। প্রাত্যহিক গাত্রোত্থান, অঙ্গন ও গৃহাদির পরিমার্জন, পাকের বাসন ও অশ্রান্ত গৃহসামগ্রীর পরিষ্করণ নারীগণের প্রাতঃকৃত্য। তাহার পর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি, স্নান, পুষ্পচয়ন, শিবগড়ান, চন্দনঘষা, পূজা-পুষ্পের শয্যা, দ্বিতীয় প্রহরের কর্তব্য। এই সময়ে শিশুবালা-বালিকা রোগী নববধূ এবং গর্ভিণীস্বীগণের আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। নারীর দিবাভাগের অশ্রান্ত কর্তব্য সম্বন্ধে ইতি-পূর্বে অনেক বলা হইয়াছে।

আমাদের দেশের স্বীগণের প্রধান দোষ স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা। কিন্তু শরীর ধর্মসাধনের মূল। শরীরমাত্মং খলু ধর্মসাধনং। শরীর বা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ-প্রদান নারীগণের বিশেষ কর্তব্য। অনেক সময়ে রোগ অবহেলা করিয়া নারীগণ আজীবন রোগযাতনা ভোগ করেন এবং প্রথমে অগ্রাহ্য করাতে ও গোপন রাখাতে অনেক সময় অনেক নারীর রোগ শেষে হুশিকিঞ্চ হইয়া উঠে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অতি প্রয়োজনীয়। আর গৃহলক্ষী-

গণই সর্ববিধ পরিস্কারপরিচ্ছন্নতার কত্রী । পতির মনোরঞ্জনের জন্ত বেশভূষা করা কর্তব্য । কিন্তু বেশভূষা বিলাসিলালসার পরিতৃপ্তির জন্ত নহে তাহা যেন মনে থাকে ।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী । সতীশিরোমণি সীতা ত্যাগের জীবন্ত মূর্তি । সে সীতাও সোনার হরিণ লাভের জন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন । সোনার আবার হরিণ হয় ? মা লক্ষ্মীগণ সুবর্ণ হরিণলাভের ত্রায় তোমাদের যেন কোন অবৈধ বুদ্ধি না জন্মে ।

তোমাদের আর একটি অপবাদ—এ অপবাদ এ কালেই বেশী শুনা যাইতেছে, তোমরা ঘরভাঙ্গ । যে নারীগণ দয়ার বন্ধনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবমণ্ডলীকে বদ্ধ করেন তাঁহারা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সোনার সংসার ছারখার করিয়া দেন, এ বিসদৃশ ব্যাপার বড়ই অসহ্য । ভারতের ত্রায় সোনারচাঁদ ছোলা না থাকিলে পাণিনি কৈকেয়ী সোনার অযোধ্যা ছারখার করিয়া দিত । কিন্তু একে কালেভদ্রে কখন একটি কৈকেয়ী দেখা যাইত কিন্তু এ কালে কৈকেয়ীর সংখ্যা বড় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । আশা করি কুললক্ষ্মীগণ এ ভয়ঙ্কর অপবাদ হইতে আপনাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবেন ।

" বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রীলোকগণের অবশ্য কর্তব্য । আর শিতাভ্রাতা-প্রভৃতি অভিভাবকগণের নারীগণকে যথোপযুক্ত নুশিকা দেওয়া উচিত । শিল্পকার্য্যে ও চিত্রবিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করা রমণীগণের সর্বতোভাবে কর্তব্য । হুচিকার্য্যে নৈপুণ্য লাভ না করা বড়ই লজ্জার কথা । পূর্বকালে উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রী-

গণকে নৃত্যগীতে নিপুণা হইতে হইত । এখনও নৃত্যগীত সুকুমার শিল্পকলার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে । নৃত্যগীতে শিক্ষা লাভ করিলে যে গুণময়ীর গুণের পূর্ণতা লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু অতিপবিত্র নৃত্যগীতও অনেক সময়ে পাপের জননিতা হয় । তাই বিশেষ বিবেচনা পূর্বক ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়া উচিত ।

নারীগণের অনেক বিষয় জানা থাকা আবশ্যক । পূর্বে শিশুদের চিকিৎসার জ্ঞাত ডাক্তার কবিরাজের শরণ লইতে হইত না । এ পাতার রস সে শিকড়ের রস এইরূপ নানা প্রকার চোট-কাতে পুরস্ত্রীগণ পূর্বে গৃহেতেই বালরোগের চিকিৎসা করিতেন । তাহাতে বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ হইত । কারণ শিশুগণ অল্প-চিকিৎসার উপযুক্ত নয় । কিন্তু হুঃখের বিষয় এখন অনেক নারী বালরোগচিকিৎসার প্রাচীন প্রণালী অবগত নন । জগতের সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিন উন্নতিলাভের আশা করা যায় । আমাদের নারীগণের অবনতি হউক কদাপি এরূপ বাঞ্ছনীয় নয় । আশা করি নারীগণ এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি অভ্যাস করিবেন ।

এত নিয়ম ও পালপার্কণে কি কর্তব্য তাহাও এখন অনেক স্ত্রীলোক জানেন না । কোন সময়ে কোন ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় অনেকে তাহা অবগত নন । সাধারণ দ্রব্যাদি পূর্বে প্রায় সকল রমণীই জানিতেন কিন্তু এখন অনেকেই জানেন না । আশা করি তাহাদের এসমুদায় বিষয়ক অজ্ঞতাও দূর হইবে ।

আচার রক্ষা নারীগণের বিশেষ কর্তব্য । আচার রক্ষা সদাচার ও পবিত্রতারক্ষার নামান্তর মাত্র । কিন্তু আচার নামে যে কতকগুলি কুসংস্কার সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা সর্বথা বর্জনীয় ।

ধৈর্য্য ও সংযম সংসারে অমূল্য পদার্থ । কলহবিবাদে স্নেহের সংসার অতিশয় অস্নেহের হইয়া উঠে । কিন্তু একটুকু ধৈর্য্য ও একটুকু সংযমে সব শীতল হইয়া যায় । অন্ততঃ একপক্ষও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সংঘত হইতে পারিলে সংসারে বিবাদবিস-
বাদ অসম্ভব হইয়া উঠে ।

ইন্দ্রিয়সেবা পশুধর্ম্য । কিন্তু সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে পরিমাণ ইন্দ্রিয়সেবা আবশ্যিক তাহা ধর্ম্যসঙ্গত । ধর্ম্যশাস্ত্রমতে নির্মিত্তি তিথি ও পর্বাদিতে ইন্দ্রিয়সেবন অবৈধ অহিতকর ও অধর্ম্য ।

অত্যাগ্র ধর্ম্যধর্ম্য পুরুষ ও নারীর পক্ষে সাধারণ । পুরুষের পক্ষে যাহা ধর্ম্য ও বৈধ নারীর পক্ষেও তাহা ধর্ম্য ও বৈধ । মহিষের পক্ষে যাহা অবৈধ ও অধর্ম্য মানুষীর পক্ষেও তাহা অবৈধ ও অধর্ম্য ।

জামাই যষ্টি ।

—:~:—

কুলশীল ও বিত্তাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন সংপাত্রে কত্কাভয়ী-
প্রভৃতির সম্প্রদান করা উচিত । জামাতৃসম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য-
জ্ঞাতব্য তথ্যের জ্ঞাত্ত আমারা নিয়ে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উপাধ্যায় বন্ধ-
বান্ধবের জামাইযষ্টি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই । পাতানো সম্পর্কেও
কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই । আর এ কাঠা-
মোয় যে জামাই হইব সে আশাও নাই । চুল সাদা হইয়া আসি
রাছে—গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে—দাঁতগুলি হলহল করিয়া
নড়িতেছে । * দেহটা রস বিহীন পল্লববিরহিত পাদপের তায় কোন
প্রকারে তিষ্ঠিয়া আছে । বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া
উঠে না । বিহগকুজন আর প্রশংসাকে আলোড়িত করে না ।
এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে মাড় হয় তাহা কেবল কাঠঠোকরার
ঠকঠকানির জ্বালা বই কিছু নয় ।

এত রসহীন এত শুষ্ক তবুও যষ্টিবারির ঘটায় মন পুলকিত
হইয়া উঠে । ল্যাংড়া বোম্বাই মধুকলে বা বাগবাজারের রসগোল্লায়
বা কলকাতার সরপুরিয়ায় আমার মন যে উথলিয়া উঠে তাহা
নহে । আমি ধ্যানবলে মাতৃরূপিণী স্বর্গাটাকরণদের হৃদয়ে প্রবেশ
করিতে পারি । ঐ কোমল হৃদয় কি দুঃ দুঃ দুঃ ছলিতেছে—কি
সকরণ উদ্বেলনে আলোড়িত হইতেছে । নব জামতাকে আদর

করিবার জন্ত ঋণগ্রস্তী ঠাকরুণ কতই না আয়োজন করিতেছেন। কত বকাবকি ঝকাঝকি ডাকাডাকি লইয়াই না ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সদাই অচলা। এই প্রীতির কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার পুলকরোমাঞ্চ হয়। ঐ প্রীতি কি অপত্যস্নেহ? তাহা ত বটেই। কিন্তু উহাতে অন্ত ভাবও সংশ্রমিত আছে। আমার প্রাণপ্রতিম কন্তাকে সংকুলে প্রদান করিয়াছি। আমার দুহিতা সেই কুলীন পরিবারের অলঙ্কার-রূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিকে। অবশেষে জননীরূপে সেই কুলরক্ষা করিবে। ইহা কি কম গর্বের কথা! এইরূপ ধর্মসঙ্গত সম্প্রদানের কথা মনে করিলে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র স্নেহ বড়ই এক উদারভাব ধারণ করে। সেই উদারভাব জামাইবস্তির দিন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

এই শুভদিনে কুলশীলসম্পন্ন সংপাত্র আসিবেন। তিনি আয়ুজার বর। আজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কত আমোদ। শ্রালিকারা ঠাট্টাতামাসা করিয়া জামতার প্রাণ মধুমাখা করিয়া তুলিবে। আরত্ৰীড়াময়ীলতাকুপিণী নববধূ আজ কি এক অজানিত আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছাসের মধ্যে ঠাকরুণ উপবাসী থাকিবেন। তিনি ষষ্ঠীপূজা করিবেন। এ আনন্দের ভিতরে আবার উপবাস কেন—পূজা কেন—বিধিনিষেধের বাধাবাধি কেন? ষষ্ঠীপূজা শু নারী-রত্নের উপাসনা না হইলে আমোদ প্রমোদ সমস্তই বুথা হইবে।

হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসাররক্ষার মহাত্ম্যে আমার ভোগীস্বথকে বলিদান দিতে হইবে। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য।

তাই হিন্দুর গৃহে উদ্বেলবোবন দম্পতীর চাপুল্যকে ধর্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয় । দাম্পত্যের মধুর ভাববিলাস যাহাতে মঙ্গলময় জনকদের গাভীর্য্যে পরিণত হয় তাহারই জন্ত এই উপবাস—এই ষষ্ঠীপূজা । কন্যাসম্প্রদান যাহাতে সফল হয় তাহারই জন্ত এই উৎসবের দিনে শ্বশুরখাণ্ডী নবদম্পতী শ্রালকশ্রালিকা আত্মীয় কুটুম্বিনী সকলে ষষ্ঠীমাতার শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া উৎসবের আনন্দ ভোগ করেন । বিবাহযজ্ঞে যে লোকসংস্কার মঙ্গলকামনা করা হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্ত সুখময় ষষ্ঠীবাটা অনুষ্ঠিত হয় ।

শ্বশুরখাণ্ডী ঠাকরুণ অত্যন্ত চিন্তা করিয়া তাঁহার ষষ্ঠীবাটার আয়োজন করেন না বটে কিন্তু তিনি হিন্দুর মণী—তাঁহার ঐ মঙ্গলসংস্কার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে । স্বভাবতই ঐ উৎসবের দিনে তাঁহার এক অভূতপূর্ব উদারপ্ৰীতির সঞ্চার হয় । সেই প্ৰীতি যে বৃদ্ধিতে পারে সেই জানে যে হিন্দুর আদর্শ কি উচ্চ ।

ষষ্ঠীবাটার মত অনুষ্ঠান আর কোথাও দেখা যায় না । হে সংস্কারক—একবার স্মৃদ্ধৃষ্টিতে হিন্দুর আচারব্যবহারগুলি দেখ । অনেক আবর্জনা আছে সত্য—আর আবর্জনা কোথায় বা নাই—কিন্তু দেখিবে হিন্দু আসলে খাঁটি সোণ ।

নববধূ ।

—:~:—

নববধূর কর্তব্য বড় কঠিন। নববধূঃসবই নূতন । আজন্ম-
পরিচিত ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া চির অপরিচিত
গৃহসংসার ও পরজনকে আপনার করিয়া লইতে হয় । “এরা
পরকে আপন করে আপনারে পুরু” । পরকে আপনার করি-
করিবার কার্য্য সহজ নহে । কিন্তু কঠিন হইলেও বধূর এককর্তব্য
অপরিহার্য্য ।

কিন্তু বিধাতার বিধানে পরিবর্তন অলঙ্কিত ভাবে ক্রমে ক্রমে
সহজেই ঘটে । এক রাত্রে মধ্য নববধূর যে পরিবর্তন ঘটে,
সাহিত্যরথী শ্রদ্ধেয় ৮ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার
একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন । নিম্নে তাহা দেওয়া গেল ।

“কুমারী এক রাত্রে মধ্য নববধূ । দেখিতে আশ্চর্য্য !
বান্ধালার ছবস্ত ছুঁড়ীরা ধুলোখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে
পিটাইতেছে, পরের গরুকে গাল দিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে
ছুঁড়ি গালি দিয়া পালাইতেছে । তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর ।
বিবাহের পর দিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বের ছবস্ত ছুঁড়ি নাই ।
এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । আমি একটা
এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি । তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় ।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল । পরদিন প্রাতে উঠিয়া নব-
বধূ ছোট ভাইকে আদর করিয়া, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার

প্রতি চাহিল। মার চক্ষে জল আসিল। নববধু মুখাবনত করিল, কান্দিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জন স্থানে গিয়া ঘাঁরে মাথা রাখিয়া অন্তমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব রাত্রে উচ্ছিষ্ট পত্র পড়িয়া বহিয়াছে, রাত্রে কথ্য নববধুর মনে হইল। কত আলো কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন। এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঙ, ছেড়া পাতা। নববধুর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটা দুর্বল কুকুরী—নবপ্রসূতি পেটের জ্বালায় শুষ্ক পত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুজিতেছে। নববধুর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধু ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুকুরীকে দিল। ত্রৈ সময় নববধুর পিতা অন্তরে আসিতেছিলেন, কুকুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন। নববধু পূর্বমত আর দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল! পিতা বলিলেন ব্রাহ্মণভোজনের পর কুকুরভোজনই হইয়া থাকে” রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন মা! নববধু কথা কহিল না। কহিলে হয়ত বলিত “এ কুকুরী সংসারী।”

পূর্বেই বলিয়াছি নববধু লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল আর দুই তিন দিন পূর্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। এখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধু জিজ্ঞাসা করিল “মা লুচি নেব? মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন “কেন মা আজ

চাহিয়া নিলে? যাক্ তোমার ইচ্ছা, তুমি আপনি লাও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করে নাও না, আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? * তবে সত্যি আজ থেকে কি তুমি পর হলে? আমার পর ভাবিলে? ' বলিয়া মা কান্দিতে লাগিলেন। নববধু বলিল "না মা! "বলি বুঝি কার জন্ত রেখেছ।" নববধু হয়ত মনে করিল, পূর্বে আমার "তুই" বলিতে আজকেন তবে আমার "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধুর পরিবর্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অল্পধুবন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্তন অতি আশ্চর্য্য। নববধুর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আফ্লাদের আভাস থাকে। এদ্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কোচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রে পদ্ম।"

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভষ সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুঃ ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবু সম্রাজ্ঞী ননন্দুঃ ইহাই বিবাহে নববধুর প্রধান আশীর্বাদ। অপরিচিত সংসারে আসিয়া নববধুকে শ্বশুর শ্বশুরী দেবর ননদ প্রভৃতি সংসারের সকল ব্যক্তিরই এক্রপ মন জোগাইয়া চলিতে হইবে যে শ্বশুরাদি সংসারের সকল ব্যক্তির উপরই প্রভাব ক্রমতঃ যেন তিনি সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হইতে পারেন।^১ অশিক্ষিতা সংরমণীগণ যথার্থই বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া সংসার সম্রাজ্ঞীর পদলাভ করিতে সমর্থ হন। আর "বামাঃ কুলভাধরঃ" আর গুরুশ্রবাশ্রুতি কার্য্যে প্রতিকূলচািরণী নারীগণ পক্ষি-কূল পিতৃকুলের মনোব্যথার কারণ হন।

খেলাঘরের খেলা ফেলিয়া বিবাহান্তে, নারীগণকে সত্যঘরে
আসিয়া ঘর করিতে হয় । পুতুলের খেলা ফেলিয়া মামুষ লইয়া
সত্য সংসারখেলা খেলিতে হয় । নকল অপেক্ষা আসল কঠিন,
মিথ্যা অপেক্ষা সত্য কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই । তাই বলিতে
ছিলাম নববধূর কার্য্য বড় কঠিন ।

পতিকুল ও পিতৃকুলের সম্মান যাহাতে রক্ষা হয় একরূপভাবে
নববধূর কার্য্য করা উচিত ।

নারীর পতিপূজারূপ পুণ্যব্রতের এই সবে আরম্ভ । স্মরণঃ
পতিতে যাহাতে দেবভক্তি জন্মে সেজন্তু নিত্য অনুশীলন আবশ্যক ।
সাধনার পথে অবিচলিত ভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে সিদ্ধি
অবশ্যস্বাবী । ভর্তৃবিপ্রকৃতাপি রোধনয়া মাস্ম প্রতীপংগম
কালিদাসের এই অমূল্য উপদেশ নববধূর সর্বদা স্মরণ রাখা
উচিত । ভর্তা প্রতিকূলাচরণ করিলেও তুমি ক্রোধবশতঃ কখন
ঠাহার প্রতিকূলাচরণ করিও না । ওগুলি তোমার সমাধির
বিষ । সতীত্ব নারীর চিরবাহিনী । তোমার পুণ্যপুস্কর
ব্রতের

“আমি সতী নিরবধি,

ভাইয়ের বোনভাগ্য বতী,

সোয়ামী উরে পুত্রকোলে,

মরি যেন জাহ্নবীজলে,

থাকতে যেন শুনি না আমি বহুলোকের মঙ্গল,

মলে যেন পাই আমি শিবহর্গার চরণ ।

বাণ্যের সেই সরল বীণা যেন নিজ জীবনে, পুণ্য এই

আশীর্বাদ করি। যাঁহারা শক্তিমতী তাঁহাদের নিকট অবশ্য আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক আশা করি। বধূগণ তোমরাইত কালে আবার গৃহিণী হইবে, তোমরাইত কালে আবার জননী হইবে, তাই আমাদের একটি অনুরোধ পালন করিও—কন্যাপণের অত্যাচারে আজ হিন্দুসমাজ জর্জরিত। কন্যাবিবাহে কত পিতা সর্বস্বান্ত। তোমরা যখন গৃহিণী হইবে, জননী হইবে, তখন এই অবৈধ কন্যাপণ—পুত্রবিক্রয় বা বিবাহ-ব্যবসায়ের অত্যাচার নিবারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিও।

বধূ অতি স্নেহের সামগ্রী। শ্বশুরশাশুড়ীর নববধুর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন বিশেষ আবশ্যক। পতিগৃহই বাহাতে সহজে নববধু আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতে পারে, মায়ামমতা ও সদ্যবহারে বাহাতে পিতৃগৃহ স্মরণ করিতে না পারে পতিকুলের সকল ব্যক্তিরই নববধুর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা উচিত।

আর বধুর শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন ও তাঁহাদের যথোচিত সেবাসুশ্রাধা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। পতি পরম গুরু—শ্বশুর শাশুড়ী আবার সেই পরম গুরুর গুরু। সুতরাং কোন প্রকারে তাঁহাদের প্রতি অসম্মান বা অবহেলা করা উচিত নহে। বড়ই দুঃখের বিষয় এখন অনেক হিন্দুস্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি বিশেষ অসদ্যবহার করেন। ভক্তিশ্রদ্ধা করা বা তাঁহাদের সেবাসুশ্রাধা করাত দূরের কথা, শ্বশুর শাশুড়ীকে নির্ঘাতন করিতে ছাড়েন না। অনেকে শ্বশুর শাশুড়ীকে বিশেষ কষ্ট দেন। ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা। আশা করি

বিশ্বপূজিতা ভারতরমণীগণ আপনাদিগকে এ অপবাদ হইতে নিশ্চুক্ত করিবেন ।

“যতেক দেখহ কর্ম, সকলের সার ধর্ম,
ধর্মবলে ধর্মী বলবন্ত ।”

অতএব মা-লক্ষ্মীগণ ! সর্বদা ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিবে ।
আবার নারীধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান কথা তোমাদিগকে বলি ।
যাবজ্জীবন আপন সতীত্ব রক্ষা করিবে । স্বামী ক্রুতী হউক
বা অক্রুতী হউক, তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ ও ভক্তি
করিবে । অগ্র পুরুষের প্রতি মননও মহা পাপ । পতিই জ্ঞান,
পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহ ইহাই মনে করিবে । এত
ব্যতিরেকে পুত্রকন্যাকে সমানরূপে স্নেহ করিবে । পিতা-মাতা
শুশুর-শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতার ও অগ্রাগ্র গুরুতর লোককে
সম্মান করিবে । কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও দেবরাদিগকে পুত্রবৎ দেখিবে ।
দাসনাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না । জাতি ও পল্লীস্ব
কাহারো হিংসা করিবে না । স্বামী ধনী অথবা ক্রুতী হইলেও
অহঙ্কার করিবে না । ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অল-
ঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দস্ত ত্যাগ করিবে । আপন ক্ষতি
হইলে ও অন্যের সহিত কলহ করিবে না । কাহাকে ও কোন
প্রকারে বঞ্চনা করিবে না । জাতিকুটুম্ব ও অহদগণ ক্রোশে
পড়িলে সাধ্যক্রমে সাহায্য করিবে । অনাথ, দীন, দরিদ্র লোক
দৃষ্টিগোচর হইলে, শক্তি অনুসারে দুঃখ মোচন করিবে । কখনও
ব্যাপিকা হইবে না, অভিমান প্রকাশ না করিয়া, সকলের
প্রতি সর্বদা নম্রভাবে ব্যবহার করিবে । যে জীলোক এই

সকল সাংসারিক ধর্ম করেন, তাঁহার বশঃ চিরকাল সংকীর্ণিত হয়—তিনি পরকালে পরমগতি প্রাপ্ত হন ।

নববধূ সীতাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় রাজর্ষি জনক যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমরা সেই উপদেশেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিবঃ—

“শশুর, শাশুড়ী প্রতি রাখিও স্মৃতি ।

রাগদ্বेष অহ্যা না কর কার প্রতি ॥

স্বথদুঃখ না ভাবিও যাঁথাকে কপালে ।

স্বানীসেবা সীতা না ছাড়িও কোন কালে ॥

—

কুমারীর শিবপূজা ।

—•*•—

পুণ্য বৈশাখমাস । প্রাতঃস্নাতা পট্টবস্ত্রপরিধানা কুমারী একমনে ভক্তিভরে শিবপূজা করিতেছেন । কি একাগ্রতা ! মহেশ্বরে কি পরানুরক্তি ! কিন্তু কুমারীর কামনা কি ? প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়া কেহুইত কখন কোন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ? মনোমত পতিলাভই কুমারীর কামনা । কুমারীর মনোমত পতি কে ? ভূতভাবন ভবানীপতিই কুমারীর আদর্শ-স্বামী । কি আশ্চর্য্য !—

কন্তা বয়সতে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং ।

বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥

পতি রূপবান্ হউন ইহাই কন্তার কামনা, জামাই ধনবান্ হউন ইহাই কন্তার মাতার বাসনা, জামাতা বিজ্ঞাবিজ্ঞানাদিসম্বিত হন কন্তার পিতা ইহাই ইচ্ছা করেন, আর কন্তার আত্মীয়স্বজন ইচ্ছা করেন পাঁচটি সংকুলসম্বৃত হউন ? আর অপর সাধারণ বিবাহে ভুরি ভোজন আশা করেন । যাহার পাঁচটি মুখ, তিনটি চোখ, শিরে জটা তাঁহার আবার রূপ কোথায় ? পরিতে বসন মিলেন—দিগবর—তাহাতেই শিব যে কিরূপ বিস্তাশালী তাহা বুঝা যাইতেছে । আর প্রথম ভূত শ্রেষ্ঠ যাহার সহচর উৎসাহে যে বিজ্ঞার দৌড় কত দূর তাহা স্পষ্টজেরই অন্তরে । কুলের কথা—জন্মের ঠিক নাই—তাহা হইতে শিবের কুলের পরিচয় পাওয়া

বাইতেছে। অতএব বরে লোকে যে সমুদায় গুণের অহুসঙ্কান করে কই তাহার একটীওত শিবে দেখিতে পাইতেছি না। তবে কুমারী কি গুণে মুগ্ধ হইয়া শিবকে আদর্শগতি হির করিয়াছেন? তাহার উত্তর আমরা সতীর মূর্ত্যন্তর আদর্শ সতী পার্শ্বতীর কথায় দিতেছি।

অলোকসাম্যাত্মমচিন্ত্যাহেতুকং
 দ্বিবস্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥
 বিপৎপ্রভীকারগরেণ মঙ্গলং
 নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসকেন সা ॥
 জগচ্ছরণ্যস্ত নিরাশিবঃ সতঃ
 কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥
 অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
 ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসম্মগোচরঃ ।
 স ভীমরূপঃ শিব ইত্যাদীর্ঘ্যতে
 ন সন্তি যথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥
 বিভূষণোত্তাসি পিনাকভোগীবা
 গজাজিনালহী হুকুলধারীবা ।
 কপালী বা স্যাদধবেন্দুশেখরম্
 ন বিধ্বংস্তুর্ভেদার্থ্য্যতে বপুঃ ॥
 তদঙ্গসংসর্গম্বাপ্য কমতে
 এবং চিতাভস্ম রজো বিশুদ্ধয়ে ॥
 তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
 বিলিপ্যতে মৌলিভিরঙ্গরৌক্যসামু ॥

অসম্পদস্তস্ত বৃষণে গচ্ছতঃ

প্রভিন্ন দিগ্ধারণবাহনো বৃষা ॥ .

করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা

বিনিদ্র মন্দার রঞ্জোহরণাঙ্গুলী ।

*

*

*

যমামনস্ত্যাম্ভুবোহপি কারণং

কথংস লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি ॥

যাহারা মুঢ় তাহারাই মহাজনগণের অলোকসামান্য দুর্কোথ-
কারণক চরিত্রের নিন্দা করিয়া থাকে । বিপৎপ্রতীকারের জন্য
অথবা ঐশ্বর্য্যকামী হইয়া লোকে গন্ধমাল্যাদি মঙ্গল দ্রব্যের সেবা
করে কিন্তু যিনি স্বয়ং বিপৎপ্রাতা ত্রিজগতের রক্ষাকর্তা, নিরভি-
লাষ তাঁহার—তৃষ্ণাদূষিত অন্তঃকরণে যে মঙ্গলসেবা বাসনার
উৎপত্তি—সেই মঙ্গলসেবনে প্রয়োজন কি ? তিনি অকিঞ্চন
হইয়াও সম্পদসমূহের উৎপত্তিকারণ ও প্রদাতা, শ্মশানবাসী
হইয়াও ত্রিলোকনাথ, সেই ভীমকান্তিকে শিব বলা হয় । পিনা-
কীর চরিত্রের যথার্থমর্থজ্ঞ পুরুষ নাই । বিশ্বমুর্তি শিবশরীরের
প্রকৃত অবস্থা কে অবধারণ করিবে ? তিনি কখন বা বিভূষণ-
বিভূষিত সৌম্যসুন্দর কখন বা ফণীফণাবিজড়িত ভয়ঙ্কর, কখন
বা ত্রুকূলধারী কখন বা গজাজিনালবী, কখন বা হৈন্দুশেখর কখন
বা কপালী । চিত্তাভ্যাস তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শ লাভ করাতে নিশ্চয়ই
অতি বিগুপ্ত মলিয়া বিবেচিত হয় অতথা তাঁহার তাত্ত্ববনৃত্যকালে
অঙ্গচ্যুত শ্মশানভঙ্গ দেবগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে কেন মন্তকে
ধারণ করিবেন ? সত্য ভোলানাথ বিস্ত্রবিহীন—বৃষবাহন ।

দেবরাজ ইন্দ্রত অতুল সম্পদসম্পন্ন। তিনিও মদপ্রাবী ঐরাবতে আরোহন করিয়া যাইবার সময়ে সম্পদহীন, বৃষাকৃৎ ভোলানাথের বৃগলচরণ মাখায় করিয়া প্রক্ষুটিত মন্দারকুম্বমপরাগে তাঁহার চরণাঙ্গুলিগুলি রক্ত বর্ণ করিয়া দেন। আর এক কথা—যাহাকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্মকারণ বলিয়া বিদ্বানগণ মনে করেন তাঁহার জন্মের নিশ্চয়তা কিরূপে থাকিবে? ইহাই পার্কীর উত্তর।

কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া বলি। শিবের মত আদর্শচরিত্র পুরুষ বা দেবতা ত্রিলোকে নাই। শিব পরম যোগী—সন্ন্যাসী অথচ ঘোর সংসারী। ভোলা পার্কীর প্রেমে পাগল—প্রেমে গৌরীকে অর্ক শরীর দিয়া হরগৌরী হইয়াছেন। আশুতোষ মূর্ত্তিমান নিকাম ধর্ম্ম। সর্বত্র সমদর্শী যদি দেখিতে হয় তবে সে দেবদেব। অতি রমণীয় কৈলাসশিখরে, তাঁহার যেমন প্রীতি, অতি ভীষণ শ্মশানভূমিতেও তাঁহার তেমন প্রীতি। চন্দন অপেক্ষা চিতাভস্মেই তাঁহার অধিক আদর। সুখ ও গরলে অভেদ জান নাই। মহেশ্বর মহেশ্বর্যবান—তাঁহা পাঠকপাঠিকা অবগত আছেন। অথচ সেই মহেশ ভিক্ষুক। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাহার গৃহিনী, যিনি নিজে সকল সম্পদের জন্মদাতা, তাঁহার কিনা নিত্যভিক্ষা তহুরক্ষা। এমন দয়ার দেবতা আর নাই। আশুতোষ যথার্থই আশুতোষ। “আকন্দ ফুল বিলপত্র ঘোলা গঙ্গারজল। তাই পেয়েই তুষ্ট হন ভোলা, মহেশ্বর।” প্রসন্ন মহেশ জীবের মঙ্গলের জন্য নিত্য বর ও অভয় হস্তে দণ্ডায়মান। জননমরণ-দোলায় জীব আর কত কষ্ট পাইকে তাই জীবের প্রতি দয়া

বশতঃ মহাদেব বিনাশকর্তা । মরণান্তে জীব যত সঙ্কল্প মুক্তিলাভ
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত দেবাদিদেব স্বয়ং
স্বশানে থাকিয়া প্রেতের সুসুগতি বিধানে চেষ্টা করেন । সুধা
পান করিবার দেবতা অনেক মিলে কিন্তু অকুণ্ঠিত চিন্তে বিষ
পানকরিতে এক নীলকণ্ঠ ।

জলনিধি মস্থনে

অমৃত উছালিল

যত স্রব বাটিলি তাহে ।

ভস্ম ভকত হর,

হরষিত অন্তর,

প্রাসিল গরলপ্রবাহে ।

আবার দেখুন—

কারণবারিপুরে

হরি কমলাসন

স্বপাকরি যেইক্ষণ হেলে ।

নিষ্কণ ত্রিনয়ন

আহ্লাদে সেই ক্ষণ,

শব'পরি আসন মেলে ।

প্রীত কমলাপতি

রতনবরপাত্রে

নর-ভালে প্রীত গিরিশ ।

পুষ্পকবাহন

বাসব স্রবপতি

বৃষবর বাহন জঁশ ।

এমন দ্বার দেখিয়াছ কি ? সর্বশক্তিমান মহেশ্বর আত্মশক্তি
সর্বভৌতাবে সংযত করিয়া নিত্য দীনের অপেক্ষাও দীন । বাহা
অস্ত্রের স্থানিত অস্পৃশ্য তাছাই তাহার গ্রাহ । অস্ত্রে—

“অস্বীয় স্বজন যারা

জানিহে ত্যজরে তারা”

কিন্তু ভোলানাথ. শাশনসাথী পরম বান্ধব । একুপ আদর্শ চরিত্র পুরুষ কুমারীর পতির আদর্শ না হইয়া আর কে হইবে ?

মানবের ভোলানাথের চরিত্রাদর্শে নিজ জীবন গঠিত করা উচিত । বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া স্বাস্থ্য বীৰ্য্য ও সংযম-ধনে ধনী হওয়া উচিত । তাহার পর তপস্যা ও যোগবলে-ঐশ্বর্য্যবান হওয়া কর্তব্য । মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিকামধর্ম সাধন করিয়া মুক্তিলাভ । ভোলানাথ তাহার আদর্শ । ভোগ-বাসনা বিমুক্ত হইলে কখন নিকাম হওয়া যায় না । ভোলানাথের জ্ঞান সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে অথচ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধন জীবনের ব্রত হওয়া চাই—ভোলানাথের ন্যায় নিত্য স্বশুধনিরভিলাষ বরাভিতিহস্তপ্রসন্ন হইবে । যোগবলে সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন হইলেও ভিক্ষাজীবিকা হওয়াই মুমুকুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর । সম্পদ থাকিলেই তাহার রক্ষাদিব্যাপারে বিব্রত হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হইতে হয় । এই জন্তই মহাজনগণের নিত্যভিক্ষা-তমুরক্ষা । তাহার পরদিনের জন্তও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে প্রস্তুত নন । তাইত ভোলা ভিখারী । নিকাম হইয়া জীবহিতব্রতসাধন করিবে—সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাসনা বিমুক্ত হইবে না । তাইত, ভোলা উদাসীন । আর মানবেরও তাহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ । নীলকণ্ঠের জ্ঞান, সন্তোষ সহকারে সংসার সমুদ্রোচ্ছিত হলাহল পান করিতে হইবে তদেইত অপর সকলে সুধাপান করিয়া সংসার সুধাময় করিয়া তুলিতে পারিবে । আর “অগমনিগমবেদ পঞ্চতত্ত্ব কথা, পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে” । তন্ত্র, আগম, নিগম,

চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র-সর্বশাস্ত্রবিদ শঙ্করের মুখপদ্মবিনিমিত । শঙ্করের আদর্শে মানবেরও বিত্তাবস্থা লাভ করা উচিত ।

কুমারীর বাসনা ভোলানাথের উচ্চাদর্শে তাঁহার স্বামী ও যেন নিজ জীবন গঠিত করেন । ভোলানাথের মত প্রেমিক আর দ্বিতীয় নাই । প্রেমে ভোলা গৌরীকে শরীরের অর্দ্ধভাগ দান করিয়াছেন । আর ঐ দেখ সতীর যোগবিসৃষ্ট দেহ দেবদেবের স্কন্ধে । সতীর প্রেমপূর্ণ আত্মা শিবপরমায়ে সম্মিলিত ; তাই প্রেমে বিভোর ভোলা সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতেছেন । একপ ঐশ্বর্যবান্ বিদ্বান্ প্রেমিক উদাসীন ভিখারী পবোপকারী আশু-তোষ দয়ালভোলাই কুমারীর স্বামীর উপযুক্ত আদর্শ । আর্থা-কুমারীর এ উৎকৃষ্ট নির্বাচন ।

-----•*•-----

গান্ধৰ্ব বিবাহ ।

প্রাচীন কালে ভারতে আট প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল । গান্ধৰ্ব বিবাহ তাহার মধ্যে অগ্ৰতম । কিন্তু এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । “আচ্ছাণ্ড চার্ষগিহ্মাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং । আহুয় দানং কন্যায়াব্রাহ্ম ধম্মঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ” ॥ সংকুলসমৃদ্ধ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বরে পিত্তাদি অভিভাবক কর্তৃক স্বয়ং আহ্বান করিয়া যে সাক্ষাদনা ও সালঙ্কারা কন্যার সম্প্রদান তাহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে এবং এই বিবাহ ধৰ্ম্মমূলক । আজিও ভারতে যে সমুদয় সম্প্রদায় পূজ্য-পাদ ও তপোধন সৰ্ববিদ্যাবিশারদ অৰ্থাৎ ঋষিগণের প্রচারিত পবিত্রোদারধৰ্ম্ম মানিয়া চলেন তাহাদের মধ্যে সৰ্বত্র ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত । গান্ধৰ্ব বিবাহ নিকৃষ্ট । ভৃগবন্ মনু উক্ত বিবাহের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতেই উহা অতি জঘন্য প্রথা বলিয়া সিদ্ধিষ্ট হইয়াছে । “ইচ্ছ্যান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াম্চ বরশ্চ । গান্ধৰ্বঃ সতুবিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ” । গোপনে কন্যা এবং বর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যে মিলনমুত্রে আবদ্ধ হয় তাহাকেই গান্ধৰ্ব বিবাহ বলে । এই বিবাহ কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত । দ্ৰুহামাদি ব্যতীত এই বিবাহের বিবাহত্বই সিদ্ধ হয় না । বৰ্ত্তমান সভ্যতার যুগে অতি পুথর সভ্যতার আলোকে যাহারা বিভ্রান্ত তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন প্রকারান্তরে

গাঙ্কর্ষ বিবাহই প্রচলিত। বর্তমান যুগের কোর্টসিপপূর্বক বিবাহকেই আমরা এই গাঙ্কর্ষ বিবাহ বলিতেছি। এই প্রকার স্বগিত বিবাহ আধ্যাত্মাবলম্বীগণের অমুমোদিত নয়। এই প্রকার বিবাহের বিষয়ফলে সমস্ত পৃথিবী জর্জরিত। দিন দিন Divorce বা বিবাহভঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। চক্ষুর নেশা ঘুচিয়া গেলেই মনের তৃষার ঈষৎ তৃপ্তি হইলেই আবার নূতনের জন্য মন ব্যাকুল হয়। ফলে ভীষণ উচ্ছ্বলতা দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও মার্কিন মূলকের অনেক নরনারী আর বিবাহবন্ধনে আদৌ বদ্ধ হইতে সম্মত নয়।

“স্বাধীন মকরকেতু স্বাধীন প্রণয়,

না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।

ইহাই এখন তাহাদের মধ্যে অনেকের মত এবং তদনুযায়ী কার্যও করিতেছে। কিন্তু ইউরোপ ও মার্কিনের অনেক বিবেচনাশীল বিজ্ঞ মহাজনের এই শোচনীয় অবস্থা অতিশয় চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আজি কয়েক বৎসর গত হইল Review of Reviewsএ পড়িতেছিলাম আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীমান রুজভেল্ট বিশেষ ভীত হইয়া বলিতেছেন যে এই প্রকারে ক্রমশঃ বিবাহপ্রথা উঠিয়াগেলে এমন দিন আসিবে যখন মার্কিন প্রভৃতি দেশে নরবংশ লোপ পাইবে। লোক গণনার দেখা গাইতেছে এখনই উচ্চ ও মধ্যবৃন্তগৃহে দিন দিন লোক সংখ্যা কমিতেছে।

বিবাহের পূর্বে বরকস্তার মধ্যে Courtship বা পূর্বালাপ ও প্রণয় হিন্দুসমাজ অমুমোদন করে না। যৌবনে স্বভাবতই

নরনারীর প্রবর্তনিক উদ্যম । সে সময়ে তাহারা স্বয়ং কখনও উপযুক্ত পাত্রপাত্রী নির্বাচনে সমর্থ হইতে পারেনা । উদ্যম প্রবর্তিত প্ররোচনায় তখন অপাত্রে আত্মবিক্রয় তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নয় । মনু গান্ধার্ববিবাহের নিন্দা করিতে গিয়া বিবাহের পূর্বে আলাপ ও প্রণয়ের ও বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন । এবং এই প্রকার বিবাহের কুফল শকুন্তলাকে কিরূপ ভূগিতে হইয়াছিল পাঠক পাঠিকা তাহা ইতপূর্বে দেখিয়াছেন । আর মহামেতা ও কাদম্বরীর বিবাহ পর্যন্ত ও অগ্রসর হইতে হয় নাই, তাহার পূর্বেই তাহারা পাপের ফলভোগ করিয়াছিলেন তাহাও আপনারা দেখিয়াছেন । মহাকবি কালিদাস শাস্ত্রব্রবন্ধে চূড়ান্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান্তা শকুন্তলাকে বর্ণিতছেন “অতঃ পরীক্ষাকর্তব্যো বিশেষাং সঙ্গমো রহঃ । অজ্ঞাতহৃদয়েষাং বৈরি ভবতি সৌহৃদং ।” অতএব বিশেষ পরীক্ষা করিয়াই গোপনে সম্মিলিত হওয়া উচিত । কারণ অজ্ঞাতহৃদয় ব্যক্তিগণ বিষয়ে এইরূপে সৌহার্দ্য ও শত্রুতায় পরিণত হয় । কিন্তু মদন-শরের বশবর্তী হইয়া কি কখন হৃদয় পরীক্ষা করা সম্ভব ? হিন্দু বিবাহ ধর্মমূলক । হিন্দুর পতিপত্নীতে দেবতা ও সৌব-কার সম্পর্ক । সুতরাং হিন্দুর পক্ষে যে কখনও এইরূপ জঘন্য বিবাহ অনুমোদনীয় হইতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই । কামমূলক বিবাহে পতিতে দেববুদ্ধি জন্মিতে পারে নী ইহা আমরা পূর্বে অনেকবার দেখাইয়াছি ।

পিত্রাদি অভিভাবক স্বভাবতঃ কন্যাদির মঙ্গলপ্রার্থী । সুতরাং ন্যূনপাত্রের কন্যা প্রভৃতির সম্প্রদান স্বভাবতঃই তাহাদের আন্ত-রিক অভিলাষ । তাহারা জানতঃ কখনও অসম্পাত্রে কন্যাদির

সম্প্রদান করেন না। তদুপায় পাত্রপাত্রীর নিকটনিভার
 তাঁহাদের উপর বিব্রত রাখাই কষ্টবা। ওম্ব হইতে পারে
 সভাকূলের ললমতুগা মিত্র প্রভাতকৃত্ত হৃদয়র হৃদয়হীন
 লতা। কিন্তু সে স্বয়ম্বর গাঙ্কর্যবিব হৃদয়নয়। সেখানেও
 পিত্রাদি অভিভাবকের কষ্টে সম্পূর্ণ বর্তমান। আর সেখানেও
 বহুতর, মন্তব্যে প্রভাত পনপ্রথায় আরও যে গানের পাঞ্জের
 নিকটনিভারণ বিব্রত হইয়াছে! যে সে লোক হরহু
 ভব করিতে পারে না, সেজন্য ত.সাধ্য মন্তব্যে কার্য যাতার
 তাগর সধা নয়। পূর্বকালে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল।
 কিন্তু সে স্বয়ম্বর “কোটসিপ” পূর্বক বিবাহের অনুরূপ নহে।
 কতকতা কষ্টক আনাত্ত সন্থানের প্রেত রাগা, রাজপুত্র,
 সেনাপতি এবং অচ্যুত মহাজনগণ স্বয়ম্বর সভায় আগমন
 করিতেন। কতক পাণিপ্রানী সমবেত ভদ্র-হোদয়গণের
 কপালকুল বদ্যাসম্পদাদির বিষয় স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া একে
 একে সকল পাণপ্রাথকে কতক দেখান হইত। কতক
 বাহাফে যে গাতম মনে করিতেন তাহার গলদেশে বদমায
 অর্পণ করিতেন।

“ন জ্যৈ বাস্তবমহিতি” কি কৌশরে, কি যৌনে কি
 বুদ্ধবৈদ্যে, হিন্দু জ্যৈ পক্ষে স্বাতন্ত্র্য লাভ বৃদ্ধবৃত্ত নয়—এইত
 হিন্দুশাস্ত্রের অঙ্গশাসন। সে অঙ্গশাসন অনুসারে গাঙ্কর্যবিবাহ
 বা কোটসিপ পূর্বক বিবাহ বর্জন্য সম্ভব নয়। পূর্বকালেও
 একপ নিকাই কুমারীগণকে দেয়া হইত তাহা অমরা মহাশেষ
 ও কাননীর কথা হইত দুই বাতে পারিয়াছি। মদনবাশাবদ্ধ
 লক্ষ্মণী বাহিত হেমপ্রানী দুই কষ্টকে বর্ণিত হেঁচন “ধর্ম্মচরণেই

পরবশোহয়ঃ জনঃ ।” “প্রিয় হে, বাহুত হে, কমা কর । তোমার অবিনয়ের আমি প্রশ্রয় দিতে পারিতেছি না । আরি প্রণয়ত দূরর কথা যে ধর্ম্মাচরণে সকলেরই সমান অধিকার সে ধর্ম্মাচরণেও পর ধীনা । পিতা প্রবাসে, মদনসন্তপে দম্ব হইলেও আমি তাঁহার আশ্রয় চাইয়া কিছু করতে পারিব না ।” আমরা রামারণেও দেখিতে পাই বারু আরাম উদ্যানে দিব্য-বসনভূষণে শোভিতা অপকৃপ রূপলাবণ্যবতা কুশন ভের শত-কতাকে দোখা । কামবশতঃ তাঁহাদের পাণপ্রার্থী হইলে কতাগণ বলিয়াহিংসেন—

‘অশ্বশ্চরসি ভূতানাং সর্পেষাং চবনন্তম ।

প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে নন্দা কিমর্থমবমানসে ।’

কুশন’ভূতা দেব সমস্তঃ হুরন্তম ।

স্থানান্তাণ্যয়তুম্বেবেং রক্ষামস্ত তপাবয়ং ।

মাহুং বালাভূমেধঃ পিতরং সভাবাদনং ।

অবননা স্বধর্ম্মণ স্বঃবরমুশাস্মহে ॥

পিতা হি প্রভুঃস্বাক্ষরং দেবতং পরমক মঃ ।

যন্যনো দানাতা পিতা ননোহন্তা ভাবধাতা ॥”

আমরা সকলেই তোমার প্রভাব অবগত আছি । তুমি সকল প্রাণীরই অগুরে বিচরণ করিয়া থাক । সুতরাং আমাদের স্বভাব জানিয়াও কেন তুমি আমাদিগকে অপমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা ভ্রাতৃ কুশনাভের ছাত্রতা ! ইচ্ছা করিলে এক্ষণই তোমাকে স্বস্থান হইতে উচ্যুত করিতে পারি তবে কেবল আমরা তপসী সুরক্ষণ করিয়া জন্মাই সে উপ করিতেছি না । রে দুর্ব্বল ! জনকই আনাটার প্রভু ও পরম দেবতা । ইতি

ধাৰ্ম্য হতে আত্মদিশের সম্ভাৱন কৰিবেন তিনিই আত্মদিশের পতি হইবেন। কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা কৰিয়া আত্মদিশের স্বয়ংবরা হইবার প্রবৃত্তি হউক এক্ষণে সময় যেন উপস্থিত না হয়।

কি যুক্তিবুদ্ধ তিরস্কার। কি অপূৰ্ণ আদৰ্শ। কৰ্ম্মাগণের শেৰ কথাগুলি আত্মদিশের কুমাৰীগণ যেন অস্তরে গাঁথিয়া রাখেন। বলাবাহুল্য স্বয়ংবরপ্রথাৰ অৰ্য্যোক্তিকতা ও অপ্রয়োজনীয়তা পৰিদৃষ্ট হওয়াতে কালে উহা পৰিষ্কাৰিত হইল। হিন্দু ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় সতীশিবোমণি সাবিত্রী স্বয়ং পতি নিৰ্ব্বাচন কৰিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও পিতার আদেশনত। কামবশতঃ বা বৈধূন্যের সম্পর্ক সাবিত্রীতে দ্বৈত মাত্ৰও বিদ্যমান ছিল না। পরন্তু উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্মবুদ্ধি সাবিত্রীতে বৰ্ত্তমান ছিল। তিনি স্বৰ্ঘমাধ্য পতিনাশ ও বৈধব্য অবশ্ৰুতাবী জানিয়াও সঙ্কর হইতে বিচলিত হন নাই।



